বঙ্গসফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী আপ্লত রাজ্যের সংবর্ধনায়



(मिनक अ) अ ते । কলকাতা শিলিগুড়ি ১৩ চৈত্র ১৪২৯ মঙ্গলবার ২৮ মার্চ ২০২৩ ৮ পৃষ্ঠা

https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/ https://mobile.twitter.com/statesmandainik?lang=en

শাহের দাবি – ৭

বাম সরকারের আমলে সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষের পরিবারের কুড়িজনের চাকরি হয়েছে – ৩

দূরত্ব ঘুচল, কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল তৃণমূল – ৫

গ্যালারির সিট রং করছেন মাহি – ৮

in the august presence of

Hon'ble Governor, West Benga

ancata Cane

Dr. C.V. Ananda Bo

www.dainikstatesmannews.com

Banko damb **BARODA HOME LOAN** Rates SLASHED!

সূৰ্যোদয় — ৫ টা ৩৯ মিনিট সূর্যাস্ত — ৫ টা ৪৭ মিনিট

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে নানো হয়েছে, সকালের দিকে মেঘলা আকাশ। যেকোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে। নৈর তাপমাত্রা কমতে পারে।

দিনের তাপমাত্রা

সর্বোচ্চ ৩৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৮৪ শতাংশ: সর্বনিম্ন ৫২ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়) ০.২ মিমি।

রাহুলকে সরকারি বাংলো ছাড়ার নোটিশ

দিল্লি. ২৭ মার্চ— রাহুল গান্ধিকে এবার সরকারি বাংলো ছাডার নোটিশ দেওয়া হল। রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে যখন গোটা দেশ তোলপাড়, তার মধ্যেই আবার বাংলো ছাড়ার নোটিশ পেলেন রাহুল গান্ধি। সোমবার লোকসভার হাউসিং কমিটির তরফে রাহুল গান্ধি কে সরকারি বাংলো ছাডার নোটিস দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়। আগামী এক মাসের মধ্যে রাহুলকে বাংলো ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও রাহুল গান্ধির তরফে জানানো হয় এরকম কোনও নোটিস তাঁরা পাননি।

২০০৪ সাল থেকে সাংসদ পদে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। ফলে সাংসদ কোটায় নয়া দিল্লির ১২, তুঘলক রোডে বাংলো পান তিনি। কিন্তু, গত ২৩ মার্চ রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সাংসদ পদ খারিজ হওয়ায় ওই সরকারি বাংলো ছাড়ার নির্দেশ দিল লোকসভা হাউসিং কমিটি।

যদিও সুরাট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধি উচ্চ আদালতে যাবেন বলে কংগ্রেস সূত্রে খবর মিলেছে। কিন্তু, তার আগেই, সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পাঁচদিনের মাথায় সরকারি বাংলো ছাডার নোটিস দেওয়া

প্রসঙ্গত, পদবি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে গত ২২ মার্চ রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে দু-বছরের কারাদণ্ড দেয় সুরাট আদালত। তার একদিন পরই আদালতের রায়ের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ। যা নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এবার রাহুলকে সরকারি বাংলো ছাড়ার নোটিস দেওয়ায় ফের ঝড উঠবে বলে অনমান রাজনৈতিক মহলের।

সংবিধানের অধিকার রক্ষার আর্জি মমতার



মধুছনা চক্রবর্তী

কখনও কখনও আতিথেয়তার উষ্ণতায় শৈত্য। সেকথাই প্রমাণ হয়ে গেল সোমবার, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিল তুণমূল কংগ্রেস। বছর না ঘূরতেই সেই বিজয়ী প্রার্থীর জন্য নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করল রাজ্যের শাসক তৃণমূল সরকার। এদিন এক মঞ্চে মুখোমুখি হলেন দুই মহিলা দেশের সাংবিধানিক প্রধান দ্রৌপদী মুর্ম এবং রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মমতা অবশ্য নিজেকে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নয়, একজন্য মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে পছন্দ করেন। সেকথা তিনি জানিয়ে দিলেন এদিনের মঞ্চে।

সফরের উল্লেখযোগ্য পর্ব ছিল সোমবার সন্ধের নাগরিক সংবর্ধনা। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাষ্ট্রপতিকে 'গোল্ডেন ভি আনন্দ বোস।

লেডি' বলে সম্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবিধানিক প্রধানের কাছে আর্জি জানালেন, দেশের সমস্ত দরিদ্র এবং এক মহর্তে গলে যায় যাবতীয় রাজনৈতিক সাধারণ মান্যের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করুন। সমস্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে। দেশকে রক্ষা করুন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই যে দেশের মূল ভিত্তি সেকথার উল্লেখ

অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতির সম্মানে আদিবাসী নৃত্য-গীতের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে আদিবাসী পোশাক (পাঞ্চি) জডিয়ে আদিবাসী নৃত্যের সঙ্গে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী উদ্বোধনী সঙ্গীত আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে... গানটির সঙ্গেও আদিবাসী ধামসায় তাল দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। যা দেখে অভিভূত হয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দু'দিনের বঙ্গ যান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উঠে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানান

ক্রিস্টালের বিশ্ববাংলার লোগো তুলে দেন তরফে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান এবং উপহার দেওয়া হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পক্ষ থেকে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সংবর্ধনার বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, শিল্পপতিদের চ্যাটার্জি, টলিউডের তরফে শুভশ্রী গাঙ্গুলি,

এদিন নাগরিক সংবর্ধনায় দ্রৌপদী মুর্মুর

জানান রাষ্ট্রপতিকে। নেতাজির কর্মভূমি এই রাজ্যের রাজ্যপাল মাতঙ্গিনী হাজরা, রাজা রামমোহন রায়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

হিসেবে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্যামাপ্রসাদ হাতে ডোকরার দুর্গামূর্তি, শাড়ি, রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও এদিন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের আন্তরিকতার জন্য বাংলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলার ভাষার মিষ্টত্বের কথা বলেন। বলেন, এই ভাষা যখন শুনি, তখন মনে হয় আমার গ্রামের আশেপাশেই প্রকাশ শ্রীবাস্তব দেন মেমেন্টো। রয়েছি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে বলেন, সবাইকে সমান ভাবা, সবাইকে সম্মান দেওয়া এবং সব তরফে সঞ্জীব পুরী, হর্ষ নেওটিয়া, রুদ্র সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়াই তাঁর গুণ। এদিন দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যে অতীত থেকে জানিয়ে। যে বিষয়টি আপ্লত করেছে সোহম চক্রবর্তী, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মকে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তিন প্রতিনিধি, রাখা বাঙালির নাম উঠে আসে। এই প্রসঙ্গে প্রেস ক্লাব (কলকাতা) -এর তরফে বাংলার শহিদ ক্ষুদিরামের গাওয়া 'একবার অনুষ্ঠানের আগে সকালেই রাষ্ট্রপতি সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, প্রেস বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি উচ্চারণ অ্যাক্রিডিটেশন কমিটির তরফে বিশ্ব করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির শহর। সকালে মজুমদার, সকলে বিভিন্ন উপহারে সংবর্ধনা রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন', দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে অভিবাদন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসও এদিম উল্লেখ করেন। তাঁর কথায় উঠে আসে হাঁসদা, সুজিত বসু। এরপর রেড রোডে রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মু এবং রাজ্যপাল সি বাংলার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন। বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ, শ্রীঅরবিন্দ, রাষ্ট্রপতিকে পুষ্পস্তবকে অভিবাদন জানান

মুখার্জি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, অস্কারজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মহানায়ক উত্তমকুমার, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি প্রমুখ বঙ্গসন্তানের নাম। আদিবাসীদের জন্য বাঙালির সম্মানদানের প্রসঙ্গে দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সামান্য কিছু দুরেই একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'সিধু কানু ডহর' — দুই আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সম্মান

এদিন সন্ধের নাগরিক সংবর্ধনার দ্রৌপদী মুর্মু ছুঁয়ে এসেছেন নেতাজি এবং রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানগুলির জানান রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, বীরবাহা

এরপর রাষ্ট্রপতি সূভাষচন্দ্র বসুর বাসস্থান নেতাজি ভবনে গিয়ে সেখানে মিউজিয়াম, সেমিনার হল, রিসার্চ সেন্টার ঘুরে দেখেন। সেখানে থেকে চলে আসেন, ্রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের জন্মগৃহ (আঁতুড়ঘর), শেষ শয়ানের কক্ষ, মিউজিয়াম বিচিত্রাভবন ঘুরে দেখেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাত্য বসু, শশী পাঁজা, বীরবাহা হাঁসদা প্রম্থ রবীন্দ্রভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবতী প্রতিষ্ঠানের তরফে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি. কিছু রবীন্দ্রবিষয়ক প্রকাশনা রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটার্স নোটবুকে একটি আবেগ বিজড়িত মন্তব্য রেখে যান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্য।

রাষ্ট্রপতির প্রথম দিনের সফরে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত স্মৃতি, সম্মান আর সংবর্ধনায় এই শহর দ্রৌপদীর মনকে ভরিয়ে দেয় বাংলার মমতায়।

সরকারি কর্মীদের উৎসব ভাতা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ডিএ নিয়ে আন্দোলনের আবহেই সরকারি কর্মীদের ৫০০ টাকা উৎসব ভাতা বাডাল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বোনাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। এই বৈঠকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের উৎসব ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার উৎসব বোনাস ৫০০ টাকা বাড়ানো হবে। অর্থাৎ এতদিন সরকারি কর্মীরা উৎসব বোনাস হিসাবে ৪ হাজার ৮০০ টাকা পেতেন। এবার থেকে তা বেড়ে দাঁড়াল মোট ৫ হাজার ৩০০ টাকা। সেক্ষেত্রে উৎসব বোনাস গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশের কিছুটা বেশি বৃদ্ধি হল বলে জানা গিয়েছে। এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের শেষে মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বলেন, '২০২২ সালে অ্যাডহক বোনাস ছিল ৪ হাজার ৮০০ টাকা। সেই বোনাসের পরিমাণ এ

বছরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের উৎসব উপলক্ষ্যে অগ্রীম দেওয়া হয়েছিল ১৪ হাজার টাকা। এ বার তা বাডিয়ে করা হচ্ছে ১৬ হাজার টাকা। এছাডা অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের পেনশন সর্বাধিক ৩২ হাজার থেকে বেডে দাঁডাল ৩৩ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবেই এই উৎসব বোনাস বাডাচ্ছে রাজ্য সরকার। গত বছরের তুলনায় এবার ৫০০ টাকা বাডলেও হিসেব কষলে দেখা যাচেছ, বিগত ৬ বছর ধরে উৎসব ভাতা ধাপে-ধাপে মোট ১৭০০ টাকা বেড়েছে। জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে এই উৎসব ভাতা ছিল ৩ হাজার ৬০০ টাকা। পরের বছর বেডে হয় ৩ হাজার ৮০০ টাকা। ২০১৯ সালে ফের রেডে হয় ৮ হাজার টাকা। ২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিডের মধ্যেও এই ভাতা বাড়িয়েছিল রাজ্য সরকার। এখন রমজান মাস চলছে। সামনের মাসে ইদ। তার আগে এই ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। অন্য দিকে, শহিদ মিনারে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন বছর রেডে হচ্ছে ৫ হাজার ৩০০ টাকা। এ ছাডা গত স্চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ।

মহার্ঘভাতা নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীদের ৪২টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ।

এদিন ডিএ-র দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে গণ ইমেল পাঠিয়েছেন তাঁরা। এর আগে আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রপতিকেও ইমেল পাঠান। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। তবে রাজ্য সরকারে এই সিদ্ধান্তেও বরফ গলছে না। আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ডিএ-র দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এর আগে ডিএ-র দাবিতে ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি পেন ডাউন কর্মসূচি পালন করেন তারা। ৪৪ দিন ধরে অনশন করার পর তা স্থগিত রেখে আপাতত অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারী সরকারি কর্মীরা। ওদিকে ডিএ-এর ব্যাপারে সরকার স্পষ্টই বলেছেন, আর সম্ভব নয়। কারণ আর্থিক সঙ্গতি নেই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে বলে দাবি নবান্নের। কিন্তু তারমধ্যেও উৎসব বোনাস কিছুটা হলেও বাডাল নবান্ন।

শিশুকন্যা খুনে উত্তপ্ত তিলজলা

নিজম্ব প্রতিনিধি— তিলজলাতে শিশু কন্যা খুনের ঘটনায় রবিবার রাতের পরে সোমবার ফের একবার উত্তপ্ত হল তিলজলা এলাকা। মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল রাস্তায়। পরবর্তীতে সেই ক্ষোভ রেল অবরোধ অবধি গড়ায়। শিশু কন্যার মৃত্যুর প্রতিবাদে মানুষ একের পর এক পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এমনকি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে। পুলিশ কিয়ক্সে তাণ্ডব চালায় একদল উন্মত্ত মানুষ। সোমবার দুপুর থেকে ফের একবার শিশু কন্যাকে খুনের প্রতিবাদে পথে নামে একদল মানষ।

বন্ডেল গেট সংলগ্ন এলাকায় প্রথমে অবরোধ শুরু হয়। পুলিশ কর্তা সমেত বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষব্ধ জনতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরঞ্চ উপস্থিত জনতা পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উগরে দিতে থাকে। তাদের অভিযোগ, ঠিক সময় বাচ্চাটিকে খোঁজ করতে শুরু করা হলে হয়তো বাচ্চাটি বেঁচে থাকত। ক্রমে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় তিলজলা, বন্ডেল গেট, পিকনিক গার্ডেন এলাকা। উন্মত্ত জনতাকে দেখা যায় একের পর এক পুলিশের গাড়ি বাইকে আগুন ধরিয়ে দিতে। পুলিশের গাড়ির উপর উঠেও দাপাদাপি শুরু করে



মানষ। পলিশকে লক্ষ্য করে ইট বস্তি হয়। এমনকি রাস্তার মোড়ে থাকা সিসি ক্যামেরাও ভেঙে দেয় বিক্ষুদ্ধ মানুষ। এরপর বেলা প্রায় আড়াইটা থেকে বভেল গেট এলাকায় রেল অবরোধ শুরু করে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে নামানো হয় র্যাফ। পুলিশের তরফ থেকে কাঁদানো গ্যাসের সেল ফাটান হয়। এরই মধ্যে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইট বৃষ্টি শুরু করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এই বিক্ষোভের জেরে প্রায় তিন ঘন্টা শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। অনেক যাত্রীকেই টেন থেকে নেমে লাইন দিয়ে

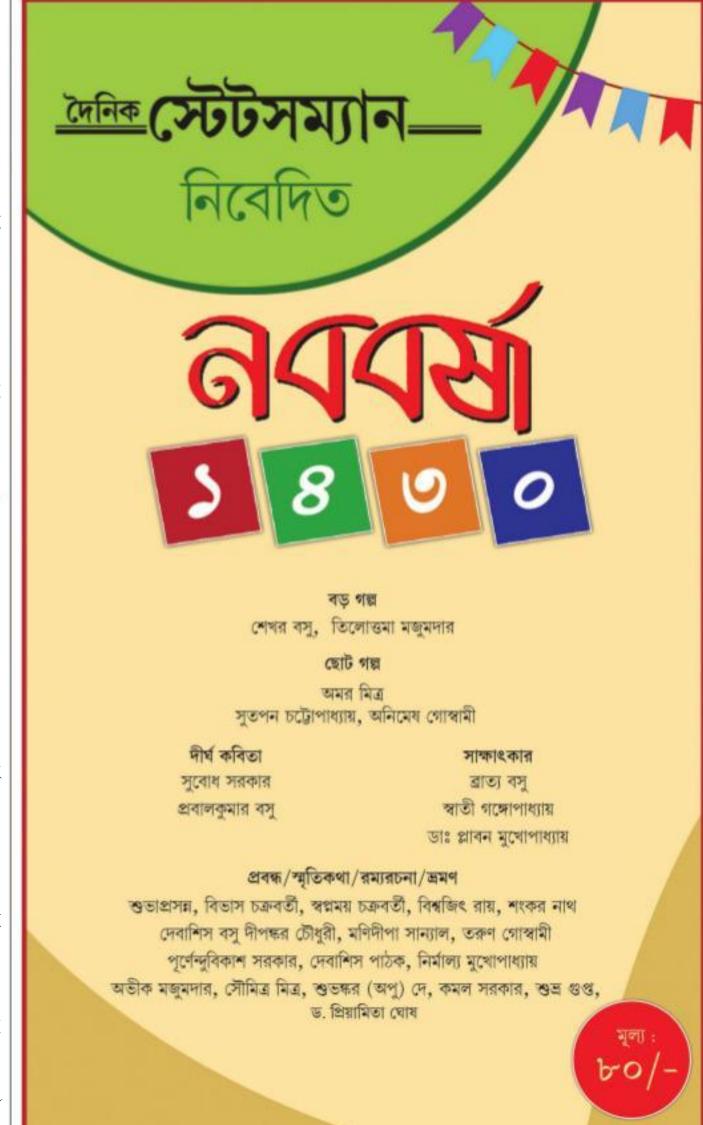
হাঁটতে দেখা যায়। অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আনলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। আর এখানেই উঠতে থাকে। পুলিশি ব্যর্থতার অভিযোগ। এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল পুলিশের কাছে কোন খবরই ছিল না। এরই মধ্যে শিশু কন্যার দেহ ময়নাতদন্তের পরে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। কিন্তু ওই দেহ দেখে পুনরায় যাতে তিলজলা এলাকায় উত্তেজনা না ছড়ায় তাই এনআরএস থেকে দেহ বের করে মুরারি পুকুরের একটি কবর খানায় অন্তুষ্টি কার্যের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে তিলজলা এলাকার সাত বছরের এক শিশু কন্যা বাড়ির নিচে ময়লা ফেলতে যাওয়ার পর হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর রাতে পুলিশের তল্লাশিতে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওই শিশু কন্যার বস্তাবন্দী দেহ। তারপরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তিলজলা এলাকা। সেই সময়ই পুলিশের বিরুদ্ধে খুব আছড়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ মানুষের। ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু বিক্ষব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ছিল অভিযুক্তকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই নিয়ে সারা রাত ধরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তিলজলা এলাকায়।

আদালতের ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার দুপুরে কলকাতার আলিপুর আদালতে সিবিআই এজলাসে উঠে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা। ইতিপূর্বে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সোমবার শান্তিপ্রসাদ সিনহার একটি মামলায় ফের সিবিআইকে ভৎসনার মখে পডতে হল। ওএমআর শিট বিকৃতির মূল অভিযুক্ত নীলাদ্রি বিশ্বাসের মামলাতেই এসপি সিনহার জেল হেফাজত চায় সিবিআই। সেই প্রসঙ্গেই আদালত জানায়. 'আপনারা এই মামলায় এসপি সিনহার জামিনের বিরোধিতা করছেন কেন ? এই মামলায় জামিন পেলেও তো এসপি সিনহা অন্য মামলায় জেল হেফাজতেই থাকবেন!' বিচারকের এই প্রশ্নের জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, 'এসপি সিনহাকে জামিন দিলে ভুল বার্তা যাবে। তদন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ

জায়গায় রয়েছে।



Estate, Bhubaneswar-

statesmanbbsr@gmail.com

Delhistatesman@gmailcom

M-09438838880

751010.

SILIGURI

Spencer Plaza 18/19, 1st Floor,

Burdwan Road

Ph.: 9832082429

HYDERABAD

Above Vishal Mega Mart

Siliguri-734005, West Bengal

sil_statesman@yahoo.co.in delhistatesman@gmailcom

statesmandisplay@gmail.co thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com For Editorial: journo71@gmail.com

DELHI Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911,

43043793 delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR Plot 3A, Zone B, Sector A,

Mancheswar Industrial

The Statesman Limited 2nd Floor, UNI Building, A.C. Guards, Hyderabad-500004, 9866323009,9212192123

delhistatesman@gmail.com hyderabad@thestatesmangroup.com

BANGALORE No. 68, First Floor, Gold

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1 All other stations in India - Re. 1

७ (জलात जन्दत

পথায়েত সদস্যের তোলাবাজিতে অতিষ্ঠ লখাদ কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ২৭ মার্চ— সরকারি নিয়ম কানুন মেনে বালিখাদ চালানোর পরেও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তাঁর দলবল নিয়ে যখন তখন তোলাবাজি করছেন। চাহিদা মতো টাকা না পেলেই রাস্তায় খুঁটি পুঁতে রাস্তা অবরোধ করে বালিখাদের কাজ বন্ধ করে দিচ্ছেন। ফলে প্রায়ই রোজগার বন্ধ হয়ে চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে খাদ-মালিক থেকে শুরু করে শ্রমিকদেরও। এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে আরামবাগের ভাদুর পঞ্চায়েতের বালি খাদের মালিক ও শ্রমিকদের তিনশোরও বেশি লোক আরামবাগের এসডি এলএলআরও অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখান। তারা দাবি করেন, বার বার প্রশাসনের কাছে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। এখন তাদের পেটে এভাবে লাথি মারার ফলে তারা যে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন তার দায় কারা নেবেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা,

মেদিনীপর, ২৭ মার্চ— ফের হাতির

হামলায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার

শালবনিতে আহত হয়েছেন এক

মহিলা ও এক যুবক। এবারে হাতির

হামলার ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম

মেদিনীপুর জেলার শালবনির

ভাদুতলার জঙ্গল লাগোয়া কিসমত

বনকাটি গ্রামে। আহত ওই মহিলার

নাম মঞ্জু সিং (৩৫) এবং আহত

যুবকের নাম মুক্তি পদ রায়। এক

সঙ্গে দুই জন হাতির হামলার ঘটনায়

ওই গ্রাম জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আহত দুই জনকে উদ্ধার করে

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার রাতে ১২টি হাতির পাল ওই

জঙ্গলে ছিল। সে খবর জানতেন না

অনেকেই। সোমবার সকালে

শালপাতা তুলতে জঙ্গেল ঢুকতেই

হাতির মুখে পড়ে যান ওই মহিলা।

একটি দাঁতাল পা দিয়ে জোরে

আঘাত করলে তিনি ছিটকে পডেন।

মাথায় ও কোমরে তার গুরুতর চোট

লাগে। বাড়ির লোকজন তাঁকে উদ্ধার

করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেই সঙ্গে

ওই মহিলার পাশাপাশি ২৫ বছর

বয়সী যুবক মুক্তি পদ রায়কে জঙ্গল

থেকে বেরিয়ে একটি হাতি আছাড়

বেড়ায় ১২টি হাতি।

এদিকে খড়গপুরের হরিণা গ্রামেসোমবার সকাল থেকে দাপিয়ে

গত এক সপ্তাহে হাতির হানায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মৃত্যু

হলো দই জনের। আহত হয়েছেন ৭

বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এদিন

মাইকিং করে জানানো হয়েছে কোনো

অবস্থাতেই এখন জঙ্গলে ঢোকা যাবে

না। বিকেলের পর জঙ্গলের রাস্তায়

যাতায়াত করলে সঙ্গে যেন

কয়েকজন থাকেন। যাদের হাতে

হাতি তাড়ানোর সরঞ্জাম থাকবে।

রবিবার হাতির হামলায় দুই জনের মৃত্যুর পর সোমবার ফের দুই জন আহত হওয়ার ঘটনায় ওই এলাকায়

হাতির হামলার আশঙ্কা ছডিয়ে পডে।

স্থানীয় এক বালিখাদের কর্মীর বক্তব্য, 'আমরাতার মধ্যে এদের অত্যাচারে দু'দিন ছাড়াই খাদ বন্ধ খেটে খাই। পঞ্চায়েতের স্থানীয় তৃণমূল সদস্য ঝন্টু পাত্র লোকজন নিয়ে প্রায়ই তোলা তুলতে আসে বার টাকা চাইছে। চাহিদা মতো টাকা না পেলে রাস্তা আটকে বালিখাদ বন্ধ করে দিচ্ছে। মালিকরা বলে দিয়েছে এভাবে খাদ চালাতে পারবে না। তাহলে আমরা কোথায় যাব?' এক বালিখাদ মালিক জানিয়েছেন, 'স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ঝন্টু পাত্ৰ, স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় পাত্র এরা বার বার এসে তোলা আদায় করে। তৃণমূলের ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতি করে, প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও ফল হয় না। আমরা প্রায় একশো জনের মতো খাদ মালিক সরকারি নিয়ম মতো খাদ নিয়েও সমস্যায় পড়ছি। এখানে বছরে ৬-৭ মাস খাদ চলে। সাধারণ মানুষ।

হয়ে যায় এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই মিলে এসডি এলএলআরও সাহেবের দফতরে এসেছি বালি খাদে। খুশি করে একবার দুবার দেওয়া যায়। আমাদের কথা বলতে।' ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিন্তু ওদের জুলুমে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। বার প্রধান শান্তি রায়ের বক্তব্য, 'ঝন্টু পাত্র আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য, কিন্তু এই ধরনের কোনও ্ঘটনার কথা আমার জানা নাই। খোঁজ নিচ্ছি, সমস্যা দেখে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যুতে বার বার কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। পরিস্থিতি সামাল দিতে একের পর এক নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে, এই পরিস্থিতিতেও তৃণমূলের এক শ্রেণির নেতাকর্মীরা সেই এক জায়গাতেই আছেন এবং দলের দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদের দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। হতবাক এলাকার

উপলক্ষে কাব

সামনে রেখে বর্ধমান সাহিত্য সম্ভারের উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল শহর বর্ধমানে। ষষ্ঠ বর্ষের এই সম্মেলন উপলক্ষে কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী ও গুণীজনদের উপস্থিতিতে জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষ হয়ে উঠে মিলন মেলার আসর। নানা কর্মসচির মাধ্যমে সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে সকলের

উদ্যোগে সকলকে নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ বছর বার্ষিক সভার আয়োজন হয়েছিল বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রান্থাগার

সভাকক্ষে। অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ললিত কবি সাহিত্যিকদের পাশাপাশি নবীনদের অংশগ্রহণ ছিল কোনার, কবি ও নাট্যকার দেবেশ ঠাকুর, বর্ধমান সাহিত্য ভালোই। কবিতা পাঠ ও সংগীতে অংশ নেন দীপেন্দ্রনাথ পরিষদের সম্পাদক কাশিনাথ গাঙ্গুলি, অধ্যাপক সুজিত শীল, সুষমা মিত্র, সেখ মালেক জান, দেবাশিস মহান্তি, চটোপাধ্যায়ের মতো গুণীজনেরা। বর্ধমান সাহিত্য সদরুল আলম, কাজল সাহা, মিতা মণ্ডল, তারা সরকার, সম্ভারের সভাপতি লক্ষ্মণদাস ঠাকুর ও সম্পাদক অশোক ্রফিকুল ইসলাম, কুমুদবন্ধু নাথ, সৌম্য পাল, নবীন কুমার বর্মন জানিয়েছেন প্রায় ষাট জনের মতো কবি অহংজিত বাসু প্রমুখ।চলে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা।সমগ্র সাহিত্যিক শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্ষিয়ান স্বন্ধ্যান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সায়ন্তী হাজরা।

করার দাবিতে আগামী ১ এপ্রিল থেকে জঙ্গলমহল জুড়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'ঘাঘর ঘেরা'র ডাক দিল কর্মি সমাজ। এই সময়কালে রেল এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ হবে। দাবি না মেটা অবধি অবরোধ চলবে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাজেশ

এপ্রিল

থেকে

'ঘাঘর ঘেরা'

স্তব্ধ হবে

জঙ্গলমহল

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৭

মার্চ— কুর্মিদের 'তপসিলি উপজাতি'

মাহাত বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার বিভাগের সার্ভের ভিত্তিতে কুর্মী জনগোষ্ঠীর ক্রাই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। ২০১৭ সালের ৮ জানুয়ারি সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু সাত দফা জাস্টিফিকেশন চেয়ে কেন্দ্র সেই রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। জাস্টিফিকেশন না দিয়ে রাজ্য ফের ওই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেয়। তারপর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে রাজ্য সরকার সংশোধিত রিপোর্ট পাঠায়নি। আবার কেন্দ্রও আগ বাড়িয়ে রিপোর্ট চায়নি। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টানা পাঁচদিন রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কুর্মি সমাজ। রাজ্য সরকার কথা দেয় ১৫ দিনের মধ্যে সংশোধিত রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার কথা রাখেনি। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের জাস্টিফিকেশন না পেলে কুর্মিদের তপসিলি উপজাতি মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংসদীয় কাজও করা যাচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকারকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্মি

শনিবার কলাইকুণ্ডায় বৈঠক করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেন কুর্মি সমাজের নেতৃত্ব। রাজেশ বলেন, ১ তারিখ থেকে গোটা জঙ্গলমহল স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। দাবি না মেটা অবধি অবরোধ চলবে। জঙ্গলমহল স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘোষণায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে।

রাশিহ্মল লোকনাথ শাস্ত্ৰী মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ

মেষরাশি– ব্যবসায়ে মুনাফা বৃদ্ধির কারকতা। জ্ঞানীজনের অনুপ্রেরণা লক্ষণীয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে বিদ্যায় উন্নতি। সুজনমূলক কাজে সাফল্য আসবে।

বৃষরাশি– অন্যায় অবিচার সত্ত্বেও নমনীয় হবেন। সাংসারিক দায়িত্ব পালন ও ঋণশোধ। কর্মক্ষেত্রে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারেন। বলবান সঙ্গে বোঝাপডা। প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যায় সাফল্যের আশী ক্ষীণ। মিথ্নরাশি– আধ্যাত্মিক মনন ও নির্জন

কর্মে শান্তি। অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য। আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মোকদদ্দমায় নিষ্পত্তি সন্তোষজনক। প্রতিভার উন্মেষ ও সম্মানপ্রাপ্তি। কর্কটরাশি– আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। জনসমাজে

বৃহৎ দায়িত্বপালন। অপ্রত্যাশিত মাধ্যম

হতে অর্থাগমের যোগ আছে।

সিংহরাশিদীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। মৌলিক নির্দেশনায় সুনাম হবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও প্রভুত্ব বাড়বে। বিতর্ক বিবাদ প্রতিপক্ষের পরাজয় বিরোধীরা আপনার দুঢ়তার কাছে হার মানবে। কন্যারাশি-- সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ উন্নতি। হিতাঙ্খীর ইচ্ছায় বিবাহের যোগ। আধ্যাত্মিক মনন ও নির্জনবাসে শান্তি। সত্যবাদিতার জন্য শত্রুবদ্ধি। অযৌক্তিক উচ্চাঙ্খা বর্জন করুন।

তুলারাশি– অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য। শত্রুদমন পরিকল্পনা বর্জন

দিনপঞ্জিকা

50 Residency Road

Bangalore-560025.

MUMBAI

35775450

LUCKNOW

Email:

RANCHI

2/2, Butler Palace

Near Jopling Road)

Mobile: 9212192123

Lucknow-226 001,

M-9212192123

Email:

Tel.; 080-9212192123

5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road,

M-9212192123, Tel: (022)

delhistatesman@gmail.com

mumbai@thestatesmangroup.com

delhistatesman@gmail.com

delhistatesman@gmailcom

ranchi@thestatesmangroup.com

Mumbai-400 020

delhistatesman@gmail.com

bangalore@thestatesmangroup.com

करून। विभूथी विधा पृत करून। অভাবনীয়ভাবে নতুন যোগাযোগ আসবে। জনসমাজে গুরুতর দায়িত্বপালন। নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। শারীরিক অপেক্ষাকৃত বৃশ্চিকরাশি– দিনের শেষে নৈপুণ্য ও

সৌভাগ্য বিকাশের সুযোগ আসবে। বলবান শত্রুর মোকাবিলায় ও সাম্যরক্ষা। সন্তানের বিদ্যায় মনোযোগ হ্রাস পাবে। মিত্র সমাগম ও শিক্ষার্থীদের শুভসচক। ধনুরাশি– হিতাকাঙ্খীর ইচ্ছানুসারে

শুভ অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের আশা। মহৎ ভাবাবেগ ও ভক্তিভাবের বিকাশ। বহুপ্রসারী পরিকল্পনা বর্জন করুন। অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য। শারীরিক শুভাশুভ **মকররাশি**– প্রাচীন সম্পত্তির সংস্কার।

বিভিন্ন কারণে মনের আবেগ হ্রাস পাবে। বিতর্ক বিবাদে প্রতিপক্ষের পরাজয়। নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। বিতর্কিত কোনও বিষয়ের সমাধান হতে পারে কস্তরাশি--ব্যবসায়ে অংশীদারী সমস্য চূডান্ত পর্যায়ে যাবে। সজ্জনের পরামর্শে আসন্ন বিপদ কেটে যাবে। বরণীয় ব্যক্তির শুভলাভ ত্বরাম্বিত হতে পারে। নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। দায়িত্বপালন। ভ্রাতার সাহায্য লাভ

মীনরাশি-- জনসমাজে গুরুতর লক্ষণীয়। কৃষ্টিমূলক কর্মে বিশেষ উন্নতির যোগ। শত্রুদমন পরিকল্পনা বর্জন করুন। নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। দ্বিমুখী দ্বিধা দূর করুন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৩ চৈত্র ১৪২৯, ২৮ মার্চ, মঙ্গলবার ২০২৩। তিথি— (চৈত্র শুক্লপক্ষ) সপ্তমী দং ৩৩/৩৪ রাত্রি ঘ. ৭/৩। নক্ষত্র—মৃগশিরা দং ২৯/৪৭ অপঃ ঘ. ৫/৩২। অমৃতযোগ–দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। **বারবেলা**— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ১৩ চৈত্র ১৪২৯, ২৮ মার্চ, মঙ্গলবার ২০২৩। তিথি—সপ্তমী রাত্রি ৮/৪৮। নক্ষত্র—মগশিরা রাত্রি ৭/২৫। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কালবেলা— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা ১৩ চৈত্র ১৪২৯, ২৮ মার্চ, মঙ্গলবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/৩৯ সূর্যান্ত ৫/৪৭। **তিথি—সপ্তমী রাত্রি** ৮/৪৮। নক্ষত্র—মৃগশিরা রাত্রি ৭/২৫। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এশা ৬/৩৫।

নিজস্ব প্রতিনিধি— কবিতা দিবসকে হামলায়

উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতি বছরেই সাহিত্য সম্ভারের

জাদুঘরে পুতুল নাচের প্রদর্শনী ও আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি— মুসকান, প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন এবং এডুকেশন ফর অল ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি একটি পাপেট্রি শো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতীয় জাদুঘরে। এই শো'তে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুম্বই থেকে আগত স্থনামধন্য অতিথিশিল্পী তথা পাপেটিয়ার শ্রীদেবী সুনীল। তার সাথে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় জাদ্বরের এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় এনজিও'র প্রায় ৭০ জন শিশু উপস্থিত ছিলেন। শিশুদের পুতুল শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন

অতিথিশিল্পী শ্রীদেবী, যিনি তাঁদের

পুতুলের সাথে একটি সুন্দর গল্প

বলেছিলেন। তারপরে তিনি প্রতিটি

বাচ্চার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের

আমিনুর রহমান

কাগজ থেকে পুতুল বানাতে সাহায্য শ্রীদেবী একজন সুপরিচিত

পুতুলশিল্পী। তিনি বলেন, 'পাপেট্রি হল দর্শকদের সম্পক্ত করার, প্রকাশ করার এবং বিনোদন দেওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়। মুসকানের বাচ্চাদের কাছ এই ইন্টারেক্টিভ সেশনটি উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।' ভারতীয় জাদুঘরের পরিচালক

অরিজিৎ দত্ত চৌধুরির কথায়, 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ এবং আমাদের জাতির বাস্তব ও অস্পষ্ট ঐতিহ্যের প্রচারের মাধ্যমে এর ভিত্তিকে আরও বৃহত্তর পরিসরে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করেছে। ভারতীয় পুতুলশিল্প হল ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসকান বৃহত্তম কর্মকাণ্ড করে চলেছে।

করে। অনুষ্ঠান শেষে শিশুদের জন্য

বিনোদনের একটি প্রাথমিক রূপ। ভারতের ছোট বাচ্চাদের মধ্যে শিল্প, মুসকানের সাথে সহযোগিতা করা সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে জনপ্রিয় একটি আনন্দের বিষয় ছিল। ঐতিহ- করে তোলে এবং শেখানোর চেষ্টা ্যবাহী বিনোদনের প্রচার ও সংরক্ষণ করে চলেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং নৈতিক মূল্যবোধের বার্তা গল্প বলা, থিয়েটার, নৃত্য, সঙ্গীত প্রদানের উদ্দেশ্যে শহরের বিভিন্ন এবং পারফর্মিং আর্টের মতো বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্তিক শিশুদের জন্য ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীদের জড়িত মুসকানর সাথে সহযোগিতা করা করা হয়, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একটি আনন্দের বিষয় ছিল।' শিশুরা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলির পারফরম্যান্স এবং ইন্টারেক্টিভ সহযোগিতায় সংগঠিত হয়। মুসকান সেশনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপভোগ দরিদ্র এবং প্রান্তিক ছাত্রদের টিউশন / কোচিং ক্লাস প্রদান করে সহায়তা মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। করে; স্টেশনারি এবং অধ্যয়নের প্রসঙ্গত, মসকান ওয়েবিনার, উপকরণ: পষ্টিকর খাদ্য বিতরণ এবং বিভিন্ন ধরনের কোর্স এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির সুবিধা প্রদান ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে করে থাকে। শ্রীসিমেন্ট লিমিটেডের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে অধীনস্ত সিএসআর উদ্যোগের চলেছে। এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক সহায়তায় মুসকান তাদের এই

(ध्रावं व क

The Statesman

CLASSIFIED

TO BOOK

AN ADVERTISEMENT PLEASE CALL

> 98307 80924 98308 74087

কর্মখালি

This is to inform all concerned that all copies of the book titled, সংবাদপত্র প্রকাশনা ও পরিচালনা ▮ (Sangbadpotro Prokashna O Parichalona) written by Piyali Chakraborty & Shantanu Bandopadhya ISBN: 978-81-949780-1-5, 1st edition published in September, 2022 is being withdrawn from the market by its publisher M/s. Alpana Enterprise with immediate effect following some technical glitches. Anyone having purchased the book may get their value refunded by physically returning the copies at 9, Bir Ananta Ram Mondal Lane, Sinthee, Kolkata-700050 by 10th April, 2023. No claim whatsoever will be granted after the stipulated date. However, if interested they may collect the corrected copies whenever available in future from the publisher's office. Henceforth this book shall be treated as scrap.

All Advertisements

website

াদ্বচক্র যানের জন্য সহজ কিস্তিতে ঋণ

নিজস্ব প্রতিনিধি— দিচক্র (টু হুইলার) যান সংগ্রহের জন্য এবার সহজ শৰ্তে এল অ্যান্ড টি ফিনান্স লিমিটেড আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সংস্থার পক্ষে ন্যুনতম সুদের হারে এবং কোনও প্রক্রিয়া শুল্ক ব্যতীতই ঋণ দেওয়া হচ্ছে। প্ল্যানেট অ্যাপসের মাধ্যমে মাত্র পাঁচটি সহজ প্রক্রিয়ায় এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

বিআইএমএসটিইসি সমোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতায় সংস্থার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে দুইদিনের বিআইএসএসটিইসি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রনাঞ্জন সিং। প্রতিবেশী দেশ এবং দেশের পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে খাদ্য সঙ্কট নিরসন বিষয়ে নীতি নির্ধারণের আহ্বান জানানো হয়। এব্যাপারে কলকাতাকে মূল ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের ওপর জোর

দেওয়া হয়েছে।

করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা সমাজসেবী সফিকুলের একদিকে পরিবেশ রক্ষা, অন্যদিকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এই দয়ের সমন্বয়ে অভিনব ভাবনার রূপায়ণ তাৰা খণ্ডৰন উদ্বোধ ঘটালেন পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী মোল্লা সফিকুল ইসলাম। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে সমাজের কাছ এক ভিন্ন বার্তা দিলেন তিনি। আর এই কাজে তাকে সব রকমের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন গাছ গ্রুপের সদস্যরা। বর্ধমান শহর

মায়ের স্মৃতিতে বর্ধমানের সেহারাবাজারে বৃক্ষরোপণ

কাজে তাকে উৎসাহিত করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারই উদ্যোগে সফিকল ইসলাম সেহারাবাজারে মা জনপ্রতিনিধিরা। সত্তকোতারা বেগমের স্মরণে খন্ডবনের সূচনা বর্তমানে বর্ধমান শহরের বাসিন্দা সমাজসেবী করলেন। উদ্বোধন করলেন জাতীয় শিক্ষক অরূপ মোল্লা সফিকুল ইসলাম তার কর্মস্থল সেহারাবাজারে চৌধুরী। অনষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক একটি খন্ডবন নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। স্থানীয় নেতা ও বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য বিশ্বনাথ

> জানা গেছে খন্ডবন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়ে বর্ধমান হটিকালচার সেন্টারের সহযোগিতায় ভিয়েতনাম থেকে উন্নতমানের বিশেষ জাতের নারকেল গাছের চারা সংগ্রহ করে আনার পর তা রোপণ করা হয়েছে। আগামীদিনে আরও নতুন ধরনের গাছপালা লাগানোর পরিকল্পনা আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে মোল্লা সফিকুল ইসলাম জানান, পরিবেশই মানুষকে বাঁচার রসদ জোগায় তাই পরিবেশ রক্ষার ডাক দিয়ে প্রয়াত

মায়ের স্মৃতিতে এই খন্ডবন গড়ে তোলার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা শুরু করলাম। এই এলাকা যত সবুজ গাছ গাছালিতে ভরে উঠবে ততই মানুষ পরিবেশ দৃষণ সম্পকে সচেতন হবেন, আর আগামী প্রজন্ম তার সুফল পাবে।

সেহারাবাজারের গ্রামীণ এলাকায় পরিবেশ রক্ষায় খন্ডবন গড়ে তোলার জন্য বিশিষ্ট গুণীজনেরা সফিকুল ইসলামকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বনাথ রায় বলেন, সফিকুল ইসলাম তার মায়ের স্মরণে যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন তা আগামীদিনে, আগামী প্রজন্মকে বেঁচে থাকার বাড়তি রসদ জোগাবে। যা এই এলাকাতে

অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। গাছ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা অরূপ চৌধুরীও এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তার এই কাজে সমাজের অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে হাজির বর্ধমান হর্টিকালচার সেন্টারের কর্ণধার মহম্মদ রফিক, সেহাবাবাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশনের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সেলিম, মাছখান্ডা হাই স্কুলের শিক্ষক রাজেশ হালদাররা সফিকুল বাবুর এই কাজকে সমাজের অন্যতম প্রচেষ্টা বলে দাবি করেছেন। একইভাবে উদ্যোগে সাথী হতে পেরে ধন্যবাদ জানিয়েছেন গয়েশপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষিকা রোজিনা পারভিন, তেঁতুলমুড়ি হাই মাদ্রাসার শিক্ষক আবজেল মন্ডলরা। তাদের দাবি, এই উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

CLASSIFIED AGENTS

Location	Name of the Agency	Ph. No.
ly, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
asat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
hampore,	BHUMI	9434202655
shidabad	8:	7719227747
dwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
	2	9434474356
kata	GARGI AD POINT	9903714080
shnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
hnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
rackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
aghat	~	9433581557
tion Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
ora	MKTG. AGENCY	8910849432
avpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120
hati	RTA ADVERTISING	9830562233
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	Location ly, Howrah asat, 24 Pgs hampore, shidabad dwan Town kata shnanagar, Nadia shnagar rackpore, Kalyani naghat tion Road ora avpur, Baghajatin hati	ly, Howrah asat, 24 Pgs hampore, shidabad dwan Town S.M. ENTERPRISE kata GARGI AD POINT TYPE CORNER Shnanagar Soma ADVERTISING Trackpore, Kalyani aghat tion Road Ora avpur, Baghajatin RINKU AD AGENCY EXPART

are carried Free of cost onour

https://epaper.thestatesman.com

Announcement

Remembrance Advt.

GALL 98307 80924 9830874087

এই কাজে সব রকমের সহযোগিতা করতে এগিয়ে

আসনে বর্ধমান জেলা গাছ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক অরূপ চৌধুরী। মূলত

epaper.thestatesman.com

শহর ও জেলার খবর

त्राष्णु वाय मत्रकादत वायलिमिश्यम (नव সুশান্ত ঘোষের পরিবারের কুড়িজনের চাকরি হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ— যখন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চাকরি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সোরগোল ফেলে দিয়েছে ঠিক সেই সময় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরিয়ে আসছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক সময়ের দোর্দভ প্রতাপ সিপিএম নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ রাজ্যে মন্ত্রী থাকাকালীন প্রভাব খাটিয়ে তার পরিবারের কুড়িজনের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। গড়বেতার সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘৌষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার পরিবারের ও নিকট আত্মীয়দের চাকরি দিয়েছেন বলে ভাইরাল হয়েছে একটি চিরকুট, কিন্তু যা নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে

বলেন, সুশান্ত ঘোষ মন্ত্রী থাকাকালীন কি করেছেন তা ভালো করে জেলার মানুষ সবাই জানেন। তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার পরিবারের ও নিকট আত্মীয়দের কুড়িজনকে চাকরি দিয়েছে। তার স্ত্রী শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন, সুশান্ত বাবুর বোনেদের মধ্যে অনেকেই সরকারি চাকরি করতেন। কেউ স্কুলের শিক্ষকতা করেন, কেউ আইসিডিএস-এর সুপারভাইজার। শুধু তাই নয় প্রভাব খাটিয়ে বোনেদের স্বামীদেরও চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। এক বোনের স্বামী মেদিনীপুর প্রাইমারি বোর্ডে চাকরি করেন। এছাড়াও সুশান্ত ঘোষের মামার বাড়ির পরিবারের একাধিক জন সরকারি চাকরি করেন। শ্যালক, শালিকা থেকে শুরু করে সুশান্ত ঘোষের একাধিক আত্মীয় পরিবহণ দপ্তর সহ বিভিন্ন সোরগোল শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিভাগে সরকারি চাকরি পেয়েছেন। ওইসব চাকরি গড়বেতা এক ব্লকের সভাপতি সেবাব্রত ঘোষ কি নিয়ম মেনে সুশান্ত ঘোষ তার পরিবারের

সদস্যদের পাইয়ে দিয়েছিলেন তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই সময় সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারো ছিল না। তাই গড়বেতার মানুষ মুখ বন্ধ করে সবকিছুই সহ্য করেছেন। যার ফলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এখন কেউটে বেরিয়ে আসছে। সিপিএম নেতারা সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে সুশান্ত ঘোষকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নিজেদের দুর্নীতি ঢাকার জন্য অপরের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মিথ্যা অভিযোগ করছে। তৃণমূল কংগ্রেস সুশান্ত ঘোষের পরিবারের যারা চাকরি পেয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। শুধু সুশান্ত ঘোষ নয় তৎকালীন বাম নেতাদের পরিবারের একাধিক সদস্যের প্রভাব খাটিয়ে চাকরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। যা নিয়ে জেলার রাজনীতিতে ফের

আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

সৈয়দ হাসমত জালাল

উঃ-পূর্বাঞ্চলের

বিখ্যাত কবি

চন্দ্রকান্ত

মুড়াসিং প্রয়াত



ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের বিখ্যাত কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং ২৭ মার্চ, সোমবার সকালে ত্রিপুরার আকস্মিকভাবে আগরতলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। সেসময় তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও অবকাশ পাওয়া যায়নি। তার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

ককবরক ছিল তাঁর মাতৃভাষা। ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান চন্দ্রকান্ত ককবরক ভাষাতেই কবিতা লিখে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ককবরক ত্রিপুরার প্রান্তিক ভাষা হিসেবেই একসময় পরিগণিত হতো। পরে ১৯৭৯ সালে তা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম স্বীকৃত ভাষা হিসেবে গৃহীত

ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী আন্দোলন এবং পরে প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর কবিতায় ত্রিপুরার নিবিড় প্রকৃতি, পাহাড়, নদী, পাখির গানের সঙ্গে উঠে এসেছে জনজাতি-জীবনের যন্ত্রণা। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতা বা দিল্লির উজ্জ্বল সেমিনার কক্ষে ছিল তাঁর বিচরণ। জনজাতি ও বাঙালি মৈত্রীর ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের করেছিলেন। 'গীতাঞ্জলি' তিনি অনুবাদ করেছিলেন ককবরক ভাষায়।

১৯৯৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ককবরক সাহিত্য আকাডেমি। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির উত্তর-পূর্বাঞ্চ লীয় মৌখিক সাহিত্য কেন্দ্রের অধিকর্তা। তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'কথা এখানে সুলভ এবং তার সরবরাহের অভাব নেই, আর তাই তার প্রতি কর্ণপাত করে না সরকার।'

তাঁর মৃত্যুতে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

ফরচুন গ্যারান্টি সুপ্রিম চালু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বিমাকারী সংস্থা টাটা এআইএ লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ফরচুন গ্যারান্টি সুপ্রিম চালু করেছে। এটি একটি নন-লিক্ষড, নন-পার্টিসিপেটিং, গ্যারান্টিড সেভিংস প্ল্যান, যা গ্যারান্টিযুক্ত নিয়মিত জবনবিমা কভার প্রদান করে এবং বিনিয়োগের প্রথম মাস থেকেই আয় হয়। টাটা এআইএ ফরচুন গ্যারান্টি প্ল্যানটি অনেক সুবিধা প্রদান করে।

মাশদাবাদের আভযুক্ত শিক্ষককে ৬ এপ্রিলের মধ্যে धिथातत निर्फ्ण शहरकार्वत

মোল্লা জসিমউদ্দিন

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তদন্তকারী হিসাবে রয়েছে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি। তবে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি কে হাতেগোনা কয়েকটি মামলায় তদন্তভার তুলে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যার মধ্যে অন্যতম মুর্শিদাবাদের গোথা স্কলের 'ভুয়ো' শিক্ষকের ঘটনাটি। এই মামলার তদন্তভার সিআইডি ডিজি-র হাতে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কিন্তু তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবার সিআইডি ডিআইজি-র ওপরই রেগে গেলেন খোদ বিচারপতি! সোমবার এই মামলার শুনানি পর্বে বিচারপতি বলেন, 'এই মামলার তদন্তে সিআইডি ডিআইজি শুধু আদালতকে নিরাশ করেছে তাই নয়, ধীর গতিতে তদন্ত করেছেন।' উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের ওই স্কলে চাকরি করছিলেন অনিমেষ তিওয়ারি। অভিযোগ, সুপারিশপত্র মেমো নকল করে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার তদন্তে সিবিআই নয়, সিআইডি ডিআইজির উপর ভরসা রেখেছিল আদালত। সোমবার এই মামলার শুনানিতে সেই প্রসঙ্গ তুলে বিচারপতি বসু বলেন, 'তদন্তে সিআইডি ডিআইজি-র উপর আস্থা রেখে আদালত কি ভুল করেছিল ?' এখানেই থেমে থাকেননি বিচারপতি বসু। তিনি আরও এদিন বলেন, এই মামলায় সিআইডি ডিআইজি এখনও পর্যন্ত শুধু বাবাকে গ্রেফতার করেছেন। মা-ছেলে নিরুদ্দেশ হল কীভাবে?' প্রসঙ্গত, অনিমেষের বাবা ছিলেন ওই স্কলের প্রধান শিক্ষক। তিনিই ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার শুনানিতে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, 'আমি কিছু শুনতে চাই না। যেখান থেকে হোক অভিযুক্ত শিক্ষককে খুঁজে বের করুন।' সিআইডি ডিআইজিকে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার রিপোর্ট দিতে বলেছে আদালত। বিচারপতি বলেন, 'তদন্তে যে গাফিলতি হয়েছে।

সেটা স্পষ্ট'। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে যদি অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা না হয় তবে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অধিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বিচারপতি। মুর্শিদাবাদের গোথা এআর হাইস্কলের শিক্ষক নিয়োগের তদন্তে সিআইডির ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিস তিওয়ারির বিরুদ্ধে মেমো নম্বর জাল করে ছেলে অনিমেষকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আগেই এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সোমবার বিচারপতি বলেন, 'সিআইডির ভূমিকায় আমি একেবারে সন্তুষ্ট নই। তদন্ত সঠিক পথে এগোচেছ না। এ ভাবে তদন্ত চললে সিআইডির ডিআইজিকে ডেকে পাঠাব। প্রয়োজনে আদালতের পর্যবেক্ষণ সার্ভিস বুকে উল্লেখ করতে নির্দেশ দেব। সেটা কিন্তু ভাল হবে না।' বিচারপতি আরও বলেন, 'মামলাকারীরা সিবিআই তদন্তের দাবি করেছিলেন। আমি সিআইডির উপর ভরসা করেছিলাম। তার এই পরিণাম। এমন কড়া মন্তব্য করতে বাধ্য করবেন না যাতে সিআইডির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।' আদালতের প্রশ্ন, কেন অভিযুক্ত এবং বহিষ্কৃত শিক্ষক অনিমেষ তিওয়ারিকে এখনও গ্রেফতার করা গেল না? কী ভাবে এত দিন তিনি বেতন পেতেন? কার বদান্যতায় সেটা হল ? কেন এখনও তার সন্ধান পেল না সিআইডি ? আগামী ৬ এপ্রিল এই বিষয়ে আবারও রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। সোমবার শুনানিতে সিআইডি জানায়, 'অনিমেষ এ রাজ্যে নেই। তাঁর মোবাইল ফোনের লোকেশন কখনও উত্তরপ্রদেশ, কখনও বা বিহার দেখাচেছ'। সুতির স্কলে ভূগোলের শিক্ষক অরবিন্দ মাইতির নিয়োগপত্রের মেমো নম্বর জাল করে আশিসের ছেলে অনিমেষ চাকরি পেয়েছেন, এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে মূল অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার সিআইডি তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণে কতটা কার্যকর ভূমিকা নেয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে?

দমকলে বেঅইনী নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিধায়ক তাপস সাহা, আজ শুনানি?

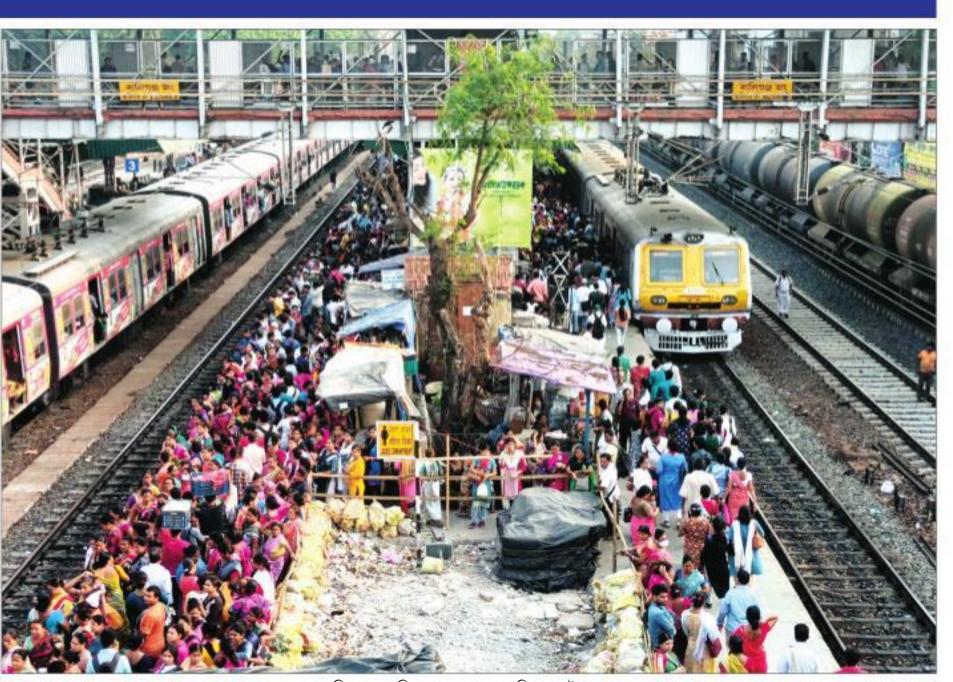
নিজস্ব প্রতিনিধি— এবার নদীয়ার তেহট্টের বিধায়ক কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থার। করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বঙ্গ

তাপস সাহার বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে দমকলে চাকরি দেওয়ার নিয়োগ দর্নীতিতে অভিযক্ত বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ উঠলো। এতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা এবং মানিক ভট্টাচার্যের পর দুর্নীতি কাণ্ডে নাম জড়াল দাখিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার স্থারও এক তৃণমূল বিধায়কের। তেহট্টের তৃণমূল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্তারের বিধায়কের একটি অডিয়ো ক্রিপ প্রকাশ্যে এনে তরুণের এজলাসে এই মামলার শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে। দাবি, 'ঘুষ নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দফতরে চাকরির এই বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাপস সাহা'। মলত দমকলের অডিয়ো ক্লিপও প্রকাশ করেছে মামলাকারী। সোমবার চাকরি দেওয়ার নাম করে তাপস প্রচুর টাকা তুলেছেন সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাপসের বিরুদ্ধে মামলা বলে অভিযোগ তাঁর। বিষয়টি দুর্নীতিদমন শাখাকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। সেই আর্জি জানিয়েই আদালতে বিজেপির যুব নেতা তথা আইনজীবী অরুণজ্যোতি আবেদন করেছিলেন তরুণ। সোমবার মামলা দায়েরের তিওয়ারি তাপসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তাঁর অনুমতি দেন বিচারপতি মান্থার। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করার অনমতি দেন ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পাথরপ্রতিমায় মদ ভেবে কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ পাঁচ নাবালক, মৃত এক

পাথরপ্রতিমার অচিন্তানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কামদেবপুর গ্রামে মদের বোতলে রাখা কীটনাশককে মদ ভেবে খেয়ে রবিবার বিকেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে পাঁচ নাবালক। রাতে হাসপাতালে মারা যায় বারো বছরের বালক সুমন গায়েন। সোমবার বিকেলে এ খবর জানালেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। জানা গেল, পাথরপ্রতিমার স্নেহবালা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পাঁচ বন্ধু দীপঙ্কর ভূঁইয়া, সুমন গায়েন, অনুপম বেরা, জয়ন্ত গায়েন ও মনোজ মাইতি রবিবার এক জায়গায় হয়েছিল বন্ধু অনুপমদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকায়। দুপুরে সবাই মিলে গ্রামের ডোবায় স্নানের আগে মাছ ধরতে যায়। এরই মধ্যে এক বন্ধু তাদের বাড়ি থেকে একটি বোতল আনে। বোতলটি মদের হওয়ায় পাঁচ বন্ধ তা মদ মনে করে খায়। খাবার পর সকলেরই শরীর খারাপ হতে শুরু করে। বিকেল হয়ে গেলেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৭ মার্চ— কেউ খেতে আসছে না দেখে বাড়ির লোক এগিয়ে গেলে দেখে পাঁচ জনই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। অসুস্থ পাঁচ জনকে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বুঝতে পারেন, ছেলেরা বিষ জাতীয় কিছু এক সাথে খেয়েছে। প্রথমে অসুস্থ পাঁচ নাবালক কিছু না বললেও পরে স্বীকার করে মদ খেয়েছে। বোতল ডোবার ধারে আছে। গ্রামের মানুষ বোতল কুড়োতে গিয়ে দেখে, মদের বোতল হলেও তাতে ধান গাছে দেবার বিষ ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নাবালক ছাত্রদের একজন একটু সুস্থ হলেও বাকিদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতে একজন মারা যাবার খবরে এলাকায় শোকের ছায়া। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা জানান, মৃত ও অসুস্থ নাবালকদের পরিবারের পাশে প্রশাসন থেকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে। পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।



তিলজলার বিক্ষোভে অবরোধ বালিগঞ্জ স্টেশনেও।

জাতীয় সড়ক এড়িয়ে মিছিলের অনুমতি হহিকোর্টের

নিজম্ব প্রতিনিধি— সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থারের এজলাসে উঠে প্রতিবাদী শিক্ষকদের অনুমতি বিষয়ক মামলা। স্কলের চাকরিতে বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ২৯ এবং ৩০ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কলকাতার রাজপথে মিছিল করতে চেয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন তাঁদের মিছিল করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজশেখার মান্থার। যদিও ২৯ এবং ৩০ মার্চের বদলে তার জন্য অন্য দিন নির্ধারিত করেছেন তিনি। পুলিশ মিছিলের অনুমতি দিচ্ছে না বলেই অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই অনুমতির জন্যই কলকাতাহাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বঞ্চিতরা চাকরিপ্রার্থীরা। এই মামলার শুনানিতে মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থার। যদিও উক্ত দিনে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের তরফে জানান হয়েছে 'আগামী ৩ থেকে ৫ এপ্রিল জাতীয় সড়ক এড়িয়ে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কলকাতা মিছিল করতে পারবে স্কলে চাকরি বঞ্চি তরা। আর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিকল্প দিনে ও নতুন রুটে মিছিলের অনুমতি চেয়ে জেলার এসপি ও কমিশনারেটের সিপিদের কাছে আবেদন করতে হবে তাদের। উল্লেখ্য, ২৯ ও ৩০ মার্চ মিছিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল মামলাকারীরা। কিন্তু তাদের মিছিলের দিন বদলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

শ্বাসকন্ত নিয়ে তিহার জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

অনুব্রত মডল

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার দিল্লির অনুব্রত মন্ডল এর শ্বাসকস্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় জেলের হাসপাতালে ভর্তি করানো হল অনুব্রত মণ্ডলকে। গরু পাচার মামলায় আদালতের নির্দেশে তিনি আপাতত দিল্লির তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন। এদিন সকাল থেকে তাঁর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। দুপুরে তাঁকে জেলের হাসপাতালেই ভর্তি করানো হয় বলে জানা গেছে। জেল সুত্রে প্রকাশ, জেল হাসপাতালে ভর্তির পর অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে বীরভূমের তৃণমূল নেতাকে। তবে সব মিলিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা এই মুহুর্তে স্থিতিশীল।

গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনুব্ৰত দীৰ্ঘ দিন আসানসোল জেলে ছিলেন। পরবর্তীতে বহু আইনি টালবাহানা কাটিয়ে ইডির আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু দিন ইডি হেফাজতে থাকার পর, এই বিচারবিভাগীয় জেলহেফাজতে তিনি তিহারে রয়েছেন। গত শনিবার তিহার থেকে আসানসোল জেলে ফিরতে চেয়ে দিল্লির আদালতে আবেদনও করেছেন তাঁর আইনজীবী। আদালত এখনও এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে দিল্লি

হাইকোর্টে অনুব্রতের আইনজীবীরা

জানাবেন বলে জানা গেছে।

প্রধান হিসেবে নিযুক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে ৬ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) কীভাবে এই রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রণয়ন করা যাবে, এছাডাও এই নীতি প্রয়োগ করতে গেলে, পরিকাঠামগতভাবে কি কি প্রয়োজন পড়বে, কত সংখ্যক অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হবে, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে ৬ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধান হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এই বিশেষজ্ঞ কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা চার সপ্তাহের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা দফতরকে তাদের মতামত

নির্দিষ্ট এই সময়সীমার মধ্যেই বিশেষজ্ঞ কমিটিকে উচ্চ শিক্ষা দফতরকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে রাজ্য।

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে চায় রাজ্য। চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম আদৌ সেখানে চালু করা যায় কি না, তা-ও দেখতে চাইছে রাজ্য। বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগোল রাজ্য। এমনটাই মনে করছেন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

যদিও এই কমিটি গঠনের কথা আগেই জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার সেই নিয়ে মত স্পষ্ট করে দেন তিনি। ঘটনাচক্রে সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও জাতীয় শিক্ষানীতির কথা বলা হয়নি। তবে 'নিউ কারিকুলাম এবং ক্রেডিট ফ্রেম ওয়ার্ক' বিষয়টির উল্লেখ ছিল। ওইদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এই নিয়ে কোনও কথা বলব না। চার বছরের স্নাতক কোর্সের বিষয়ে উপাচার্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করব। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কী ভাবে কার্যকর করা হতে পারে, তা নিয়ে সেই কমিটি মত দেবে। তার পর এই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারবো।'

৪ বছরের স্নাতক পাঠক্রম চালু করার ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যার কথাও তলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানিয়েছিলেন, নতুন এই নিয়ম চালু করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোরও দরকার। রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই পরিকাঠামো রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন ব্রাত্য। এবিষয় তিনি বলেন, 'এই নির্দেশিকা নিয়ে আমরা বলতে পারি, পরিকাঠামো তৈরির জন্য যে প্রচর টাকা দরকার, সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নীরব রয়েছে। সেই টাকাপয়সার ক্ষেত্রে পরিষ্কার নির্দেশিকা চাই।' এর পরেই সেই কমিটির রূপরেখা বাস্তবায়িত করা হল।

কে কে থাকছেন এই বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ?

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কমিটিতে প্রধান হিসেবে থাকছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। এ ছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান কৌশিকী দাশগুপ্ত এবং কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক (শিক্ষা) মৌমিতা ভট্টাচার্য। এই বিশেষজ্ঞ কমিটিকে চার সপ্তাহের পর তাদের

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য রাজ্যকে অনুরোধের চিঠি পাঠিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কমিশনের তরফে এই চিঠি পাওয়ার পর এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলার সৃষ্টি হয় শিক্ষা মহলে। প্রশ্ন উঠেছিল, তিন বছরের বদলে জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে এ রাজ্যে স্নাতক পাঠক্রম কি চার বছরেরই হবে? এছাড়াও প্রশ্ন ওঠে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই কি চালু করা যাবে নতুন এই নিয়ম? শিক্ষাবিদদের এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে বিভ্রান্তি এবং সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

মতামত জানিয়ে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে রিপোর্ট পেশ করতে

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতিতে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং মাল্টিপল এগজিট ও এণ্ট্রির যে কথা বলা হয়েছিল, তা রাজ্য সরকার কার্যকর করার মাধ্যমে ওই জনবিরোধী শিক্ষানীতি চালু করা শুরু করা হল। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, এর ফলে ডিগ্রি পেতে গেলে এক বছর বেশি পড়তে হবে পড়য়াদের। তাতে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়বে। তাই রাজ্যের বিজ্ঞপ্তির পর বিতর্ক আরও বেডে যায়।

প্রসঙ্গত, বিরোধিতা করলেও গত ১৭ মার্চ রাজ্য সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসারী স্নাতক স্তরের 'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক' আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর করতে রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে

গত শুক্রবার উচ্চশিক্ষা দফতরের সহ-সচিবের স্বাক্ষরিত এই নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেজিস্ট্রারদের পাঠানো হয়। বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য ইউজিসি থেকে ৩১ জানুয়ারি সব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তার পরেই রাজ্য ওই

'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক' অনুযায়ী, অনার্স কোর্সের মেয়াদ হবে চার বছর। চার বছরের স্নাতক স্তরেই পড়য়ারা গবেষণা করতে পারবেন। এই চার বছরের কোর্সের মাঝপথে ছেডে দিলেও আবার তা শুরু করার সুযোগ থাকবে।

বর্ধমান হয়ে কলকাতা পৌছনো সহজ হবে

রাজ্যের রাজ্যার দায়িত্ব নিচ্ছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ

খায়রুল আনাম

জেলা বীরভূমের উপর দিয়ে যে রেলপথ গিয়েছে, তা ছুঁতে পারেনি জেলার বৃহত্তর অংশকে। এরফলে জেলার জনপরিবহন ও পণ্যপরিবহন ব্যবস্থাকে অধিক মাত্রায় নির্ভর করতে হচ্ছে সডক পরিবহন ব্যবস্থার উপরে। কিন্তু জেলার রাস্তাগুলির যা অবস্থা তাতে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে বহুবিধ সমস্যা ও অভিযোগ রয়েছে। জেলার উপর দিয়ে যাওয়া জাতীয় সডকের অবস্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে

জেলায় সডক পরিবহনে জেলার সঙ্গে বর্ধমান হয়ে কলকাতা যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে সাঁইথিয়া হয়ে মল্লারপুর যাওয়ার ৫২ কিলোমিটার রাস্তাটি। এরসঙ্গে জেলার একাধিক তীর্থক্ষেত্র এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলি যুক্ত রয়েছে। বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে এই রাস্তাটি গিয়ে মল্লারপুরে এনএইচ ১৪-র সঙ্গে মিশেছে। মল্লারপুর থেকে ময়ুরাক্ষীর নতুন সেতু হয়ে পুরন্দরপুর-বোলপুর রাস্তার সঙ্গে এই রাস্তাটি সংযুক্ত হয়েছে। ব্যস্ততম এই রাস্তাটি জনপরিবহন ব্যবস্থার সাথে সাথে বর্ধমান ও কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে, খব কম সময়ের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছনো যায়। রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষ যখনই রাস্তাটি মেরামত করে, তখনই দেখা যায় যে, রাস্তাটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং

খানাখন্দে ভরে যায়। রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে এই কাজ করার ফলেই

রাস্তাটির এই দুরবস্থা হয় বলে অভিয়োগ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সম্প্রসারণের দাবিও উঠেছে বার বার। কেননা, রাস্তাটি সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে পাশাপাশি কোনও গাডি পারাপার করতে পারে না। দীর্ঘ ৫২ কিলোমিটার এই রাস্তায় যে সব কালভার্ট ও সেতু রয়েছে, সেগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় সর্বদাই। মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটির দায়িত্ব এবার রাজ্য সরকারের হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়ে চলে যাচ্ছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের যৌথ বৈঠকের পরে, এই হস্তান্তরের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এরফলে বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে পুরন্দরপুর-রঙ্গাইপুর হয়ে সাঁইথিয়ার তালতলা হয়ে মল্লারপুর যাওয়ার রাস্তাটি ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়াররা মাপজোকও করেছেন। সম্প্রসারিত রাস্তাটির কোথায় কোথায় নর্দমা, সেতু, কালভার্ট তৈরী করতে হবে, তার বিস্তারিত তথ্য তৈরী করা হয়েছে। এই রাস্তাটির উপরের সাঁইথিয়ার ময়ুরাক্ষীর নতুন সেতুটিও এই সড়কের আওতায় চলে আসবে। এরফলে, রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম এনএইচ-১৪ রাস্তাটির সঙ্গে ্রএটি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এরফলে এই রাস্তাটি জাতীয় সড়ক

হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে।



পিতার দুর্নীতি পুত্রের মুখে

র প্রয়াত পিতা বাম জমানায় দাপুটে মন্ত্রী কমল গুহ স্বর্গবাসী হয়ে কি শুনছেন তাঁর স্নেহধন্য পুত্র বর্তমান তৃণমূল সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহুর বিস্ফোরক অভিযোগ যে তাঁর পিতাও দুর্নীতিতে জডিয়েছিলেন। যদি শুনে থাকেন তাহলে তিনি হাসছেন, তাঁর মন্ত্রীপুত্রের এই অভিযোগ শুনে। উদয়ন গুহর দল শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এখন দুর্নীতির পাহাড়ের উপর বসে আছে। আর সেই তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী তিনি-- দলকে বাঁচাতে, এই অপবাদ থেকে রক্ষা করতে, তিনি তাঁর প্রয়াত পিতাকেও ছাডলেন না। ভাবলেন, আমার পিতাকে দুর্নীতিতে জড়ালে দলের শীর্ষকর্তারা খুশি হবেন-- কিন্তু উত্তরবঙ্গবাসী কী ভাবলেন ? কমল গুহ কৃষিমন্ত্রী হিসেবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। আর তাঁর 'সুযোগ্য' পুত্র তাঁকেই দুর্নীতির আবর্তে ফেলে দিলেন। উদয়ন গুহ তাঁর পিতাকে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বানিয়ে মানুষের বাহবা পাবেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে একটি নজিরবিহীন দষ্টান্ত স্থাপন করলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে মন্ত্রী মহাশয় অন্তত একটি বিষয়ে তাঁর পিতার জয়গান গেয়েছেন। তা হল তিনি বলেছেন, তাঁর পিতা কমল গুহ দলীয় কর্মীদের চাকরি তথা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে কোনও উৎকোচ গ্রহণ করেননি। এই বিষয়ে তাঁর পিতাকে তিনি রেহাই দিয়েছেন। আর যে দলের তিনি মন্ত্রী সেই দলের একগাদা নেতা-কর্মী, উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা, শিক্ষার শীর্ষপদে অবস্থানকারী আধিকারিকরা বিপুল দূর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে এখন জেলের ঘানি টানছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন এক মন্ত্রী, যিনি দলের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত, আছেন বীরভূম জেলার দলের সভাপতি, যিনি ওই জেলার একচ্ছত্র অধিপতি— নির্বাচন এলে যাঁর বৃদ্ধি, কৌশল দলের বড় কাজ দেয়। ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে থাকলেও, দল তাঁকে এখনও বহাল রেখেছে সভাপতির পদেই। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাজের প্রশংসা করে বলেন, কেস্টর (অনুব্রত মণ্ডল) মাথায় বুদ্ধি আছে।জামিন পেলেই তাকে যেন সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

বিতর্কের উৎসটা অন্য জায়গায়। দুর্নীতির ঢেউ যখন সারা রাজ্যে আছড়ে পড়ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যাঁরা 'দুর্নীতি দুর্নীতি' বলে চেঁচাচ্ছেন, তাঁরা জেনে রাখুন, বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় চাকরি দেওয়া হত চিরকুটে কোনও নিয়মকানন বা মেধার তোয়াক্কা না করে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই চাকরি, তা মুখ্যমন্ত্রী বলেননি। আর এখন যখন দুর্নীতি ছাডা কোনও কথা নেই পত্রপত্রিকায়, টিভিতে দুর্নীতির খবরে ভরা, তখন মুখ্যমন্ত্রীর সূরে সূর মিলিয়ে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূলের আরও দু'একজন নেতা দাবি করেছেন, বামফ্রন্ট আমলে যেভাবে চিরকুটে চাকরি দেওয়া হয়েছে, তার একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করুক ইডি বা সিবিআই। আর এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে উদয়ন গুহ মহাশয় তাঁর স্বর্গত পিতাকে দূর্নীতিপরায়ণ বলে আখ্যা দিলেন। জীবিত অবস্থায় কেউ যত অন্যায়, যত দোষ করে থাকুক, মৃত্যুর পর তা নিয়ে মানুষ আর ঘাঁটায় না। এখানে উদয়ন গুহ ব্যতিক্রম। উদয়ন গুহর এই মন্তব্য শুনে কোচবিহারের একজন ফরওয়ার্ড ব্লুক নেতা অক্ষয় ঠাকুর বলেছেন, মন্ত্রীমহোদয়ই তো আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। উদয়ন গুহও প্রথমে ফরওয়ার্ড ব্লুকে ছিলেন, তারপর তিনি শাসক দল তৃণমূলে যোগ দেন। দলীয় নেতৃত্ব তাঁর উপর দলের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী হয়ে, তিনি এই অঞ্চলের কী উন্নয়ন করলেন তা উত্তরবঙ্গবাসীদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলে দেবেন। অক্ষয় ঠাকুর বলেছেন, উদয়ন গুহ নিজের চরিত্র দিয়ে বাপের চরিত্র বিচার করেছেন

নিজের অযোগ্যতা ঢাকতে এবং চাকরি বাঁচাতে উদয়ন গুহ এখন আবোলতাবোল বকে যাচ্ছেন। মন্ত্রী হিসেবে উদয়ন গুহর তাঁর প্রয়াত পিতাকে নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিরোধীদের নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন, তার থেকে প্রমাণ হয়. তার মাথায় বিদ্ধা বলে কিছ নেই-- বললেন জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা।

সে যাই হোক, তৃণমূলের শীর্ষকর্তারা অনেকেই খুশি এই ভেবে যে বামফ্রন্টের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর মন্ত্রীপুত্র দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। বাম আমলে দুর্নীতির প্রমাণ এর চাইতে বড় আর কী হতে পারে? তাই ইডি ও সিবিআইয়ের উচিত বাম আমলে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত করা। বাম নেতারা এই বক্তব্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা বলছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং তারপর লোকসভা নির্বাচন আসছে। বিরোধীদের এই নির্বাচনী প্রচারে প্রধান অস্ত্রই হবে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি। তার থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে বামফ্রন্ট আমলের দুর্নীতির কথা তোলা হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করবেন না।

বিরোধীরা বলছেন, এই সরকারের জমানায় শুধু শিক্ষায় চাকরি দেওয়ার সময় লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়নি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন আবাসন, সড়ক যোজনা এবং মিড-ডে মিল নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ এখন আকাশছোঁয়া।তৃণমূল সরকার যতই উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিক এবং তার থেকে ফায়দা তুলতে চেষ্টা করুক, মানুষ দুর্নীতিকে ঘৃণা করে। দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই এই ঘাসফুল সরকারের।



বনজ পণ্য পরিবহণের অপ্রতুলতা

পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতুলতার কারণে উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ বনভূমিজাত পণ্যগুলি বাজারে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীরগতির এবং এমন চলতে থাকলে বনজপণ্যের বাজার ধরা খুবই মুস্কিল বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। কেবল একটি মিটার গেজ ট্রেনই পণ্য পরিবহণে কিছু গতি আনতে সক্ষম হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট এলাকার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করে উত্তরভারতের প্রধান জংশন স্টেশনে হাজির হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট যুক্ত প্রদেশ এলাকায় সরকার তিনটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকাজ উন্নয়নের অনুমোদন দিয়েছে। স্যার হারকোর্ট বাটলার জানিয়েছেন এজন্য বহু সংখ্যক

পেশোয়ারে বিধবংসী অগ্নিকাণ্ড

প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য

কাওনপুরে অবিলম্বে একটি কৃষি

মহাবিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

পেশোয়ারে এক বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডে সত্তরটি ভবন একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। দুই লাখ টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। রামপুরা মহল্লায় আমীর চাঁদ নাকে এক অসুস্থ ব্যক্তির হুকোর আগুন ছিটকে গিয়ে বা তাঁর বিছানার পাশে যে লম্ফ জলছিল তা উল্টে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটেছে বলে আমীর চাঁদ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। তাঁর দুই আত্মীয়ের শরীরও

আগুনে এতটাই পুড়ে যায় যে তাঁদেরও বাঁচার সম্ভাবনা কম। দমকলকে খবর দিতে দেরি হওয়ায় রাত এগারোটা নাগাদ দমকল ঘটনাস্থলে হাজির হয়। আগুন যাতে ছডিয়ে না পডে সেজন্য বহু বাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়। স্থানীয় সেবা সমিতির পক্ষেও যথাসাধ্য উদ্ধার কাজে সাহায্য করা হয়। কিন্তু পরদিন সকাল ন'টার আগে আগুন সম্পূর্ণ নেভানো সম্ভব হয়নি।

বন্দরে গণ্ডগোল

বন্দর শিল্পক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভের কারণ আর্থিক বলে পাইওনিয়রের প্রতিবেদক জানিয়েছেন। সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে জাহাজ পারাপারকারী শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কাজ বন্ধ করে দেয় বলে খবর। কিন্তু প্রতিনিধিরাই বলশেভিক এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে বলে সন্দেহ। তারা কোম্পানির শ্রমিকদের বিক্ষোভে শামিল হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। কারণ শ্রমিকদের সম্প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, তাই তাদের তরফে বিক্ষোভে শামিল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবে সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার মতলব করা হয়েছিল বলে সুত্রের খবর। সংশ্লিষ্ট বন্দর এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে। রাত ন'টা কর্তৃপক্ষ অবস্থা সামাল দিতে নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। সক্ষম হয়েছেন এবং অবস্থা এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বলে জানানো

মোরিৎস ভিনটারনিৎসের চোখে কবিগুরু রবীজনাথ ঠাকুর

বেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে উপস্থাপনা করা হয়নি। সেই সমস্ত রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্বরূপ, তাঁর কাব্যজীনের মলমন্ত্র, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস-- এইসব সম্পর্কে সঠিক কোনও ধারণাই সেসময় ইউরোপের প্রবন্ধকারদের ছিল না। এই প্রসঙ্গে, মোরিৎস ভিনটারনিৎস-এর একটি রচনা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এই রচনাটির নাম 'রবীন্দ্রনাথ : কবির ধর্ম ও বিশ্ববীক্ষা'। এই লেখায় সেই রচনাটির কথা সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে গিয়ে আমরা জানতে পেরেছি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ধারণা। মোরিৎস ভিনটারনিৎস জন্মেছিলেন পুরনো অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যে, অস্ট্রিয়ার 'হর্ন' নামে একটি মফস্সল শহরে। ভিয়েনা থেকে হর্ন-এর দূরত্ব খুব বেশি নয়। তিনি জন্মেছিলেন ইহুদি পরিবারে। বাল্যকাল থেকে পড়াশোনায় তাঁর গভীর মনোযোগ ছিল।

১৯৫৮ সালে জানুয়ারি মাসে 'বিশ্বভারত বৈমাসিক' পত্রিকাতে দুশান জবাভিতেলদি 'ভিনটারনিৎস এবং টেগোর' নামে রবীন্দ্রনাথের ভিনটারনিৎকে পনেরোটি পত্র নিয়ে একটি প্রবন্ধ না লিখতেন, তাহলে হয়ত মোরিৎসের এই রচনাটির কথা আমরা জানতেই পারতাম

মোরিৎস ভিনটারনিৎস ১৯২২-২৩-এ প্রায় এক বছর শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে সংস্কৃত পড়িয়ে ছিলেন। প্রাগে ফিরে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও বিশ্ববীক্ষা সম্পর্কে যে বইটি তিনি লিখেছিলেন, তার কথাও আমরা সাহিত্যিক মুজতবা আলীর লেখায় জানতে পারি (দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, ১৩৬৯)। বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির ধর্ম ও বিশ্ববীক্ষা' নামে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম চাক্ষুস পরিচয়ের সূত্রে ও সখ্যের তাগিদে। বইটি পডলে আমরা বঝতে পারি যে প্রাচ্যের একজন দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্বরূপ কী। মোরিৎস ভিনটারনিৎস ১৯২২-এ শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১-এ প্রাগ শহরে প্রথম পদার্পণ করেন এবং প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন মোরিৎসের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান।

মোরিৎস বেদ-উপনিষদের অতি গভীরে প্রবেশ না করলে হয়ত ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ জীবনমুখী কবি হিসাবে উপনিষদে আপ্লত হয়েও উপনিষদের মূল লক্ষ্যে বিশ্বাস হননি। জগৎকে স্বীকার করাই তাঁর জীবনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে বরণ করে নিয়ে জগৎ ও জীবনের প্রতি সম্মতিদানই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ছিল। কবি বিশ্বাস করতেন যে জগৎ ও শ্রামিক আন্দোলন এবং সমানাধিকারের প্রশ্নে

জীবনের অঙ্গীকারের মধ্যেই মানুষের পূর্ণতা। সেই পূর্ণতাই মানুষের ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বরই মানুষের চিরন্তুণ আদর্শ। প্রেমের মাধ্যমেই সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা মিলিত হই আর তাঁর মধ্যেই আমরা আমাদের স্বজন পরিজন ও প্রেমিকের আদর্শ খুঁজে পাই। মোরিৎস তাই রবীন্দ্রনাথকে ঔপনিষদিক অর্থে মিষ্টিক কবি বলেছেন, তাঁর এই জীবনতত্ত্বের মধ্যে আশাবাদের স্ফুরণ দেখেছেন। মোরিৎস মনে করতেন যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে স্বীকার করেও যেখানে উপনিষদ থেকে

দিলীপ দত্ত

ইংরেজ মহিলাদের সংগ্রামের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

রবীন্দ্রনাথের রচনার একটি অংশ ধর্মভাবনার আধারিত বলেই তাঁর সম্বন্ধে যাঁরা প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের নানা ধরনের ধর্মবিশ্বাস-নির্ভর ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কবি বিশেষ কোনও ধর্মটি অবলম্বন করেছিলেন। কেউ তাঁকে

কোনও ধর্মের অন্ধ ভক্ত বলে মনে হয়নি। মোরিৎস আরও বলেছেন যে মুক্ত ও স্বকীয় চিন্তাধারা থেকে তাঁর জীবনদর্শন বঝে নিতে তাঁর ধ্যানধারণা প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসের মূলে প্রোথিত এবং বিগত শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ভূমিতেই তাঁর স্থান।

মোরিৎসের মতে. ভারতের প্রাচীন উপনিষদ সমস্ত সত্তা ও সর্বজাগতিক ঘটনার এক অখণ্ড ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের যে মহান শিক্ষা দেয় রবীন্দ্রনাথের জীবনবীক্ষার ভিত্তি

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলেছেন যে ঈশ্বর ও বিশ্বসমগ্রের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত ঐক্যের অনুভূতি অর্জিত হলে অস্বিধা হয় না বটে কিন্তু এও সত্যি যে তার প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়েও আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব নিজেতের কাঁধে তুলে নেব এবং মানুষের সেবার্থে আত্মবিনিয়োগ করবার জন্য স্বার্থপরতার প্রবৃত্তি দমন করব। বিশ্বের অমঙ্গলবোধ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের মতামত কী সে প্রসঙ্গেও মোরিৎস বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র উপনিষদের মধ্যেই আশাবাদকে খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে এমন এমন অংশ চয়ন করেছেন যেখানে 'আনন্দ' 'ব্ৰহ্ম' ইত্যাদি প্ৰসঙ্গ বৰ্তমান। দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে ব্রহ্মের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অচ্ছেদ্য ঐক্যের বোধ যার উপলব্দ হয়েছে, সে ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়, তার কোনও দুঃখ-যন্ত্রণাই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের এই 'আনন্দ'কে পরম প্রার্থিত বলে আমরা যতই অন্তরে গ্রহণ করব, কঠোর বাস্তব এই পৃথিবীর ভার আমাদের কাছে ততই লঘু হয়ে উঠবে, সেই সঙ্গে পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বও ততই তুচ্ছ বলে মনে হবে।

মোরিৎস বলেছেন, দুঃখ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানীদের যে শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে বহু দুরে সরে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষের সত্তা দুঃখে পরিপূর্ণ, শুধু লৌকিক সত্তার মাধ্যমে তার নিরাকরণ অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন যে বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের মতো উপনিষদগুলিও যে জ্ঞানের প্রচার ঘটিয়েছে তাঁর তা সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রের বাক্য, আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রেমের যে গান তিনি রচনা করেছিলেন তা মানুষের মুখে মুখে, যে নাটক তিনি লিখেছেন তাও বাংলাদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে. যে উপন্যাসে তিনি জীবনের বাণীমন্ত্র উল্লেখ করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি এই 'অন্তর্বিশ্বেরই' আবাসিক এবং মর্ত্যে সমূহ জীবন যাপনের মধ্যেই তাঁর সর্বস্ব জড়িয়ে আছে। তাঁর শিশুসঙ্গীত এবং প্রেম-সঙ্গীতের কতকগুলি রচনায় দেখা যায় যে শুধু শিশুই নয়, নারীমানসের অন্তর্লোকের সঙ্গেও তিনি একাত্ম। 'চিত্রা' নামক গীতিনাট্যে নারীজীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা উজ্জ্ব। মহাভারতের এক সামান্য কাহিনি থেকে তিনি এমন একটি কাব্যনাট্য রচনা করেছেন ্যা সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও গভীর বোধে দীপ্ত।

মোরিৎস বলেছেন যে নতুন সংস্কারধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কাছেও রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সুদূরপ্রসারী। মোরিৎস দুপ্ত কণ্ঠে বলেছেন যে সমাজে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অসাধারণ শক্তি অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে এবং ভারতবর্ষের কাছে তাঁর কাব্য এক উচ্চ আত্মসংস্কৃতির আদর্শ সৃষ্টি করেছে।কবি তাঁর মাতৃভূমির উদ্দেশে যে অনন্যসুন্দর প্রার্থনাসঙ্গীত রচনা করেছেন, ভারত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে

উঠেপড়ে লেগেছে। রাহুল বলেছেন, বিজেপি

সদস্যরা যেহেতু তাঁকে কাঠগড়ায় তুলেছেন,

তাই তাঁকে সংসদের মধ্যে বলতে দেওয়া

হোক। কিন্তু বিজেপি তাতে নারাজ। তাঁদের

দাবি, রাহুলকে ক্ষমা চাইতে হবে। এই নিয়ে

হট্রগোল করে সভা অচল করে রেখেছিলেন

বিজেপি সাংসদরা। কিন্তু কতদিন আর সভা

অচল করে রাখবেন ? একসময় তো রাহুলকে

কীভাবে আইনিভাবে রাহুলকে আটকানো

যায়, সেই পথ খুঁজছিল বিজেপি। এখন যা

হল, তাতে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের নেতারা

এটাই চেয়েছিলেন। বলা যায়, তাঁদের

রাহুল কি বিজেপির কাছে ক্রমশ

বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলেন? ১৪টি রাজ্যে

সাডে ৪ মাসের ভারত জোডো যাত্রায়

সোনিয়া-পুত্র যে সাড়া পেয়েছেন, তাতে

সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছিলেন মোদি.

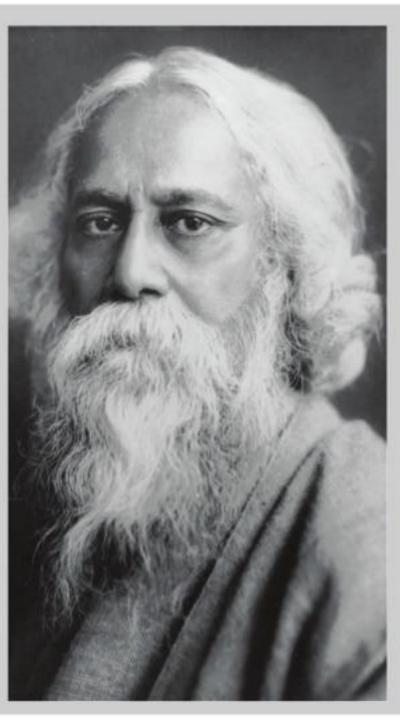
অমিত শাহরা। লোকসভা ভোটের আগে

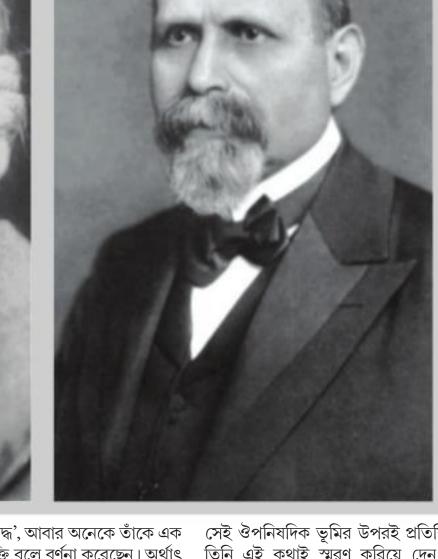
আবার ভারত জোড়ো যাত্রায় বেরনোর পরিকল্পনা করেছেন তিনি। তার আগেই

বাতিল করা হল রাহুলের সাংসদ পদ।

বলতে দিতে হতই।

মনস্কামনা পর্ণ হয়েছে।





সরে গেছেন এবং জীবনের জয়গান গেয়েছেন, সেখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এক স্রোতধারায় মিলে মিশে স্রোতস্বিনী হয়ে

লিখেছিলেন, ''আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ, তাঁর ধর্ম, তাঁর সাধনা সম্বন্ধে আমি যেসব পুস্তক পডেছি, তার মধ্যে আমি অধ্যাপক মোরিৎস ভিনটারনিৎসের পুস্তিকাখানিকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ আসন দিই।" গেয়র্গ একটি প্রবন্ধে তাঁর বাবার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা থেকে জানা যায় যে যুবা বয়স থেকেই তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুক্তিকামী গণতন্ত্রের পূজারী। ইংল্যান্ডে বসবাসকালেই তিনি সেখানকার প্রগতিশীল

বলেছেন 'বৌদ্ধ', আবার অনেকে তাঁকে এক আত্মশুদ্ধ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি এমনই এক মানুষ যিনি সংসার পরিত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন লেখক সৈয়দ মুস্তাফা আলী হয়েছিলেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সত্তার অধিকারী হয়ে স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে নিজেকে চালিত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। মোরিৎসই বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে এই দুটি লক্ষণের কোনওটির দ্বারাই চিহ্নিত নন। তিনি যতটা বৌদ্ধ, ঠিক ততটাই খ্রিস্টান; যদিও বৌদ্ধ এবং খ্রিস্ট ধর্মের কথা তিনি অসীম শ্রদ্ধা সহকারেই শুনতেন। মোরিৎসের মতে তিনি কোনও ঋষি নন, তপস্বী নন, যোগীও নন। প্রতিদিন দু'ঘণ্টা ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাপ্ত থাকলেও তাঁকে কোনওভাবেই নির্দিষ্ট

সেই ঔপনিষদিক ভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমাদের যথার্থ সত্তার অধিষ্ঠান মূলত ঈশ্বর এবং এই বিশ্বসমগ্রে; ঈশ্বর এবং আত্মা ও বিশ্বজগৎ নিজেদের গভীর মর্মমূলে এক অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে বিরাজমান। জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুভূতির অভ্যস্থ ধরার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব নয়।ব্ৰহ্মের জ্ঞান ও ঐক্যের চেতনা সাধারণ স্তরের হলে সেসব বোধ মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য দিতে পারে না। ঈশ্বরকে একেবারে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে, প্রেমে তাঁকে গ্রহণ করলে ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়।

মোরিৎস একজন দার্শনিকের দৃষ্টিতে তার চেয়ে ভাল শুভেচ্ছা আর নেই।

'গলার কাঁটা' রাহুলকে ভয় পাচ্ছেন মোদি, তই এই কুৎসিত রাজনীতি

৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার। প্রধানমন্ত্রী 💙 নরেন্দ্র মোদির পদবী নিয়ে বিতর্কিত ১মন্তব্যের জেরে রাহুল গান্ধীকে ২ বছরের হাজতবাসের নির্দেশ দিয়েছিল সরাতের জেলা আদালত। তবে বিচারক এইচ এইচ বর্মা প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির জামিন মঞ্জর করে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁকে উচ্চতর আদালতে আপিল করার অনমতি দিয়েছেন। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করার উপর কোনও স্থগিতাদেশ দেননি তিনি।

তাই প্রশ্ন উঠছিল, এবার কি রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হতে চলেছে? কিন্তু এই জল্পনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাজা ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। তার মধ্যেই রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করে দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিডলা। ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচেছদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-এর ৮ নম্বর অনুচেছদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করা হয়।

আইন বলছে, রাহুল অন্তত আগামী ৮ বছর (২ বছর জেল এবং সাজার মেয়াদ শেষের পরে আরও ৬ বছর) কোনও ভোটে লড়তে পারবেন না। উচ্চ আদালত সুরাতের জেলা আদালতের রায় বাতিল করে দিলে অবশ্য রাহুল সাংসদ পদ ফিরে পেতে পারেন।

কী বলেছিলেন রাহুল, যার জন্য তাঁকে এতবড় শাস্তি পেতে হল? ২০১৯ সালে কর্নাটকে লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে রাহুল প্রশ্ন তলেছিলেন, সব চোরেদের পদবি 'মোদি' হয় কেন?

আইপিএল কেলেক্ষারিতে অভিযুক্ত ললিত মোদি, ব্যাঙ্ক-ঋণ খেলাপি মামলায় 'ফেরার' নীরব মোদির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির তুলনা টেনেছিলেন তিনি। এই মন্তব্যের জেরে রাহুলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৯৯ এবং ৫০০ ধারায় অপরাধমূলক মানহানির মামলা করেছিলেন গুজরাতে বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদী। সেই মামলাতেই রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করা

প্রশ্ন হল, শুধুমাত্র একটি মন্তব্যের জন্য কেন এই সাজা ? আর ২ বছরের জেল সাজা হল কেন? এর বেশি, বা কম হাজতবাসের সাজা কি দেওয়া যেত না? এখানেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচেছন কেউ কেউ।

শুধ তা-ই নয়, সাজা ঘোষণার পর যে তৎপরতায় রাহুলের সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হল, তাতে দেশজুড়ে নিন্দার পাশাপাশি বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কি বিজেপি ভয় পেয়েই রাহুলকে অপদস্থ করতে উঠেপড়ে লেগেছে? তা না হলে. কেন বারবার তাঁকে নিশানা করা

পুলক মিত্র

পাঠানো হবে না? আসলে আমাদের দেশে আদালতগুলিতে দু'ধরনের মানদণ্ড রয়েছে। রাহুল গান্ধী ও উমর খলিদদের জন্য একরকম বিচার ব্যবস্থা, আর যাঁরা 'বিশ্বাসঘাতক'দের (পড়ন বিরোধী দল ও মুসলিমরা) সরাসরি গুলি করে মারার নিদান

রাহুল আসলে মোদির গলার কাঁটা। তিনি লোকসভায় থাকলেই নীরব মোদি থেকে আদানি, নানা অপ্রীতিকর প্রশ্ন তুলে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বিব্রত করবেন। আইনের পথ দেখিয়ে তাঁকে তো লোকসভা থেকে বের করে দেওয়া গেল।

লন্ডনে গিয়ে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে রাহুল যা বলেছেন, বিজেপি তাকেও বিকৃতভাবে প্রচার করতে শুরু করেছে। রাহুল ভারতের

তবে বল যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে আগামী দিনে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তি বাড়বে মোদি শিবিরের। ইতিমধ্যে রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে শুরু করে অখিলেশ যাদব পর্যন্ত, বিভিন্ন বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, রাহুলের সাংসদ পদ কেড়ে নিয়ে ছন্নছাড়া বিরোধী শিবিরকে এককাট্টা হওয়ার সুযোগ করে দিলেন মোদি-শাহরা। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের অভিযোগ তুলে বিরোধী নেতারা যেভাবে সরব হয়েছেন, তা লোকসভা ভোটের আগে যথেষ্ট তাৎপর্যপর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী পদে বিরোধী শিবিরের মুখ কে হবেন, তা নিয়ে এতদিন দডি টানাটানি চলছিল। এখন গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার কিন্তু কেন্দ্র, বিজেপি এবং গেরুয়া লডাইকে সামনে রেখে বিরোধীরা একজোট হয়েছেন, যা বিজেপির পক্ষে মোটেই

রাহুল কি বিজেপির কাছে ক্রমশ বিপজ্জাক হয়ে উঠছিলেন ? ৰচ্ছুটি রাজ্যে সাড়ে ছু মাসের ভারত জোড়ো যাত্রায় সোনিয়া-পুত্র যে সাড়া পেয়েছেন, তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছিলেন মোদি, অমিত শাহরা। লোকসভা ভোটের আগে আবার ভারত জোড়ো যাত্রায় বেরনোর পরিকল্পনা করেছেন তিনি। তার আগেই বাতিল করা হল রাহুলের সাংসদ পদ। তবে বল যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে আগামী দিনে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তি বাড়বে মোদি শিবিরের। ইতিমধ্যে রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে শুরু করে অখিলেশ যাদব পর্যন্ত, বিভিন্ন বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, রাহুলের সাংসদ পদ কেড়ে নিয়ে ছন্নছাড়া বিরোধী শিবিরকে এককাট্টা হওয়ার সুযোগ করে দিলেন মোদি-শাহরা।

রাহুল যে মন্তব্য করেছেন, তা কি আদৌ দেন, তাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। কোনও গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে? যাঁরা রাহুলকে সীমা ছাড়িয়েছেন বলে আক্রমণ করছেন, তাঁরাই আবার প্রকাশ্যে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেশ থেকে মুসলিমদের তাড়ানোর কথা বলছেন।

শাস্তির দাবি উঠে থাকে, তবে অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য

আদালত মনে করে. বিশ্বাসঘাতকদের গুলি করে মারার নিদান আসলে 'ঠাট্রা. তামাশা' ছাড়া কিছুই নয়। আপনার কাছে এটা যতই হুমকি মনে হোক না কেন, আদালত কিন্তু তা মনে করে না। বিজেপি নেতারা, যদি এই একটি মন্তব্যের জন্য রাহুলের হিন্দুত্ববাদীরা ঠাট্টার ছলে যা কিছু বলতে

২ বছর রাহুলের লোকসভায় না থাকার বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কেন জেলে অর্থ বিজেপির কাছে অনেক রকম সুবিধা।

পারেন, কিন্তু রাহুল পারেন না।

গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তলেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের গণতন্ত্র গোটা বিশ্বের মানুষের পক্ষে ভালো। কিন্তু এর মৃত্যু ঘটলে, গোটা দুনিয়ার ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সেইসঙ্গে তিনি বলেছেন, এটা আমাদের নিজেদের সমস্যা এবং আমাদেরকেই এর সমাধান করতে হবে।

শিবিরের তাঁবেদার মিডিয়া রাহুলের এই বক্তব্যকে দেশবিরোধী তকমা দিতে

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

খবরের সাত সতেরো

রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা নিয়ে প্রশ শুভেন্দুর, আদিবাসী অত্যাচার নিয়ে রাজভবনে নালিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাষ্ট্রপতির কলকাতা সফরে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিতর্কের কালো ছায়া পড়ল বঙ্গ বিজেপির সৌজন্যে। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে যাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে সোমবারই প্রথম এই রাজ্যে পা রাখলেন দ্রৌপদী মুর্ম। যাাার সম্মানে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন এদিন এই সম্মান প্রদর্শন নিয়ে প্রথম থেকেই টুইট করে বিতর্ক শুরু করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

জানানো হয়নি। সেই কথা অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খণ্ডন করেছিলেন নাগরিক সংবর্ধনার মঞ্চে। বলেছিলেন, সব রাজনৈতিক দলকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী এদিন প্রশ্ন

মুম্বই, ২৭ মার্চ— এখনো রাহুলের মোদি বিতর্কই পিছু

ছাড়েনি, এর মধ্যেই রাহুল ফের সাভারকারকে টেনে নতুন

সমস্যায়। মোদি ঝড়ের উত্তর দিতে গিয়ে রাহুল বলেছিলেন,

'আমি জেলে যেতে ভয় পাই না। আমার পদবি গান্ধি,

সাভারকার নয়।' সাংসদ পদ খারিজের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

করেছেন শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) দলের

নেতা উদ্ধব ঠাকরে। মুম্বইয়ে দলের জনসভায় রাহুলের

সাভারকার মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বালাসাহেব

ঠাকরের পুত্র। সোমবার সংসদে রাজ্যসভার বিরোধী

দলনেতা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়োর ডাকা বৈঠকে

উদ্ধবের দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সঞ্জয়

রাউত। তিনি বৈঠকে বলেন, আমরা রাহুলজির সাংসদ পদ

খারিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আছি। কিন্তু

রাহুলজিকে সংযত হতে বলুন। সাভারকারকে অসম্মান

করলে আমরা পাশে থাকতে পারব না।

কংগ্রেস নেতার এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা

মোদিকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেছেন রাহুল গান্ধি।

তুলেছিলেন তৃণমূল সরকারের এই নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার অধিকার নিয়েও। শুভেন্দুবাবুর বক্তব্য ছিল, ভোট দিয়েছেন, যে দলের বিধায়ক দ্রৌপদীকে অপমানজনক কথা বলেছিলেন তাঁরা কী করে করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবর্ধনা জানাতে পারেন। শুভেন্দুবাবুর কথায়, একদিন যাঁরা তাঁকে ভোট দেননি, তাঁরা কীভাবে আজ ধামসা-মাদল, শাড়ি উপহার দেন, উত্তরীয় পরান!

নাগরিক সংবর্ধনায় না এলেও এদিন রাজভবনে বলেছিলেন তাঁদের দলের বিধায়কদের এমনকী নৈশভোজের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বিরোধী শিবিরের তাঁকেও নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বিধায়করা। সেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুবাবু নালিশ করেন বাংলায় আদিবাসীরা অত্যাচারিত। রবিবারও বীরভূমে আদিবাসী দম্পতিকে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে।

তবে শুভেন্দুবাবুর এদিনের বিতর্কের জবাবে বাংলা'।

বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডেও এই ইস্যুতে আগেই রাহুলের

সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মতো শ্রচ্দেয়। দল নির্বিশেষে সে

রাজ্যের মানুষ তাঁকে মণীষীর আসনে বসিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী

এই নেতা সেল্লার জেল থেকে মুক্তি পেতে ব্রিটিশ

সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন বলে স্বাধীনতার পর

জানা যায়। যদিও সাভারকার অনুগামীরা তা মানতে চান না।

করে আসছেন, প্রয়াত মারাঠা স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতো

িতিনি কখনও ভয়ে শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না।

বলে রাহুল সে রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিপাকে ফেলে

দিয়েছিলেন। সে রাজ্যে উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের

শরিক কংগ্রেস। রাহুল ফের মোদীকে নিশানা করতে গিয়ে

সাভারকারের নাম করায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এনসিপি

নেতা শরদ পাওয়ার অতীতে একাধিকবার রাহুলের এই

রাহুল গান্ধি বহুদিন ধরেই সাভারকারের নাম করে দাবি

ভারত জোড়ো যাত্রার সময় মহারাষ্ট্রে গিয়েও একই কথা

স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকার মহারাষ্টে বাংলার

নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানের পরে সাংবাদিক বৈঠক করে শশী পাঁজা ও বীরবাহা হাঁসদা বলেন, অনুষ্ঠানে যাঁরা আমন্ত্রণ পাননি বলছেন, তাঁরা মিথ্যে বলছেন। এাঁর কাপুরুষের দল। মুখে আদিবাসী প্রেম দেখায়, কিন্তু অনুষ্ঠানে না এসে রাষ্ট্রপতিকে অপমান করে। সাংসদ শান্তনু সেনও এদিন জানিয়েছেন, বাংলায়

আদিবাসীরা ভালো আছে। বিজেপি মিথ্যাচার করছে। সোমবার নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানের আগে আদিবাসী সংগঠনের সঙ্গে স্বল্প সময়ের বৈঠক করেছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তবে তিনি নিজে বাংলার আদিবাসীদের নিয়ে কী ধারণা পোষণ করেন, তা বোঝা গিয়েছে এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাংলার ভূয়সী প্রশংসায়। যার শেষ বাক্য ছিল 'জয়

খুন করে পুঁতে দেওয়া হল খালে

নিজম্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২৭ মার্চ— স্ত্রীকে খুন করে পাশের খালে প্তৈ রেখেছিল স্বামী। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অবশেষে মাটি খুঁডে উদ্ধার করা হলো সেই মৃতদেহ। চাঞ্চ ল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের ভাতছালা এলাকায়। মৃতার নাম মঞ্জুরা বিবি, বয়স ৪০ বছর।

দূরত্ব ঘুচল, কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল তৃণমূল

দিল্লি, ২৭ মার্চ — বিরোধী ঐক্যের ছবি সম্পূর্ণ হল সংসদে। দূরত্ব সরিয়ে কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল তৃণমূল। রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে কংগ্রেস সাংসদরা কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়ো বিরোধী বৈঠকে তৃণমূলের উপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে যাঁরাই এগিয়ে আসবেন, কংগ্রেস তাঁদের স্বাগত জানাবে।

সংসদের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন 'একলা চলো' নীতি অনুসরণ করে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলিকে একজোট করে একসঙ্গে পথ চলার কাজে নেমেছে কংগ্রেস। যদিও তার থেকে দূরত্ব রেখে চলেছে তৃণমূল। কংগ্রেসের ডাকা কোন বৈঠকেই যোগ দেননি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। আদানি ইস্যু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে একলাই ধর্না দিয়েছে তৃণমূল। তবে রাহুল গান্ধির জন্যেই এবার কাছাকাছি কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার সংসদ অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলির োকা বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ জহর সরকার ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোদি পদবি নিয়ে মানহানি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। গত বৃহস্পতিবার সুরাট আদালত রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছর কারাদণ্ডের সাজা দেয়। শাস্তি হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে সাংসদ পদ খোয়ান রাহুল গান্ধি। এই ঘটনার পরই প্রতিবাদে সরব হয় কংগ্রেস। পাশে দাঁড়ায় অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও। তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, বিআরএস সহ একাধিক দল রাহুলের সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদ জানায়। এবার সেই ঘটনার রেশ ধরেই কাছাকাছি আসতে চলেছে কংগ্রেস ও

সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কংগ্রেস, বাম এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অশুভ আঁতাত করার অভিযোগ তুলেছিলেন। রাহুলের সদস্যপদ খারিজের পর অবশ্য টুইট করে নাম না করে কংগ্রেস নেতার পাশে দাঁড়ান মমতা। সোমবার কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী বৈঠকে তৃণমূলের তরফে যোগ দেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার এবং হাওড়ার তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে সোমবারের বৈঠকে যে দুই সাংসদ বৈঠকে যোগ দেন তাঁরা সেই অর্থে 'রাজনীতিক' নন। তাঁরা সমাজের অন্য ক্ষেত্র থেকে লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা তৃণমূলের সাংসদও। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এই বৈঠকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন বা সুখেন্দুশেখরের মতো নেতাদের পাঠানো হয়নি।

মল্লিকার্জন খাড়োর ডাকা বিরোধী দলের বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। এমনকি, সংসদে বিরোধীদের ধর্নাতেও তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেয়। সোমবার সংসদের দুই কক্ষেই কালো পোশাক ও ব্যাচ পরে ধরনা দেন বিরোধী দলের সাংসদরা। কংগ্রেসের ডাকা এই বৈঠকে তৃণমূল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেডিইউ, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, এনসিপি, সিপিএম, আরএসপি, এনসিপি,

কৌস্তুভ কান্ডে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে ভর্ৎসনা

এমডিএমকে দলের প্রতিনিধিরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থারের এজলাসে উঠে কৌস্তুভ বাগচির দায়ের করা মামলা। প্রদেশ কংগ্রেস যুব নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর বাড়িতে মাঝরাতে পুলিশি অভিযানের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে ভৎসনা করলেন বিচারপতি। পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট এর সিঙ্গেল বেঞ্চ। এবার হলফনামা তলব করলেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থার। কৌস্তভ বাগচীর গ্রেফতারির মামলায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করলেন বিচারপতি। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি বলেন, রিপোর্টে কৌস্তভ বাগচীর বাড়িতে পুলিশি অভিযান যুক্তিগ্রাহ্য বলছেন কমিশনার! কমিশনারের রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়। এরপরেই সরকারি আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন, করেন যে গোটা ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়, সবাই জানে। তাহলে কি এটা মনে করতে হবে যে কমিশনার তার অধীনস্থ পুলিশকে বেআইনি কাজের জন্য উৎসাহিত করছেন? আগামী ১২ এপ্রিলের মধ্যে আদালতে রাজ্যের হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিঙ্গেল বেঞ্চ। আগামী ২০ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে অন্তর্বর্তী নির্দেশ বলে

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to any and al concerned that my client Mr. Ram Ratar Rathi, son of Late Brij Mohan Rathi residing at 37, D. H. Road, Kolkata - 700 027 is interested in purchasing Flat No. 8C on the 8th Floor measuring a Super built up area of 2753 Square Feet together with Four Car Parking Spaces at Premises No 23. Raia Santosh Road, Police Station-Alipore, Kolkata - 700 027, District- South 24 Parganas, within Ward No. 74 of the K.M.C. from its present owner JAIGURU ESTATES LLP.

Any person/persons/Company/Financia Institutions or entity claiming any right title and interest or demand in the aforesaid flat and car parking spaces is hereby notice to submit his/her/their/its claim in writing alongwith all documentary evidences to the undersigned within 10 days from publication of this notice otherwise it shall be presumed that nobody has any claim/demand or interest in the aforesaid land and my client will be advised to proceed further in this respect. MRINAL KANTI GHOSH

> Advocate 10, Kiran Shankar Roy Road 1st Floor, Room No. 75 Kolkata - 700 001 M: 98305 74448

Bank of India BOI

Relationship beyond banking

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৩

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

জোনাল অফিস, হাওড়া জোন ৫ বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন : ০৩৩ ২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বাজেয়াপ্ত ভেহিকেল বিক্ৰয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টের অধীনে বিভিন্ন তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়ের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্তদের নামে সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ 'যেখানে যেমন আছে', এবং 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' সংক্ষিপ্ত বিবরণ মতে

শাখার নাম ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ভেহিকেলের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ (টা.) এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি)
শাখা : ঘাটাল ঋণগ্রহীতা : শ্রী আশিষ কল্য (৪১৯১৭৬২১০০০০০২২) গ্রাম - ঘনরামপুর পো: বন্দীপুর, থানা - চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক/মডেল : ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাক্টরস লিমিটেড সোনালিকা ট্র্যাক্টর DI-745 III পাওয়ার প্লাস ভেহিকেলের ধরন : ট্র্যাক্টর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : WB49N0571 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকোনা রোড, সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	৭,১৩,৩৮৯.৮৫ টাকা এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. ২,১০,০০০ টাকা ২. ২১,০০০ টাকা
শাখা : ঘাটাল ঋণগ্রহীতা : শ্রী বসুদাম পান (৪১৯১৭৬২১০০০০৩৫) গ্রাম - ঝাকরা, পো: ঝাকরা, থানা - চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক/মডেল : সোনালিকা ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাক্টর লিমিটেড RX মাইলেজ মাস্টার এসইউপি ভেহিকেলের ধরন : ট্র্যাক্টর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : WB 49N 0525 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকোনা রোড, সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	৮,৪৬,১১০.৫৪ টাকা এবং পরবতী ইউসিআই সহ	১. ২,২০,০০০ টাকা ২. ২২,০০০ টাকা
ণাখা : ঘাটাল ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবাশিস চক্রবতী (৪১৯১৭৬২১০০০০২১) গ্রাম - কালোরা, পো: বাঁশখাল, থানা - দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক/মডেল : সোনালিকা DI 750 III RX ভেহিকেলের ধরন : ট্র্যাক্টর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : WB 49N 0517 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকোনা রোড, সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	১০,৮৬,৫২১.৪৫ টাকা এবং পরবতী ইউসিআই সহ	১. ২,২১,০০০ টাকা ২. ২২,১০০ টাকা
ণাখা : ঘাটাল ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুকুমার চৌধুরী (৪১৯১৭৬২১০০০০৫৭) গ্রাম - রানিরবাজার, পো: রানিসিমুলিয়া, থানা - ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক/মডেল : ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাক্টরস লিমিটেডে সোনালিকা DI 750 III HDM ভেহিকেলের ধরন : ট্র্যাক্টর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : WB 49N 0789 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকোনা রোড, সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	৯,৫৩,৭৭৬.৫৮ টাকা এবং পরবতী ইউসিআই সহ	১. ১,৯০,০০০ টাকা ২. ১৯,০০০ টাকা
ণাখা : ঘাটাল ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিশ্বজিৎ সাঁতরা (৪১৯১৭৬২১০০০০৬৩) গ্রাম - চন্দন নগর, পো: রাধানগর, ধানা - ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক/মডেল : সোনালিকা DI-750 III RX ভেহিকেলের ধরন : ট্ট্যাক্টর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : WB 49N 1015 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকোনা রোড, সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	১০,১৬,৮৯৮.৪৪ টাকা এবং পরবতী ইউসিআই সহ	১. ২,২০,০০০ টাকা ২. ২২,০০০ টাকা

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

ভেহিকেল পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২১.০৪.২০২৩ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত); টেভার জমা দেবার শেষ তারিখ : ২৬.০৪.২০২৩ বিকেল ৪.০০টের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইভিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫ম তল, ব্যাঙ্ক অফ ইভিয়া বিল্ডিং, ৫ বিটিএম সর্গি, কলকাতা - ৭০০ ০০১ বা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ঘাটাল শাখা বাসরি স্মৃতি ভবন (ঘাটাল কলেজের বিপরীতে), পো: এবং থানা - ঘাটাল, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপর, ৭২১২১২ ঠিকানায়

নিলাম : ২৮.০৪.২০২৩ সকাল ১১.০০টা উল্লিখিত ভেহিকেলগুলি দে পার্কিং, P89Q+4QQ এনএইচ ১৪, চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১২৫৩ ঠিকানায় রাখা আছে। আগ্রহী ক্রেতাগণ ফেরৎযোগ্য বায়না জমা উল্লিখিত মতে ডিডি/পে অর্ডারের আকারে 'ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া', অনকলে কলকাতায় প্রদেয় হিসেবে প্রতিটি ভেহিকেলের জন্য সিল করা দর টেন্ডার উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী নিকট ২৬.০৪.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্যের কমে উক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে না।

টেন্ডার আগ্রহী নিলাম বিক্রয়ের স্থানে টেন্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। ভেহিকেলগুলি সর্বোচ্চ দরে বিক্রয় করা হবে। যাহোক অনুমোদিত অফিসার টেন্ডারদাতাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রয়োজন মনে করলে ডাক ওঠাপড়ার অনুমতি দিতে পারেন, যা সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। বিক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনকারী অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সর্বোচ্চ দর নির্ধারিত হবে। যেকোনও ডাকদাতা উচ্চতর মূল্য প্রস্তাব করতে পারেন সংশ্লিষ্ট তারিখে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত থেকে। অনুপস্থিত

ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে বর্ধিত মূল্যের বিষয়টি নিলাম বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিবেচনা করা হবে। ঋণগ্রহীতা নিলাম বিক্রয়ের তারিখের পূর্বে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করলে নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদিত অফিসার বাতিল করার অধিকার রাখেন। ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। আগ্রহী ক্রেতা(গণ) অনুমোদিত অফিসারের নিকট ২৮.০৪.২০২**৩ তারিখ বেলা ১১টার মধ্যে** উপস্থিত হতে হবে, টেন্ডারগুলি সেই

সময় খোলা হবে। আগ্রহী ক্রেতা(গণ) সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বায়না জমা ব্যতীত টেন্ডার বাতিল হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার রাখেন। প্রস্তাব গহীত হলে ক্রেতাকে অব্যবহিতভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানে অথবা পরবর্তী কাজের দিন বিক্রয়মল্যের ২৫ শতাংশ দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হলে বায়না জমা হিসেবে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং অস্থাবর সম্পত্তিগুলি পুনরায় বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন হবে। বকেয়া পরিমাণ বিক্রয় প্রক্রিয়া নির্ধারণের ১৫ দিনের পূর্বে দাখিল করতে হবে অথবা লিখিতভাবে অনুমোদিত সম্প্রসারিত সময়ের মধ্যে তা আদায় দিতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', এবং 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' বিক্রি করা হবে এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ নিয়ম, যদি কিছু থাকে জ্ঞাত/অজ্ঞাত শাখার নিকট সমুদয় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকে পৃথকভাবে বহন করতে হবে। উক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়া উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী সম্পাদিত হবে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ(সমহ) অধীনে সমদয় বকেয়া পরিমাণ সদ সহ ব্যাঙ্কের নিকট আদায় দিয়ে সাধারণ নিলামে উক্ত বিক্রয় তারিখে অংশগ্রহণ করতে পারেন

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণকে উক্ত বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ নিলাম বিক্রয়ের তারিখের অন্তত একদিন পূর্বে অর্থাৎ ২৭.০৪.২০২৩ তারিখে আদায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ভেহিকেলগুলি নিলাম বিক্রয় করা হবে এবং বাকি বকেয়া, যদি কিছু থাকে সুদ এবং শুল্ক সহ আপনাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে।

অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

সাগরে অটো উল্টে দুর্ঘটনা, মৃত শিশু কন্যা, গুরুতর জখম মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৭ মার্চ— রবিবার বিকেলে সাগর্ক্বীপের কচুবেড়িয়া মিশন মোড়ে বাম্পার পার হতে গিয়ে দ্রুত গতির অটো যাত্রী সহ উল্টে গেলে জখম হন চার যাত্রী। আসপাশের মানুষ দুর্ঘটনায় পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ছয় বছরের শিশু কন্যা সৌমিলি জানাকে মৃত ঘোষণা করে। সৌমিলির মা পঁয়ত্রিশ বছরের মিঠু জানার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রাতেই গেয়মন্ড হারবার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, কচুবেড়িয়ার ভেসেল ঘাট থেকে অন্যান্য যাত্রীর সাথে মা ও মেয়ে অটোতে উঠেছিল। মৃত সৌমিলির বাড়ি গঙ্গাসাগর উপকূল থানা এলাকার বিষ্ণুপুরে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিশ। অটো বাজেয়াপ্ত। চালক পলাতক। ছোট্ট সৌমিলির মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

FEDERAL BANK

দ্য ফেডারেল ব্যাঙ্ক লি.. এলসিআরডি/কলকাতা ডিভিশন

৯১এ/১ পার্ক স্ট্রিট, ২য় তল, "অবনী সিগনেচার" কলকাতা ৭০০০১৬ ফোন নম্বর ০৩৩-৬৮১৫ ১৬৭৬ /২২৬৫ ৪৩৩৪, ইমেল আইডি : kollcrd@federalbank.co.in, ওয়েবসাইট : www.federalbank.co.in, CIN : L65191KL1931PLC000368

> পরিশিষ্ট -IV (রুলু ৮(১)) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা:- ১) শ্রী ব্রিজেশ তিওয়ারি, পিতা হৃদয়ানন্দ তিওয়ারি, ফ্ল্যাট নং.১সি - ১৯১৪ শহিদ স্মৃতি কলোনি, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯৪// ৩৫ সুইনহো লেন, পো. কসবা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪২// ২ওয়াইও সফট প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৫বি মির্জা গালিব স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬, ২) শ্রীমতি **প্রিয়াঙ্কা পাতে**, স্বামী ব্রিজেশ তিওয়ারি, ফ্ল্যাট নং. ১সি, ১৯১৪ শহিদ স্মৃতি কলোনি, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯৪// বালিয়া কুরেজি, উত্তর প্রদেশ ২৭৭১২১// আইজুকসি প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫ হুইনহো লেন, কসবা পো. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪২ এবং ৩) শ্রীমতি শশীকলা দেবী তেওয়ারি, স্বামী হৃদয়নন্দ তিওয়ারি, ফ্ল্যাট নং. ১সি, ১৯১৪ শহিদ স্মৃতি কলোনি, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯৪// ডেহমা বারাছাওয়ার, তাজপুর ডেহমা, উত্তরপ্রদেশ ২৩৩২২৮// আইজুকসি প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫ হুইনহো লেন, কসবা পো. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪২

জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত : মৌজা চকগড়িয়া, জেএল নং. ২৬, আরএস নং. ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং.১০, আরএস দাগ নং. ১, পুর প্রেমিসেস নং. ১৯১৪, চকগড়িয়া, থানা পর্ব যাদবপর, কলকাতা ৭০০০৯৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং. ১০৯ অধীন, জেলা ২৪ পরগান (দক্ষিণ), চৌহদ্দি :উত্তরে প্রেমিসেস নং. ১৯১৩, চকগড়িয়া এবং দক্ষিণে ২০ ফুট চওড়া কেএসসি রোড, পূর্বে ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পশ্চিমে : খালি জমি সমন্বিত অনুযায়ী ৷ কাঠা ১ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি পরিমাণ জমিস্থিত নির্মাণের দ্বিতীয় তলে ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ মাপের ফ্ল্যাট নং. ১বি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সমুদয়

বকেয়া পরিমাণ: ২৭,৪৫,৩৮৮.১৩ (সাতাশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত অস্টাশি টাকা এবং তেরো পয়সা)টাকা ১৫.০৩.২০২৩ অনযায়ী অ্যাকাউন্ট নং. ১২৮৪৭৩০০০০২৯৫৩ অধীন এবং পরবর্তী সুদ ও শুক্ষ সহ।

দাবি নোটিশের তারিখ : ০৪.০১.২০২৩ দখলের তারিখ: ২৩.০৩.২০২৩

ঋ**ণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা : ১) শ্রী মদন গোপাল বাজোরিয়া**, পিতা হরি চরণ বাজোরিয়া ওরফে হরি বাজোরিয়া ৩৯০, এস এন রায় রোড (নিউ আলিপুর), সাহাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৮ এবং ২) **শ্রী কৃশল বাজোরিয়া**, পিতা মদন গোপাল বাজোরিয়া, ৩৯০. এস এন রায় রোড (নিউ আলিপর), সাহাপর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : আরএস দাগ নং. ৮৫৩, আরএস খতিয়ান নং. ১৬২, মৌজা উদয়রাজপুর, জেএল নং. ৪৩, থানা বারাসত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, এডিএসআরও বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা মধ্যমগ্রাম পুরসভার ওয়ার্ড নং. ৭, হোল্ডিং নং. ৩৩, প্রেমিসেস ১৫ নং. বসুনগর, কলকাতা-৭০০১২৯, চৌহদ্দি : পূর্বে জে এইচ লেভরিজ ডেভেলপমেন্ট স্কিম নং. ১৬, পশ্চিমে অন্যান্যের জমি, উত্তরে ১৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক, দক্ষিণে দাগ নং. ৮৫৫ জমি সমন্বিত অনুযায়ী ৭ কাঠা ৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি জমি স্থিত (জি-৩) বহুতল ভবনের ৪র্থ তলে, উত্তর মুখী ১৩০০ বর্গফুট সূপার বিল্ট আপ মাপের বসবাসের ফ্র্যাট নং. ৪-বি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সমুদয় সম্পত্তি।

বকেয়া পরিমাণ ১) : ৩৪,৩৮,৮৬৯.৯৬ (চৌত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার আটশত ঊনসত্তর টাকা ছিয়ানবৃই পয়সা) টাকা ০৫.০৩.২০২৩ অনুযায়ী ঋণ অ্যাকাউন্ট নং. ১২৮৪৭৩০০০০১৩০২ অধীন এবং ২) ৫,৫৭,১৪৬ (পাঁচ লাখ সাতান হাজার একশত ছেচল্লিশ টাকা) টাকা ০৫.০৩.২০২৩ অনুযায়ী ঋণ অ্যাকাউন্ট নং. ১২৮৪৭৩০০০০১৪৫০ অধীন এবং পরবর্তী সদ এবং শুল্ক সহ।

দখলের তারিখ: ২৩.০৩.২০২৩ দাবি নোটিশের তারিখ : ০২.০১.২০২৩

যেহেতু, ফেডারেল ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রীকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে (পরবর্তীতে রুলস হিসেবে উল্লিখিত) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্য করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থা অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে. উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ফেডারেল ব্যাক্ষ লি.এর নিকট বকেয়া সমুদয় বকেয়া সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ

দ্য ফেডারেল ব্যাঙ্ক লি.এর পক্ষে সারফেসি আইন অধীনে অনুমোদিত অফিসার

টিটাগড ওয়াগনস লিমিটেড সিন: L27320WB1997PLC084819

ইমেল investors@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

রেজিস্টার্ড অফিস : টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাশ, কলকাতা -৭০০১০৭ ফোন : (০৩৩) ৪০১৯০৮০০ ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০১৯০৮২৩

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্য জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির সদস্যগণকে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ এবং ১১০ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ এবং তৎসহ পঠিতব্য জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ : ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ : ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০, তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১, তারিখ : ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১, তারিখ : ৮ ডিসেম্বর ২০২১ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') কর্তৃক সম্পর্কিত ইস্যুকৃত সার্কুলার (পরবর্তীতে 'সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত), ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন, রুলস এবং রেগুলেশনস (সময়ে সময়ে বিধিবদ্ধ সংশোধনি অথবা পুনরায় আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ সহ) কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন এবং প্রস্তাবের পর্যালোচনা সহ ২৭

বিষয়ে অনুমোদনের জন্য:-ক) শ্রী সাকেত কান্দোই (ডিন ঃ ০২৩০৮২৫২) কোম্পানির সর্বক্ষণের ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ.

মার্চ, ২০২৩ তারিখে পাঠানো সম্পাদন করেছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের

জন্য যাদের নাম ২৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী সদস্যগণের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী

তালিকাভুক্ত, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের পোস্টাল ব্যালট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিম্নোক্ত

খ) কোম্পানির নাম পরিবর্তন,

গ) কোম্পানির কর্মীদের জন্য এমপ্লায়িজ স্টক অপশন স্কিম।

কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণকে রিমোট ই-ভোটিং সবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) পরিষেবা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং গণনা এবং পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রক্রিয়া প্রদত্ত হল। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময় ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টায় শুরু এবং ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ বিকেল টোয় সময় ('ভোটদানের সময়')। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএল কর্তৃক পরবর্তীতে অকার্যকর করা হবে। একবার সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবের বিষয়ে ভোটদান সম্পাদিত হলে পরবতীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না।

শেয়ারহোল্ডারগণ যাদের নাম সদস্যগণের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিকানার তালিকাভুক্ত ২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ('শেষ তারিখ') তারাই কেবল রিমোট ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থায় যোগদান করার উপযুক্ত এবং ভোটদান করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ অনুযায়ী অধিকত শেয়ারের অনুপাত অনুসারে।

মেসার্স সুশীল গয়াল অ্যান্ড কোং (মেম্বারশিপ নং এফসিএস-৩৯৬৯, সিপি নং ৮২৮৯), কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্তকে নির্ভুল ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে প্রদত্ত পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে। যে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজের নিকট নথিভুক্ত নেই তারা রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধির নিকট mdplc@yahoo.co.in অথবা investors@titagarh.in -পোস্টাল ব্যালট নোটিশের জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.titagarh.in এবং এনএসডিএল'এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com ওয়েবসাইট থেকেও পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাওয়া যাবে। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত জানতে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ দেখুন। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা বিষয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে শ্রীমতি পল্লীব মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজর, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ট্রেড ওয়ার্ল্ড ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মম্বই - ৪০০০১৩ অথবা evoting@nsdl.co.in নিকট ই-মেল করে জানাতে পারেন।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শুক্রবার ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে বিকেল ৫টার সময় বা পূর্বে (আইএসটি) ঘোষণা করা হবে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.titagarh.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর www.evoting.nsdl.com সংযুক্ত করা হবে।

টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড'এর পক্ষে

দীনেশ আর্য স্থান : কলকাতা তারিখ: ২৭.০৩.২০২৩ কোম্পানি সেক্রেটারি

মুম্বইয়ের জনসভায় উদ্ধব দাবি জানিয়েছেন, সাভারকার কথায় আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস নেতার উচিত সম্পর্কে অসম্মান করেছেন রাহুল। তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। মহারাষ্ট্রবাসীর মনে আঘাত না করা চেতি চাঁদ-২০২৩, সিন্ধি নববর্ষ উদযাপন

এবার সাভারকার বিতকে

রাহ্ণলের বিরুদ্ধে উদ্ধাবের

नालम খाড्यात (वयक

বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি— ঝুলেলাল যুব সংঘ, সম্প্রদায় ও মানবতার সেবায় দক্ষিণ কলকাতা, নিউ আলিপুরের সিন্ধিদের দ্বারা গঠিত সংঘ। প্রতি বছর এখানে চেতি চাঁদ, উদযাপন করা হয়।

চেডি চাঁদ, সন্ত কানওয়ার রাম ভার্সি এবং অন্যান্য বিভিন্ন উৎসব, গুরু নানক জয়ন্তী, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, দীপাবলি, নবরাত্রি, হোলি এই অনুষ্ঠানগুলি করে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক সভা সমাবেশ এবং সারা বছর এমন কার্যক্রম করে সঙ্ঘ। ঝুলেলাল যুব সংঘ, দক্ষিণ কলকাতা, নিউ আলিপুর দ্বারা

সংগঠিত সিন্ধি নববর্ষ উদযাপন। অনুষ্ঠানটি হিন্দুস্তান ক্লাবের মাঠে হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার সিন্ধিরা অনন্তকাল থেকে কাছাকাছি বসবাস করে আসছেন। তারা বিভিন্ন ধর্মের অন্যান্য বিভিন্ন উৎসবে স্থান দেয় এবং বৈ-চিত্র্যে বিশ্বাস করে। অনুষ্ঠানটি সিন্ধি লোকগীতি, নৃত্য, আধুনিক ভারতীয় পরিবার তাদের সংস্কৃতির শিকড় ভুলে । মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর ছিলেন সঞ্জয় ডি নারওয়ানি।



যাচ্ছে এবং ঝুলেলাল যুব সংঘে তাদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস রক্ষা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করার একটি স্পষ্ট লক্ষ্য সঙ্গীতের লাইভ পারফরম্যান্সের দ্বারা অনুসরণ করা রয়েছে। ইভেন্টটিতে প্রায় শতাধিক লোকের একটি দুর্দান্ত হয়েছিল। প্রাচীনকালের গল্পগুলি বলেছিল, যা ইতিহাস ও অংশগ্রহণ ছিল এবং যারা ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ছোটদের শিক্ষিত করার সাথে সাথে বয়স্ক । প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ছিল এবং সদস্যরা আগামীতে এই সদস্যদের কাছে একটি নস্টালজিয়া অনুভূতি রেখেছিল। ধরনের আরও ইভেন্ট করতে সত্যিই উচ্ছুসিত হলেন।

Chandernagore Municipal Corporation Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/ NIT-43(e) & 44(e)/2022-23, DT-27.03.2023 Memo No. 3133/PWD/TENDER/22-23/43 & 44. DT-27.03.2023 2) Quotatio No - PW/XI/2Q-1/22-23/87, Dt-27.03.2023 Various Developments of Municipal Areas For details, please visit the websitewww.chandernagoremunicipalcorporation.in Engineer

পূর্ব রেলওয়ে

Chandernagore Municipal Corporation

ই-টেভার নোটিশ নং. এসএইচএস-২৩-২৪. ২৩.৩.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি. পূর্ব রেলগুয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ প্রগনা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাছের জনা ই-টেন্ডার (গুপেন) আহান করা হছে। কাজের নাম এবং স্থান: ১ (এক) বছরের মেয়াদে কারেজ কমপ্রেক্স, কাঁচরাপাভায় পিওএইচ চলাকালীন কর্মরত বর্তমান আইসিএফ ডিজাইন কোচে ওয়েল্ডিং কার্টন স্টীলের জনা রেকমেন্ডেড ইলেকট্রোড সহ আরভিএসও ডুইং गर. त्रिकि-১৫००७, अन्छे-৫ अनुगारी ১०२। প্রচলিত কোচের আন্ডারফ্রেমের বাইরের এবং ভিতরের হেভ স্টকে ব্রাকেটের সাপোট/ শক্তিবৃদ্ধির জনা ওয়েন্ডিং। কাজের আনুমানিক মূল্য: ₹১৬,৬৩,২০০; বায়না অর্থ জনা: १००,०००। सिंधात मधिलस्त्रतः मुलाः नुना। টেডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৭.৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যস্থ টেডার খোলার তারিখ এবং সময়: টেডার ১৭.৪.২০২৩ তারিখ বিকাল ৩টারা অথবা তার পর খোলা হবে। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ: ১ (এক) বছর। বিজ্ঞাপনের মেয়াদ: ২৩.৩.২০২৩ পেকে ১৭,৪,২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা পর্যস্ত। প্রস্তাব জমা দেওয়ার মেয়াদ: ১৫ (পনেরো) দিন আগে শুরু করে ১৭.৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেডারের বৈষতা:** ৭৫ (পচান্তা) দিন। যে ওয়েবসাইট থেকে টেভার নথিপত্র পাওয়া যাবে: টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ সেট ২৩.৩.২০২৩ থেকে ১৭.৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত ভারতীয় রেলভয়ে ই-গ্রোকিভরমেন্ট ওয়োৰসাইটি: www.ireps.gov.in থেকে (MISC-364/2022-23) পাওয়া যাবে। টেডার বিভন্তি ওয়োবসাইট: www.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-de পাওয়া যাবে

धाप्राप्तत धनुपतन काम:- O@EasternRailway () @easternrailwayheadquarter



BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR NIT No. 1036/PHE(C)/BMC Dated: 27.03.2023

e-Tender has been invited for "Newly Construction of Drainage Line with DWC Pipe within Ward No. 39, repairing of leakage of Under Ground Drainage Line at Karunamoyee to WT9 under BMC". Tender ID: 2023 MAD 499682 1 to 2. Last Date of Bid Submission 11.04.2023 up to 3.00 p.m. For details, please follow

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেডার বিজ্ঞপ্তি নং.: জিইএম/২০২৩/বি তত০১৪৬৮, তারিখ: ২৪.০৩.২০২৩। ডেপুটি সিএমই (ওয়াগন)/কেজিপিডব্র, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন জিইএম-এর মাধ্যমে আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ওপেন ই-টেভার আহান করছেন এবং টেন্ডরেটি দুপুর ১২,৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম** : পুরুষ ও মহিলা মডিউলার সৈলেটো হাউসবিপিং। কাজের আনুমানিক মৃদ্য: ১২,১১,২৯৫ টাকা ১৮ শতাংশ হারো জিএসটি সহ। বায়নামূল্য : ২৪,২৩০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ এবং খোলার তারিখ ও সময় : ১৪.০৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা-১২.৩০ মিনিট। **ওয়েবসাইট ও বিস্তারিত** বিবরণ : www.gem.gov.in টেভারের সম্পূর্ণ বিজ্ঞারিত বিবরণ/শেপসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছক টেভারদাতারা ওয়েবসাইট www.gem.gov.in দেখতে পারেন এবং অনগাইনে তাঁদের দরপত্র জমা

Notice Board. Executive Engineer Bidhannagar Municipal Corporation

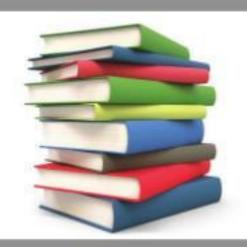
www.wbtenders.gov.in & Office

করবেন। কোন পরিস্থিতিতেই এই কাজগুলির জনা ম্যানুয়াল টেন্ডরে গৃহীত হবে না। MAHESHTALA MUNICIPALITY P.O. - Maheshtala, Dist.- South 24 Parganas, PIN - 700141 Phone: (033) 2490 1651, 2490 3389 Email: maheshtalamunicipality@gmail.com

SI. No.	NIT	Work description	Last date of download and submission of tender
1	MAD/MM/ NIQ-81/22-23/ 2nd Call	Supply and delivery of cotton saree and lungi	06/04/2023 at 3:00 p.m.
2	MAD/MM/ NIT-83/22-23	Construction of drain, road under Ward-23, 14, 28	13/04/2023 at 3:00 p.m.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ ফোন : ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফাক্স : ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন : www.myhmc.in কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডা আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, সাম্প্রতিক তারিখ পর্যন্ত জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে হবে। টেভার নং এবং তারিখ কাজেব নাম এইচএমসি অধীন ওয়ার্ড নং. ১২, ১৫, ১৭, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, No-2255/Cons/22-23 ্৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৮ এবং ৪৯ এর বিভিন্ন নিকাশির পলি উত্তোলন। 🛮 তারিখ : ২৪.০৩.২০২৩ টেভার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ১২.০৪.২০২৩ সদ্ধে ৫টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in তারিখ : ২৪.০৩.২০২৩

বহয়ের অন্বরে বিশ্ববার্তা



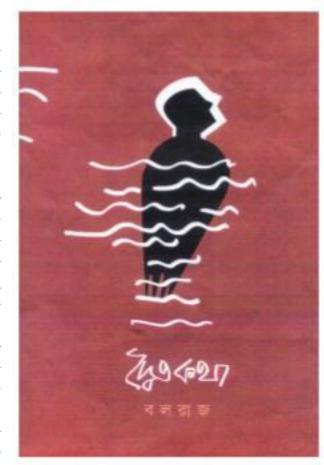
দৈতকথায় কবি বলরাজ

বিমল দেব

উদ্ভাস যখন অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলো। যখন উৎসব। আবার আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু--- ঠিক এই দু'রকম গন্তব্যকে চিহ্নিত করেন কবি। কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী। ভাবনাকে সসংহত রূপ দিচ্ছেন কবি। পরমুহুর্তেই লাগামছাড়া ডিঙি ভাসিয়ে দিচ্ছেন অন্য অচেনা ফেরিঘাটের দিকে।

অন্তহীন যাত্রা--- অন্তর্লীন যাওয়া-আসার মাঝখানেই দাঁডিয়ে কথা বলছেন কবি বলরাজ। কী অসামান্য খেলার ছলে কখনও আলাপচারিতায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দ্বৈতকথা' সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এক অনন্য দীপনে। ২০২৩ সালে, বইমেলায় প্রকাশিত 'দ্বৈত কথা'। আরেকরকম কবিতার অভিপ্রায় উন্মেষ---কিছু অভিপ্রায় কিছু উৎকণ্ঠা কখনও পিরে দেখা নিয়েই বলরাজ-এর কবিতা।

'একটা সময় ছিল যখন আমি / মেনে নিতাম কথাই হল দামী...' এরকম পংক্তি লিখতে পারেন কবি। আবার যখন ডাকছেন: বুকের ভেতর সানার ডাকে / আয় আয় আয়...' আবার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা: বলতে পারিস, পথের কোথায় / শান্তি পাওয়া যায়?' এরকমভাবেই ব্যাকুলতা ও হারানো স্মৃতি নিবিড় সখের জন্য হাহাকার উঠে আসে বলরাজের কবিতায়। বলরাজ আজও কবিতা লিখেছেন নানারকম, এমনকি যুগলবন্দিতেও ছিলেন। দ্বৈতকথা তো দার্শনিক তন্ময়তা। শুন্য থেকে যার শুরু। আবার শুন্যতেই হারিয়ে যাওয়া। বলরাজের কবিতায় রহস্য আছে। আবার ঐতিহ্য ও সাময়িকতা আছে এখানে। ফাইল রিটেন হাউসের উদ্দেশ্যে আর অন্যদিকে সমাজসচেতন সদাজাগ্রত এক কবি এখানে বন্ধু মল্লিনাথকে নিয়ে কবিতা। যেখানে তিনি জন্য।



দ্বৈতকথা / বলরাজ কাগজের ঠোঙা প্রকাশনী / মূল্য: ১৫০ টাকা

বলরাজ। 'দ্বৈতকথা' শিরোনামের এটাই বোধহয় তাৎপর্য। আবার নিজের সঙ্গে কথা বলার অভিপ্রায়। এক চমৎকার যাত্রী বলরাজ, যেজন অচেনা পথেও নিয়েই তিনি কথা বলেছেন এই কাব্যগ্রন্থে। 'স্বামী হাঁটতে চায়। তাঁর বয়া ভেসে চলেছে জলে ও মল্লিনাথের অলঙ্করণ এবং প্রচ্ছদ শিল্পী সুপ্রসন্ন কুণ্ডু বিবেকানন্দকে জন্মদিনে' এই শিরোনামেই কবিতা নীলিমায়। বলরাজ ছন্দ সচেতন। অক্ষরবৃত্ত ও অসামান্য কাজ করেছেন। পাতায় পাতায় অলঙ্করণ পয়ারের এক অনির্বাচনীয় মেলবন্ধন ঘটাতে তাৎপর্যময়। এই অলঙ্করণ কবিতায় অন্য মাত্রা বলরাজ কবিতা লিখেছেন। আসলে দু'রকম ভাবনাই চাইছেন। আবার সব ছক ভেঙে ফেলছেন সংযোজন করেছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রকাশককে। আছে তাঁর কবিতায়। একদিকে রূপকধর্মী রহস্যময় অবলীলায়। 'অব্যক্তকথা', 'পরাজয়' যেমন আছে প্রতীক্ষায় রইলাম বলরাজের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের

বলছেন: 'জিতলি রে মল্লিনাথ / জগৎ হেরে গেলে...'

'দ্বৈতকথা' কবিতায় বলরাজ লিখছেন: 'তুই লিখিস বলে তাই / আমিও ভাষা পাই...'। এখানেই বলরাজ সফল। রবার্ট ফ্রস্ট অথবা ইয়েটস তাঁর প্রেরণা ? হয়তো জীবনানন্দ অথবা সধীন্দ্রনাথ দত্ত ? হয়তো কেউ নয়। বলরাজ অদ্ভুত খেলায় মেতেছেন 'পাথর' কবিতায়। যেখানে তিনি একজন পাগলের কথা বলেছেন। একজন নখ-রাখা যুবকের কথা। আবার রূপকে উজ্জ্বল বৃক্ষের কথা। আবার নক্ষত্রের কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ বলছেন: 'তারপর সেদিন সকালে / নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখি / আমি নই, বিশাল এক / পাথর রয়েছে পড়ে / সময়ের নদীতে।' অসামান্য এই কবিতাটি। এই কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পাথর'। যেখানে কবি দার্শনিকের ভূমিকায়। এক দদ্বের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের দিনযাপনে দু'রকমভাবে কখনও তির্যকভাবে জীবনকে দেখেছেন কবি বলরাজ।

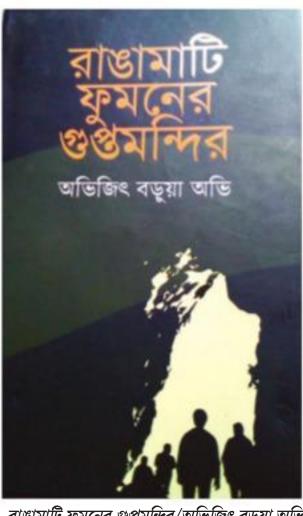
হয়তো তাঁর কোনও পরম আছে। হয়তো অন্তরীক্ষের আহান আছে। কোনও অচেনা ডাকে সাড়া দিচ্ছেন বলরাজ। হয়তো নাম না জানা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছেন। সুদূরের পিয়াসী চঞ্চল এক সাধক কবি বলরাজ। দিনযাপনের গ্লানির মধ্যেও আহ্রাদ খুঁজে পেতে আগ্রহী কবি।

পুনরায় কবিতায় কবি লিখছেন (বলছেন): 'তারপর দু'জনেই / পাশাপাশি হাঁটি / এমন মুহূৰ্তটাই একদম খাঁটি'। এখানে জিতে গেলেন কবি বলরাজ। জয়ী হলো তাঁর কবিতা 'দ্বৈতকথা'।

হিমালয়ের গুপ্ত তন্ত্রসাধনক্ষেত্রের সন্ধানে 'রাঙামাটি ফুমনের গুপ্তমন্দির'

সত্যব্রত কবিরাজ

রহস্য গল্প সকল সময়েই পাঠকের কাছে এক ভিন্ন মাত্রার আকর্ষণের টান অনুভব করায়। এরওপরও তার মধ্যে যদি তন্ত্রমন্ত্রের কারিকুরি থাকে তবে তো কথাই নেই। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তন্ত্রমন্ত্রের। তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার কথা বিশ্বাসই করেন না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের তাতে কিছু যায় আসে না। সাধারণ পাঠকের তন্ত্রমন্ত্রের ওপর ভরসা অপরিসীম। মন্ত্রের দ্বারা কিনা করা সম্ভব। দেশে। জ্যোতিষ চর্চা ও তান্ত্রিক জ্যোতিষদের বিজ্ঞাপনের বহর দেখলেই তা মালুম হয়। বর্তমান বিষয়টি তেমনই এক বৌদ্ধ তন্ত্ৰ সাধনের গুপ্তক্ষেত্ৰ পুনরাবিষ্ণারের কাহিনি নিয়ে রচিত। রাঙামাটি ফুমনের গুপ্তমন্দির। লেখক আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়টি বেছে নিয়েছেন ঐতিহাসিক ঘটনার পুনপ্রকাশের মাধ্যমে তা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্যই। কাহিনির সূত্ৰপাতৰত্মাঙ্মুঙ্ম বছর পূর্বে। কণিস্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। সে সময়ে তাঁর আধীনে চিনের একটি অংশ সহ ভারত, নেপাল, গান্ধার সহ বিভিন্ন অংশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অশ্বঘোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশের লিখিত রূপ প্রকাশে ব্রতী হন। এছাড়া লিখিত অংশের ত্রুটি সংশোধন করা হয়। মহাযান করেছেন। কণিষ্কর উদ্যোগে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের ওপর স্তুপ নির্মাণ করা হয়। সেগুলি আজ পর্যন্ত বিনয়বিভাষাশাস্ত্র নামক টীকা গ্রন্থ সংকলণ করেন। কাহিনি হিসেবে উল্লেখ করা যায়।



মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটিয়ে ত্রিপিটকের অলিখিত *রাঙ্চামাটি ফুমনের গুপ্তমন্দির/অভিজিৎ বডুয়া অভি* প্রকাশক-অক্ষরবৃত্ত, চট্টগ্রাম / মূল্য: ২৩০ টাকা

নামক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব হয়, যান নাম হয় আবিষ্কৃত হয়নি। ঐসকল শাস্ত্র যাতে অন্য 'বোধিসত্ত্বযান' বলে ভূমিকাতেই লেখক উল্লেখ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা হস্তগত বা স্থানান্তর না করতে পারেন সেজন্য কাশ্মীরের বৌদ্ধভিক্ষুরা মধ্যবতী অঞ্চলে এক ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন মন্ত্রবলে কাশ্মীরের চারিদিকে যক্ষদের প্রহরী রূপে করেন। সেখানে মূলত ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ নিযুক্ত করেছিলেন।কথিত আছে কাশ্মীরের ভিক্ষরা ভিক্ষুদের সমবেত করে বৌধ উপদেশগুলি উপদেবতাদের নগররক্ষক রূপে প্রবেশ দ্বারে নিযুক্ত তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। করেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ লক্ষ শ্লোকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।রাঙামাটির ফুমনের তাম্রশাসনগুলি একটি স্তুপের নীচে রক্ষা করে তার 'উপদেশশাস্ত্র' নামে সূত্রপিটকের টীকা গ্রন্থ, গুপ্তমন্দিরে অভিযান তাই খুবই আকর্ষণীয় এক

ত্রিপিটক শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপণের জন্য বহু প্রাচীন নিদর্শন বিস্তৃতভাবে পরীক্ষার দ্বারা সাধারণভাবে বৌদ্ধসাহিত্যের দুরূহ ভাষাগুলির বারংবার পর্যালোচনার দ্বারা অর্থ পরিস্ফুট করা হয়। ফলে বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি নিয়ে লেখক যে গবেষণা করেছেন তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

লেখক এক গুপ্তগুহার সন্ধানে অভিযানের কাহিনির সূত্রপাত করে পাঠকের আগ্রহকে কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টা পেয়েছেন। কারণ এখানে তন্ত্রসাধনার বহু সূত্র সম্বলিত গ্রন্থ রক্ষিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুতারযোগ কালচক্র তন্ত্রগোষ্ঠীর তিন লক্ষ অধিবাসী সহ এখানে এক জনপদ গড় ওঠে। হিমালয়ের অভ্যন্তরে একটি গোপন আবাস গড়ে তোলেন বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক ভিক্ষুরা। কালচক্র তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা গুপ্ত ধ্যান স্থানটি শানগ্রি-লা নামে প্রচার লাভ করে। সাধারণের অগম্য এই স্থানটিতে অভিযানে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাহায্য লাভের কথা কাহিনিতে উল্লেখ কার হয়েছে। হিন্দুরা শম্ভলা স্থানকে কৈলাশ বলেও অভিহিত করেন। চিনারা শম্ভলা স্থানকে হিআই তিয়ান বা হি ওয়াং মু এর পশ্চিম স্বর্গ বলে অভিহিত করে থাকে। রাশিয়ানদের কাছে শস্তলা বেলভয়েড নামে পরিচিত। এশিয়ায় সংস্কৃত নাম শন্তলা বা শস্বল্লা বা শ্যাংগ্রা লা নামে পরিচিত। তন্ত্রসাধনার এই গুপ্তস্থানে তান্ত্রিক আচার্য শান্তিক নেপালের কাঠমাভুর স্বায়ন্ত্বনাথ উপত্যকার স্তুপা থেকে আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তান্ত্রিকমতে সাধনা করতে আসতেন। তন্ত্রমতে সাধানার দ্বারা এখানে মহাজাগতিক শক্তি অর্জন করাই ছিল সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য। এঁরা জাগতির বিষয়ে তাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ ছিলেন। রাঙামাটি ফমনের গুপ্তমন্দির তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান হিসেবে খুবই রহস্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীতে এই স্থানের আর অস্তিত্বের

মিল্লিকার জন্মদিন ও ভাষা নগরের ৩৫ বর্ষ পূর্তি

মহম্মদ নুরুল ইসলাম

কিছু কিছু সন্ধ্যার স্বতন্ত্রায় ও তার অমূল্য উচ্চারণে ব্যাথিত হয় কবি ও সাহিত্য জগৎ। রবিবার সেই রকম এক সন্ধ্যার জন্ম দেয় অবনীন্দ্রনাথ সভাঘর। প্রসিদ্ধ 'ভাষানগর' পত্রিকার ৩৫ বছর পূর্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রয়াত খ্যাতনামা কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত এঁর প্রাক জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কবি কৃষ্ণা বসু, কবি সুবোধ সরকার, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, বিভাস রায় চৌধুরি, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর দত্ত প্রমুখ। কবি সুবোধ সরকারের আত্মজ ও সঙ্গী প্রয়াত। সেই নারী শক্তির অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট কবি মল্লিকার সমগ্র সৃষ্টি, শিল্প ও সাহিত্য আজও নবীন প্রজন্মকে পথ দেখিয়েছেন, সুলুক সন্ধান দিয়েছিলেন নতুন প্রাণের। সমগ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকদের পাশাপাশি উদীয়মান কবিদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। 'ভাষানগর' পত্রিকার সুদীর্ঘ পথচলার ক্ষেত্রে সুবোধ-মল্লিকা একে অপরের পরিপূরক যে ছিলেন, সেই স্মৃতিগুলিই উস্কে দিয়েছেন বিশিষ্ট আমন্ত্রিত কবিরা। দিব্যেন্দু ঘোষ দিব্যেন্দু ব্যানার্জিরা স্বরচিত লেখায় শ্রদ্ধা জানান কবি মল্লিকাকে। অবশ্য এই



নেতৃত্বে কলকাতার সিমলে পাডার লেটার হেড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এক টুকরো পাউরুটি আর পাঁচ কাপ চা মুখে দিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত প্রফ কবিতাকে বাংলায় নিয়ে আসার আন্দোলন। অমিয় দেখেছে। কে লেখেনি— ইউ আর অনন্তমূর্তি থেকে নিলীম কুমার। সঙ্গে বাংলাভাষার সমস্ত কবি।

এবার ভাষানগর পাল্টে যাবে। ভাষানগর কন্নড়, ভাষানগর মারাঠি, ভাষানগর অসমিয়া, ভাষানগর অনুষ্ঠান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে মালায়লম, এরকমভাবে চবিশটি ভাষায় ভারতের পালন হচ্ছে। আসলে মল্লিকা সেনগুপ্ত যে সবার চবিশটি শহর থেকে প্রকাশিত হবে। সব সংখ্যায় কবি, সেই বার্তা দিয়ে সভাকক্ষে হাজির হয়েছিলেন বাংলা কবিতার অনুবাদ থাকবে। বিশেষ করে তরুণ বিভিন্ন জেলার কবিরা। বলা ভালো, একদিন এই কবিদের কবিতা। ওঁরা পড়বেন বাংলা কবিতা ওঁদের 'ভাষানগর' ভোপাল থেকে অশোক বাজপেয়ির ভাষায়, আর আমরা পড়ব ওঁদের কবিতা আমাদের

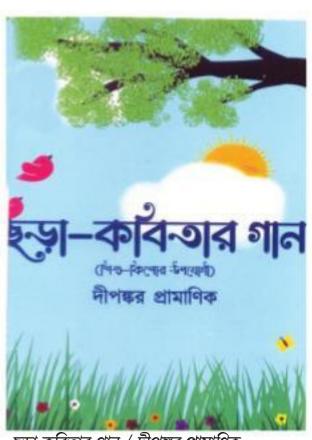
ভাষায়। এটা একটা স্বপ্ন। বাংলা কবিতাকে ভারতবর্ষে পৌঁছে দেবার আন্দোলন। ভারতবর্ষের চক্রবর্তী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'অখণ্ড ভারতী মানস'। রবীন্দ্রনাথ তাই তো চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে।

জানি সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। কিন্তু ভালো মাটি পেলে তরতর করে চারা বেরুবে। সেই ভালো মাটির নাম বাংলা কবিতা। সেই বার্তাই দিল অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরের অনুষ্ঠান। কবি লোপামুদ্রা কুণ্ডু ও অনন্যা রায় সহ বহু কবি শরিক হয়েছিলেন

ছোটদের মনের মাঝে 'ছড়া-কবিতার গান'

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

ছোট ও কিশোরবেলা কোনওভাবে জীবনপ্রবাহে হারিয়ে যায় না। ওই সময়টা বড্ড মধুর, বড় আনন্দের। হয়তো সেই সময় থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে যায়। অনেক ইচ্ছাই কথা বলে যায়। ভালোবাসার হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। নতুন নতুন ভাবনায় নিজেকে মাতিয়ে রাখা যায়। সেই আন্তরিকতায় তরুণ কবি দীপঙ্কর প্রামাণিক ছোটদের জগতে বিচরণ করতে চেয়েছেন। হয়তো তাঁর প্রথম প্রয়াস 'ছড়া-কবিতার গান' বইটি ছোটদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করেছেন। কবি দীপঙ্কর প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে লিখলেন--- 'সেদিন বোশেখ ভোরে বলবো কী ভাই তোরে গভীর বনে একলা মনে কুড়োচ্ছি ফল-পাকুড়... পাতার ফাঁকে আকাশ আঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' ছন্দে খেলায় মেতে ওঠার তাড়নায় ধরা পড়ে--- 'ছুট ছুট ঝালমুড়ি ইসকুলে ফাঁকি ঠিক যেন স্বপ্নের রূপকথা পাখি...।' কখনও দেখি— 'দিন কেটে যায় একলা একা ক্লান্ত পায়ের নূপুর, রোমাঞ্চকর মনের পাড়ায় বৃষ্টি টাপুরটুপুর।' আবার 'বাদল



ছড়া কবিতার গান / দীপঙ্কর প্রামাণিক স্বপ্ন উড়ান প্রকাশন / মূল্য: ১১০ টাকা

আমার বাদল তোমার মাদল মধুর সুর, জাগল মনের ইচ্ছে নদী চায় হতে রোদ্দুর।' না হয়---'সাদা মেঘেৰ ঘড়া… পদ্ম শালুক স্বপ্ন তালুক একমুঠো তুই ছড়া... ছুটি পড়া পড়া...।' লেখার ছবিতে ধরা পড়ে--- 'আমার ঘরে জানলা টানা মনের ঘরটা খোলা, কাল-বোশেখির ঝড়-বাদলে ভিজছে ধানের গোলা।' ছড়ার মাঝে সাহিত্যসাধক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ধরে রাখতে কবির লেখা--- 'মন ভরে যায় আবোল তাবোল ভাবনারে তুই থাম হাস্যরসের ঝরনা রেখায় ত্রৈলোক্যের-ই নাম।'

কবি দীপঙ্কর প্রামাণিকের কথা ভেবে ছড়া, কবিতা লেখার ইচ্ছাকে কদর করতেই হবে। তবে মনে রাখতে হবে ছোটদের হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়ার জন্য ছন্দের খেলাটাকে সেই ভাবে প্রকাশ করতে হবে। কঠিন কঠিন শব্দকে ব্যবহার না করে সহজ সরলভাবে ছডা বা কবিতা লিখলে ছোটদের মনকে বেশি নাড়া দেবে। প্রচ্ছদ শিল্পী আহেলী চক্রবর্তী রং-তুলিতে স্বপ্নের আকাশকে ছুঁতে চেয়েছেন। বত্রিশ পাতার বইটার দামটা একটু বেশি হয়ে গেছে। আর ছড়া কবিতায় ছবি থাকলে ছোটরা আরও বেশি খুশি হতো।

চল যাই ঘুরে আসি...

🗣 ড়খণ্ড রাজ্যের ঘাটশিলা মানেই আরণ্যক পরিবেশ, যেখানে শহুরে কল্মতা এখনও খব একটা থাবা বসাতে পারেনি। ঘাটশিলা মানেই সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেখানে বসে লেখা তাঁর সমস্ত অমর সাহিত্যকীর্তি। এই রঙ্কিনী মা দুর্গারও এক রূপ। এখানে উল্লেখ্য কথাসাহিত্যিকের 'রঙ্কিনী দেবীর খড়গ' যে, মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও দেবীমূর্তি পডেই আমার এই রঙ্কিনী মাতা প্রসঙ্গে জানার নেই, একটি প্রস্তর্থণ্ডকে দেবী হিসাবে ইচ্ছা প্রবল হয়। আর সেই সত্রেই ঘাটশিলার আরাধনা করা হয়ে থাকে। মন্দিরের অদুরে জদুগোড়ায় রঙ্কিনী মাতার মন্দির উল্টোদিকে গাছে লাল কাপড়ে নারকেল দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবর্ষ সঠিকভাবে জানা না দেবীর কাছে। প্রথানুসারে কেবলমাত্র ভূমিজ

স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই মন্দির খুবই শাল, সেগুনের জঙ্গলে ভরা এক জনপ্রিয় এবং মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী মা রঙ্কিনী খুবই জাগ্রতা। কথিত আছে যে মা তাঁর ভক্তদের কখনও নিরাশ করেন না। মা রঙ্কিনীকে কালী মায়েরই এক অবতার বলে মনে করা হয়। আবার কারও কারও মতে, মা বেঁধে ভক্তরা তাঁদের মনস্কামনা জাানান



গেলেও বর্তমানে মূল রাস্তার ওপর অবস্থিত দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে নির্মিত মন্দিরটি ১৯৫০ সাল নাগাদ স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির মতো এই মন্দিরেও লম্বা গোপুরম লক্ষ্য করা যায়, আর এই গোপুরমে দেবী রঙ্কিনীর বিভিন্ন রূপ খোদিত। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ঠিক উপরে দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের দৃশ্য। এছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর খোদিত মূর্তিও মন্দিরগাত্রে পরিলক্ষিত হয়। মল মন্দিরের দু'পাশে আরও দুটি মন্দির-- মহাদেবের মন্দির ও গণপতি মন্দির। গণেশ মন্দিরের

উপজাতির লোকেরাই মন্দিরের পূজারী হতে

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, এখানে এক সময় নরবলি প্রথা চাল ছিল। ব্রিটিশ আমলে এই নরবলি প্রথা বন্ধ হয়। পুরনো লোকপ্রবাদের প্রতি আলোকপাত করা যাক। আনুমানিক তের'শ খ্রিস্টাব্দের কথা। মাভু ও ধারের মল্ল রাজপুতদের মধ্যে একজন প্রবল পরাক্রমশালী নূপতি ছিলেন জগৎদেব। তিনি প্রথম এই রঙ্কিনী মাতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জঙ্গলাকীর্ণ অংশে।

যে সময়ের কথা লিখছি, সেই সময় পাশেই পূজার দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটার ধলভূমগড় ও সন্নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে



तिकनी यान्पत्तत উপকথা

রাজপত বংশের এক অপরূপা সন্দরী রাজকন্যা ছিলেন চিত্রলেখা। তিনি ছিলেন রঙ্কিনী মায়ের ভক্ত। প্রতিদিন স্থানান্তে তিনি ভক্তিভরে দেবীর আরাধনা করতেন।

ইন্দ্রসেনের। কিন্তু দৃঃখের বিষয় এই যে, গত

গুজরাতের সোলাঙ্কি বংশের রাজকুমার সুযোগে রাজা স্থির করলেন অমাবস্যা রাতের কৃষ্ণকাজল অন্ধকারে রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরের রাতে অভিসারের সময় ধরা পড়েছে তার হাঁড়িকাঠে রাজকুমারকে গুপ্ত প্রণয়ের প্রিয়তম। সোলাঙ্কিদের সঙ্গে এই মল্ল অপরাধে বলি দেওয়া হবে। হাঁড়িকাঠে মল্ল রাজপুতদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এই রাজকন্যার সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে রাজপুতদের চিরকালীন বৈরিতা। সুতরাং এই বসানো হল ইন্দ্রসেনের গলা। পিছনে তখন জীবনভিক্ষা করছে।ধাতক যখন ধড় থেকে

নীরব দর্শক চিত্রলেখা। ফুলডুংরি, সুবর্ণরেখা, গালুডি নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল এই অবিশ্বাস্য ঘটনার। চিত্রলেখা রঙ্কিনী মায়ের কাছে আকুলভাবে তার প্রেমিকের জন্য

ইন্দ্রসেনের মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছে, তখনই অদৃশ্য মন্ত্রবলে দেবীর হাত থেকে খড়গ বেরিয়ে এসে ঘাতকের মস্তক মুহুর্তে ছিন্নভিন্ন করে দিল। রাজা এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে যুবক-যুবতীর প্রেমের স্বীকৃতি দিলেন ও রক্ষিনী মায়ের মন্দিরে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল এই নারকীয় নরবলি প্রথা।

রঙ্কিনী মায়ের মন্দিরকে ঘিরে নানা জনশ্রুতি শোনা যায়। এমনই এক লোককথা অনুসারে কোনও একদিন এক ব্যক্তি এক বাচ্চা মেয়েকে এই জঙ্গলে একাকী হেঁটে যেতে দেখে তাকে প্রশ্ন করে, সে কোন গ্রামের বাসিন্দা। বালিকা কোনও উত্তর না দিয়ে দৌড়ে পালায় এবং যেখানে এক ধোপা কাপড় কাচছিল। সেই কাপড়ের স্থ্রপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পরে সেই কাপড়ের স্কুপ প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়। সেই প্রস্তরখণ্ডকেই এখনও পর্যন্ত মায়ের মূর্তিরূপে পুজো করা

অপর এক লোককাহিনি অনুসারে এক স্থানীয় আদিবাসী যখন লক্ষ্য করেন, একজন মেয়ে রাক্ষসকে হত্যা করছে, তখন তিনি মেয়েটির কাছে যান। কিন্তু মেয়েটি মুহুর্তে অন্তর্ধান করে। সেই রাতেই ওই ব্যক্তি রঙ্কিনী দেবীর স্বপ্নাদেশ পান এবং রঙ্কিনী মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

লোককথা যাই হোক, এই শক্তিসাধনা চাক্ষুস করতে হলে একবার আসতেই হবে এই রঙ্কিনী মায়ের মন্দি দর্শনে। প্রাকৃতিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা এখানে মিলেমিশে সম্পূর্ণ এক অন্য রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে ঘাটশিলা পৌছে সেখান থেকে গাডিভাডা করে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় রঙ্কিনী মায়ের মন্দিরে।

কোথায় থাকবেন : ঘাটশিলাতে থাকার জন্য অজস্র হোটেল, লজ, রিসর্ট রয়েছে। আপনার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করুন।

थवरत (দশ-विरमभ

মুসলিম সংরক্ষণ অনৈতিক কাজ বিগত কংগ্ৰেস সরকারের, দাবি শাহের

বেঙ্গালুরু, ২৭ মার্চ-- সম্প্রতি ভোটমুখি কণটিকে ওবিসি মুসলিমদের ৪ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল করেছে বাসবরাজ বোম্মাই সরকার। দক্ষিণের রাজ্যে ভোটের প্রচারে এসে দিন সেই সিদ্ধান্তকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অমিত শাহ । রবিবার এক দলীয় সভায় তিনি বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের স্থান নেই ভারতীয় সংবিধানে। অনৈতিকভাবে এই কাজ করেছিল বিগত কংগ্রেস সরকার। বিজেপি কখনও তোষণের রাজনীতি করে না। রবিবার কর্ণাটকের বিদর এলাকায় সভা ছিল অমিত শাহর। সেখানে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণকে সংবিধান-বিরোধী বলেও দাবি করেন। এইসঙ্গে কংগ্রেসকে তোপ দেগে বলেন, মুসলিমদের তোষণের রাজনীতি করত কংগ্রেস। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার ওই সংরক্ষণ নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণেই ওবিসি মুসলিমদের ৪ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল হয়েছে। যদিও বিজেপি সরকার জানিয়ে দিয়েছে,



মুসলিমদের বাতিল হওয়া ৪ শতাংশ সংরক্ষণের ফায়দা পাবেন রাজ্যের দুই হিন্দু গোষ্ঠী লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগা সম্প্রদায়। এইসঙ্গে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওবিসি মুসলিমদের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করা হবে।উল্লেখ্য, অমিত শাহ भूमिनभारित मुश्तकरणत जना কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন বটে.

দেবগৌড়া। প্রশ্ন উঠছে, এই তথ্য কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নেই? কংগ্রেসের বক্তব্য, জেনে বুঝে ভোটের আগেভাগে কংগ্রেসকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এইসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের রাজনীতির ফায়দা তোলার চেস্টা চালাচ্ছে বিজেপি। এর ফলেই সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অমিত শাহর বক্তব্যে ভীষণ খুশি রাজ্যের বিজেপি

নেতারা। তাঁরা বলছেন, মেরুকরণের বাস্তবে ওই সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ভোটের ১৯৯৪ সালে। তখন ক্ষমতায় জনতা দল, মুখ্যমন্ত্ৰী ছিলেন এইচ ডি বাক্সে। মূল উদ্দেশ্য তো সেটাই। স্পিকার আসতেই তাঁর চেয়ার লক্ষ্য করে কাগজ

শুকর এক মিনিটে স্থগিত লোকসভার কার্যক্রম

দিল্লি, ২৭ মার্চ-- লোকসভায় অধিবেশন শুরুর মিনিট খানেকের মধ্যেই স্পিকার কার্যক্রম মুলতবি করার কথা ঘোষণা করেন। কারণ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দিকে কাগজ ছুড়লেন বিরোধী সাংসদরা।

রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করা নিয়ে কংগ্রেস এবং বাকি বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে লোকসভার কাৰ্যক্ৰম যথাক্ৰমে বিকাল ৪টে পৰ্যন্ত স্থগিত করা হয়।



বিড়লা তাঁর আসন গ্রহণ করার মুহুর্তে কালো পোশাক পরে থাকা কংগ্রেস সাংসদরা তাঁর চেয়ারের দিকে কাগজ ছুড়তে শুরু করেন। এই ঘটনার পর স্পিকার বলেন, 'আমি মর্যাদার সঙ্গে সংসদ চালাতে

এর পরই বিকাল ৪টা পর্যন্ত তিনি নিম্নকক্ষের কার্যক্রম মুলতবি করেন। রাজ্যসভাতেও কংগ্রেস-সহ বাকি বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভ দেখানোর কারণে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় দুপুর দু'টো পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত করেন।

ফের উপর্বমুখী করোনা সংক্রমণ, বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যাও

দিল্লি. ২৭ মার্চ-- ফের উধর্বমুখী করোনা সংক্রমণ। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে । এক দিনে প্রায় ২ হাজার মানুষ নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অন্যায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতন করে ১ হাজার ৮৯০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ২০২২ এর অক্টোবরে এক দিনে এত সংখ্যক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০২৩ এর মার্চ, এই নিয়ে পর পর ২ দিন সংক্রমণের সংখ্যা ২ হাজারের ঘরে।

পুজোর প্রসাদ

২১ শিশু

খেয়ে হাসপাতালে

ভোপাল, ২৭ মার্চ-- নবরাত্রি

উপলক্ষ্যে মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে

অসুস্থ বহু মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে

পুলিশ। এসপি অর্পিত বিজয়বর্গী

জানান, এই ঘটনায় একজন ব্যক্তির

বিৰুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

রবিবার একটি ভাণ্ডারার আয়োজন

সেই ব্যক্তির নাম ওমপ্রকাশ

আলিয়স পিপ্পান। জানা যায়,

করা হয়।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রস্তুত তা খতিয়ে দেখা হবে। সব রাজ্যের কাছেও

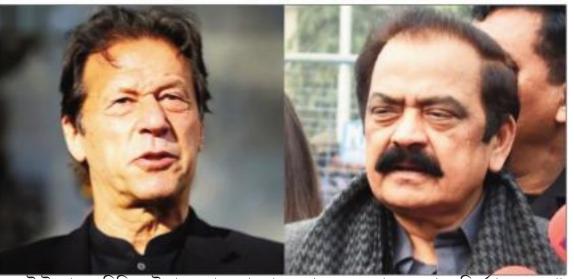


উদ্বেগ বাড়ছে সব মহলে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় দেশ জুড়ে কোভিড রুখতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। উদ্বিগ্ন ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে চিকিৎসকেরাও। আগামী মাসের ১০ ও ১১ তারিখ মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৯, পরিসংখ্যান মাফিক এই সপ্তাহের দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল করোনা মোকাবিলায় কতটা মৃত্যু সংখ্যা ২৯। ক্রমবর্ধমান এই মৃত্যুসংখ্যা উদ্বেগ

হিমরান খুন হবেন নয় করাবেন', বিতর্কিত মন্তব্য পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ২৭ মার্চ-- হয় ইমরান খান নিজে খন হবেন, নয়তো সরকারের প্রতিনিধিদের খন করাবেন। দেশকে এমনই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছে দিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বিতর্কিত এই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লা। তাঁর মতে, দেশের মানুষের মনকে কার্যত বিষিয়ে দিয়েছেন ইমরান। তাই বিরোধী মানসিকতাকে একেবারে নিঃশেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে

গত বছর নভেম্বর মাসে ইমরানের সভায় গুলি চালায় এক বন্দুকবাজ। ইমরানের পায়ে গুলি লাগলেও সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। সেই সময়ে বিশ্বকাপজয়ী পাক অধিনায়ক অভিযোগ আনেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লা ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁকে হত্যা করতে চান। সেই



জন্যই ইমরানের মিছিলে ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা হয়েছে। যদিও রবিবার ইমরানের নিরাপতার কথা মাথায় রেখে তাঁকে কন্টেনারের মধ্যে

থেকে বক্তৃতা দেওয়ার নির্দেশ দেয় পাক প্রশাসন। এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন

তাঁর মতে, 'হয় ইমরান খুন হবেন নয়তো আমরা। কারণ পাকিস্তানের রাজনীতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন ইমরান, যেখানে হয় তাঁর দল থাকবে নয়তো আমাদের দল। রাজনীতিকে শত্রুতা বানিয়ে দিয়েছেন ইমরান। এখন থেকে তাঁকে আমরা শত্রু হিসাবেই দেখব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে ইমরানের দল পিটিআই। দলের তরফে নেতা ফাওয়াদ চৌধুরি বলেন, 'পাকিস্তানের জোট সরকার ইমরান খানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। উনি কি সরকার চালাচ্ছেন নাকি গুণ্ডা দল? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ইমরানকে খুন করা, সেই বিষয়টি এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আশা করি এই ঘটনায় সূপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে।'

আইইডি বিস্ফোরণে নিহত ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র বাহিনীর এক আধিকারিক

বিজাপুর, ২৭ মার্চ - তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় আইইডি বিস্ফোরণে নিহত ছত্তীসগডের সশস্ত্র বাহিনীর এক আধিকারিক। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটে ছত্তীসগড়ের মিরতুর এলাকায়। বিজাপুর জেলা পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা যায়। বিজাপুর পুলিশ সূত্রে জানা যায় , নিহত বিজয় যাদব উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার বাসিন্দা। সিএএফ-এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয় অভিযানের সময় অসাবধানতাবশত আইইডি-র উপর পা পড়ে যায় বিজয়ের। তখনই বিস্ফোরণ ঘটে ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল থেকে মিরত্র থানা এলাকার এতেপাল এবং টিমেনার গ্রাম এলাকায় রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। নিরাপত্তার জন্য ওই বাহিনী মোতায়েন হয়। কিন্তু সকাল ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু ঘটে সিএএফ-এর সহকারী কমান্ডারের ৷ওই এলাকা মাওবাদী প্রভাবিত। ফলে এই ঘটনার পিছনে তাদের হাত রয়েছে বলেই দৃঢ় ধারণা পুলিশের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরও বাহিনী। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মোদির সঙ্গে বিজেপি সাংসদদের সাক্ষাতের আগেই দিল্লিতে শুভেন্দু, বৈঠক শাহ-নাড্ডার সঙ্গে

দিল্লি, ২৭ মার্চ-- মঙ্গলবারই বাংলার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সংসদ চলাকালীন সময় বের করে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানিয়েছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্ব বাংলার সব সাংসদই যাবেন মোদির ডাকা আলোচনা চক্রে। কিন্তু তার আগে ফের কৌশলী চাল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর । সোমবারই তিনি তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়েছেন। সূত্রের খবর, সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলেছেন শুভেন্দু। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।বঙ্গ বিজেপিতে শুভেন্দর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা, দলকে না জানিয়ে একাধিক কর্মসূচি পালন-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে। আরও চওড়া হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সেসবের বিহিত



করতেই পালটা কৌশল নিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদাররা । প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তাঁরা সময় চেয়েছিলেন। সেইমতো মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ বাংলার সাংসদদের সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়েছেন মোদি। এ রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে

সেসবের আগে সোমবারই দিল্লি উডে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সংসদে তিনি অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে কথা বলেছেন। এছাডা জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এরপর

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপর ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করে সৌজন্য বিনিময়ে করেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, এদিন সংসদে রেলমন্ত্রী অশ্বিণী বৈষ্ণবের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। দেশপ্রাণ এলাকায় রেললাইন নিয়ে কথা বলেন। রেলমন্ত্রীর আশ্বাস. বিষয়টি নিয়ে তিনি দেখবেন। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মত, সুকান্তরা তাঁর বিরুদ্ধে মোদির কাছে নালিশ করতে পারেন, এই আশঙ্কা থেকে শুভেন্দু নিজেই আগেভাগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ছটেছেন। রাজ্যে চলতে থাকা রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করে বাডতি নম্বর আদায় করাই কি উদ্দেশ্যং যাতে সুকান্তদের নালিশের জেরে তাঁর প্রতি কোনও ইমেজ যেন টাল না খায়? অমিত শাহ, নাড্ডার সঙ্গে তাঁর এই আচমকা সাক্ষাতে এসব প্রশ্নই

বেলারুসে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ার প্রস্তুতি পুতিনের

মস্কো. ২৭ মার্চ— বেলারুসে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ল্লাদিমির পুতিন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে প্রবল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমেরিকা–সহ পশ্চিমি দুনিয়া। অন্ড পুতিন অবশ্য বলেছেন, আগামী সপ্তাহ থেকে সেনাকে ওই অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেবে রাশিয়া। ১

জুলাইয়ের মধ্যেই বেলারুসের মাটিতে নতুন প্রমাণ অস্ত্রাগার তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

পুতিনের এই সিদ্ধান্তে পরমাণু যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা করছেন অনেকে। রুশ প্রেসিডেন্ট অবশ্য জানিয়েছেন. বেলারুসের মাটিতে পরমাণু অস্ত্র মজুত করা হলেও তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে মস্কোর হাতেই। তাঁর দাবি,

'আন্তর্জাতিক পরমাণু অস্ত্র সংবরণ' নীতি লঙ্ঘন করবে না। নেটোর সদস্য দেশ আমেরিকা এত দিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি গড়ে পরমাণু অস্ত্র মজুত করেছে। বেলারুসে প্রমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ার এই সিদ্ধান্তের পিছনে সেই যুক্তিকেই খাড়া করেছেন

বাবা হলেন তেজস্বী যাদব, টুইটে লিখলেন 'ঈশ্বরের উপহার'

পাটনা, ২৭ মার্চ - বহু ঝড়ঝাপটার পর খুশির হাওয়া লাল্প্রসাদ যাদবের পরিবারে। বাবা হয়েছেন তেজস্বী যাদব। সোমবার সকালে কন্যা সন্তানের জন্মের পর টুইট করে লিখলেন 'ঈশ্বরের উপহার'। আরজেডি নেতা তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে একটি ছবি টুইট করেন। টুইটারে লেখেন, 'ঈশ্বর সম্ভুষ্ট হয়ে কন্যা উপহার পাঠিয়েছেন।' স্বাভাবিকভাবেই যাদব পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব টুইট করে শুভেচ্ছা জানান আরজেডি নেতাকে। প্রথম তাঁকে বাবা হওয়ার শুভেচ্ছা জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। তিনি টুইটারে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান, 'পবিত্র নবরাত্রির দিন তেজস্বীর কন্যাসন্তান সমগ্র যাদব পরিবারের জন্য আশীর্বাদ।' দীর্ঘসময়ের বন্ধ রাজশ্রীর সঙ্গে

২০২১ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তেজস্বী। সেই সময় রাজশ্রীর নাম ছিল রাচেল গোডিনহো। হরিয়ানার বাসিন্দা রাচেল পড়াশোনা ও কর্মসত্রে দিল্লিতে থাকতেন। স্কুল থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব। বিয়ের পর নাম বদল করেন রাচেল। তাঁর নতুন নাম হয় রাজশ্রী যাদব। তেজস্বী বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেও রাজশ্রী নিজে প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকেছেন।

জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে লালু প্রসাদ-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চলছে। একাধিকবার জেরার মুখে পড়েছে লালু প্রসাদ যাদবের পরিবার। জেরা করা হয় রাজশ্রীকেও। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপর সোমবার তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এদিন টুইট করেন লালুর কন্যা রোহিনীও। খুশি দাদু ও ঠাকুমা লালু প্রসাদ ও রাবড়ি দেবীও।

বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারী ৮ বছরের মার্কিন নিবাসী কিশোর, বেছে নিলেন দলাই লামা

দিল্লি, ২৭ মার্চ - তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে বেছে নিলেন দলাই লামা। আট বছর বয়সী কিশোর মঙ্গোলীয় বংশের। তবে সে মার্কিন নিবাসী। ওই কিশোরের নাম জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, সে এক প্রাক্তন মঙ্গোলীয় সাংসদের নাতি, যাঁর এক যমজ ভাই রয়েছে। বাবা এক মার্কিন

বৌদ্ধধর্মে পদাধিকারীকে বলা হয় বছরের এক মঙ্গোলীয় কিশোরকে. দশম 'খালখা জেটসুন ধাম্পা রিনপোচে' হিসেবে বেছে নিলেন



দলাই লামা। মঙ্গোলীয় বংশের ভারতের হিমাচল হলেও, ওই কিশোরের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৮ মার্চ ধাম্পা রিনপোচে' হিসেবে ঘোষণা

ধর্মশালায় এক অনুষ্ঠানে ওই মার্কিন কিশোরকে দশম 'খালখা জেটসন

সঙ্গে ছবিও তোলেন তিনি। দলাই লামার এই পদক্ষেপ বেজিং কিভাবে নেবে সেটাই এখন দেখার। তাদের নিজেদের নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ চিন। তাই খালখা জেটসুন ধাম্পা রিনপোচে হিসেবে আট বছরের কিশোরটির নাম ঘোষণা নিয়ে তিব্বতি বৌদ্ধ সমাজে খশির আমেজ ছড়িয়ে পড়লেও , আট বছরের ওই কিশোরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকার মেঘ দেখা দিয়েছে । কারণ বরাবরই দলাই লামার চরম বিরোধিতা করে এসেছে চিনের কমিউনিস্ট সরকার।

করা হয়। ওই মঙ্গোলীয় কিশোরের

সিগারেট-গুটখা, পানমশলা সবকিছুর দাম বাড়ছে

পকেটে ছেঁকা দিয়ে 'নেশা' কমানোই লক্ষ্য কেন্দ্রের

উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার একটি গ্রামে। সূত্রের খবর, খিচ্ড়ি **मिल्लि. २९ मार्চ**— मिशात्त्रति यात्मत् প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ প্রায় ৩০টি সুখটান ना দিলে সুখ নেই বা পান শিশু। তাদের মধ্যে ২১টি শিশু মশলা বা গুটখায় আসক্তদের জন্য হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ সূত্রে দুঃসংবাদ। তৈরী থাকুন খরচ খবর, ফৈজপুর নিনানা গ্রামে বাড়াতে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে নবরাত্রি উপলক্ষে এক মন্দিরে তামাকজাত পণ্যের দামের ওপর খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। সেই জিএসটি বৃদ্ধি পাওয়ায় সিগারেট, খিচুড়ি খেয়েইে অসুস্থ হয়ে পড়ে গুটখার প্যাকেটের দাম বাড়বে। গ্রামের শিশুরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জিএসটির হার বাড়ায় স্বভাবতই

প্রস্তৃতকারক সংস্থার খরচও বাড়বে। ফলে সিগারেট, গুটখা, পান মশলা ইত্যাদির প্যাকেটের দাম আগের থেকে অনেকটাই বাড়বে। আসলে জিএসটি বাড়ানোর পেছনে কেন্দ্র সরকারের মূল লক্ষ্য তামাকের নেশা কমানো। গুটখা, খৈনি ইত্যাদি

অনেক রাজ্যেই নিষিদ্ধ হয়েছে। এবার নতুন সেস চাপল সিগারেটের উপরেও। ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমনন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ লোকসভায় যে বাটেজ পেশ করেছেন তাতেই এই সেসের সর্বোচ্চ সীমার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে লাগু হবে। এর জেরেই বাড়তে পারে দাম। জিএসটি চালু হওয়ার পরে তামাকের উপরে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি আদায় করা হয়। তার উপরে তামাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে জিএসটি-র পরেও অতিরিক্ত সেস চাপানো হয়। বৰ্তমানে তামাকজাত



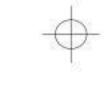
পণ্য উৎপাদনের উপরে ১৩৫ শতাংশ লেভি ধার্য হয়। জিএসটি সংক্রান্ত এই ক্ষতিপুরণ ৫১ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয়

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই আজ শেয়ার বাজারে সিগারেট ও তামাক প্রস্তুতকারী সংস্থার শেয়ারের দর ধাকা খেয়েছে। আইটিসি-র শেয়ার ৬ শতাংশেরও বেশি পড়েছে।

অর্থনীতির নিয়ম মেনে বরাবরই বাজেটে কর আদায় বাড়াতে সিগারেট, তামাকে কর চাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ সিগারেট, তামাকে কর বসিয়ে দাম বাড়ালেও

তার বিক্রি কমে যায় না। কিছু মানুষ ধমপান ছাডলে বা কমালেও তার থেকে অনেক বেশি বাড়ে নতুন ধূমপায়ীদের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থ ঢালতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে তামাকে কর বসিয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানোটা সহজ পন্থা।

ভারত এমনিতেই সিগারেট ও তামাক সেবনকারীর সংখ্যায় গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়। তামাকজনিত কারণে ক্যানসার রোগীদের সংখ্যাও বাডছে দেশে। সে দিক থেকেও তামাকে বেশি কর চাপানোটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন বি**শে**ষজ্ঞরা।





মহিলা জাতীয় ফুটবলে বাংলার হার

নিজস্ব প্রতিনিধি— উত্তরপ্রদেশের মথুরাতে চলছে ২৭তম জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। এবারে এই প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বের খেলায় বাংলা প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে পরাস্ত করে অরুণাচল প্রদেশকে। দ্বিতীয় ম্যাচে সোমবার বাংলা মুখোমুখি হয়েছিল তামিলনাডুর বিরুদ্ধে। বাংলা শিবির আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকলেও, তামিলনাডুর ঝোড়ো আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বাংলা হার স্বীকার করল ০-৪ গোলের ব্যবধানে তামিলনাডুর কাছে। তামিলনাডুর মেয়েরা প্রথম থেকেই আক্রমণে গতি বাডিয়ে বাংলা শিবিরে আঘাত হানতে থাকে। খেলার প্রথমার্ধেই দুটো গোল পেয়ে যায় তামিলনাডু। প্রথম গোলটি আসে ৩৪ মিনিটে মালাবিকার পা থেকে। আর দ্বিতীয় গোলটি হয় ৪৩ মিনিটে প্রিয়াধারের দক্ষতায়। প্রথম পর্বে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরে তামিলনাডুর মেয়েরা দ্বিতীয় পর্বে আরও দরন্ত रु उर्छ। १৯ मिनिए मालाविकात গোলে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় তামিলনাডু। গোল পরিশোধ করার জন্য বাংলার মেয়েরা সেইভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ৮২ মিনিটে আবার গোল পেয়ে যায় তামিলনাড। এবারের গোলদাতা যুবরানি। বাংলা পরের ম্যাচে যদি জিততে না পারে. তাহলে সেমিফাইনাল খেলা কঠিন

এদিকে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে এদিন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল জামশেদপুর এফসি'র কাছে। হাড্ডাহাডিড লড়াইয়ের পর ইস্টবেঙ্গল জয় দেখতে পেল না। জামশেদপুর এফসি ৩-২ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল। জামশেদপুরের হয়ে গোল করেছেন লাল হীরা ও মার্জিত সিং। আর একটি গোল আসে আত্মঘাতীতে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দু'টি গোল করেছেন হিমাংশু ঝাংড়া। মঙ্গলবার আইএফএ দফতরে প্রো লাইসেন্স কোচিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাংলার প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

হয়ে যাবে। বাংলাকে পরের ম্যাচে

খেলতে হবে উত্তরপ্রদেশের

বিরুদ্ধে।

হারল ডেনমাক

দিল্লি— পাঁচ গোলের থ্রিলারে হারল কোয়ালিফাইং ম্যাচে কাজাকিস্তানের কাছে। টান টান টান উত্তেজনায় ভরা দশজনে খেলা কাজাকিস্তান জয় তুলে নিল (৩-২) গোলে। ৰৰপ্ত নম্বর র্যাঙ্কিংয়ে থাকা কাজাকিস্তানের কাছে হার স্বীকার করল আঠারো नम्रत ताकिः एत थाका एएनमार्क। या একেবারেই ফুটবল বিশ্বে হতবাক করার মতন বিষয়। তবে কাতার বিশ্বকাপ থেকেই অঘটনের পালা শুরু হয়েছে ফুটবল বিশ্বে। সেটার সাক্ষী সকলে রয়েছেন।

জিতল ইতালি

ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর অবশেষে জয়ের মুখ দেখল গতবারের ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন ইতালি। দ্বিতীয় খেলায় ইতালি হারাল মালাটাকে (২-০) গোলে। তবে ইতালি প্রথম ম্যাচের হারের ধাক্কা সামলে সেভাবে বিধ্বংসী মেজাজে কামব্যাক করতে না পারলেও, তারা দু'গোলে জয় তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে।

আইসিসি'র ডিগবাজি

দুবাই— আইসিসি'র ডিগবাজি... হ্যা, আবারও উল্টো সুর আইসিসি'র বার্তায়। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া তৃতীয় টেস্টের পরে আইসিসি'র পক্ষ থেকে পিচ নিয়ে জানানো হয়েছিল, 'ইন্দোরের উইকেট অতি নিম্নমানের এবং খারাপ।' ডিমেরিট পয়েন্ট হিসাবে তিন পয়েন্ট কাটা হয়েছিল। কিন্তু বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আইসিসি'কে এই ব্যাপারটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল। আর সেখানেই ভেক্কি দেখাল আইসিসি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আবেদনের পরই ভোল পাল্টাল আইসিসি। জানিয়ে দিল, পিচ খব একটা খারাপ ছিল না। সাধারণের থেকে একটু খারাপ ছিল। ব্যাপারটা পুরো খতিয়ে দেখা হয়েছে। একেবারে পিচ খারাপ সেটার তথ্য বা প্রমাণ অনেক কম ছিল। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

<u> ज्या</u> निर्माति...

নাইটদের নতুন নেতা নীতিশ রানা

নিজস্ব প্রতিনিধি— আসর যোলোতম আইপিএলের মরশুমে এবারে নাইটদের নতুন নেতা নীতিশ রানা... চোটের জন্য এবারের আইপিএলের আসরে প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়র। যদিও এখনও নাইট শিবির শ্রেয়সকে নিয়ে আশা ছাড়ছে না। তাদের বিশ্বাস শ্রেয়স সার্জারির পর শেষদিকে হলেও নাইট দলে কামব্যাক করবেন। এরপর থেকেই নাইট শিবিরে এবারে কাকে অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে সেটা নিয়ে জল্পনা চলছিল।

তালিকায় ছিলেন অবশ্য নীতিশ রানা ও সুনীল নারিন। কিন্তু সুনীল নারিন বিদেশি লিগে দলের দায়িত্ব নিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থতার খাতায় নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। সেখানে তার ওপর বেশ কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল দলের কর্তারা। কিন্তু, উপায় না থাকায় অভিজ্ঞতার বিচারে তাঁকে তালিকায় রাখা হয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত সবাইকে পিছনে ফেলে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে নীতিশ রানাকে। সোমবার কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'শ্রেয়স আইয়রের অনুপস্থিতিতে আমাদের দলের অধিনায়ক বাছা হয়েছে নীতিশ রানাকে। আমরা আশা করছি শ্রেয়স চোট সারিয়ে সার্জারির পর দলে যোগ দেবে শেষদিকে। হয়তো কিছ ম্যাচেও খেলতে পারে

পরিস্থিতি ঠিক থাকলে। শ্রেয়সের ওপর তো আমাদের একটা আশা রয়েছে। তবে শ্রেয়সের জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতিশই যোগ্য ব্যক্তি বলে আমরা মনে করেছি। ২০১৮ সাল থেকে নীতিশ আমাদের দলে রয়েছে। ওর অভিজ্ঞতাও রয়েছে

অধিনায়কত্বের। আমাদের বিশ্বাস আসন্ন মরশুমে নীতিশ রানার নেতৃত্বে আমাদের দল ভালো সাফল্য পাবে।' এছাডা আরো বলা হয়েছে, 'নীতিশের পাশাপাশি আমরা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী কারণ আমাদের প্রধান কোচ চন্দ্রশেখর পন্ডিত এবং সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে। আশা করছি, তারা নীতিশকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এবং তাকে সঠিক পথ দেখাবে। তাছাড়া আমাদের দলে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা রয়েছেন যাঁরা মাঠে নীতিশ সাহায্য করবেন। নীতিশকে অনেক শুভেচ্ছা রইল আগামীদিনের জন্য। আমাদের বিশ্বাস ও ভালোভাবে সাফল্য পারে। এবং আমরা প্রার্থনা করছি ভগবানের কাছে শ্রেয়স দ্রুত চোট সারিয়ে কামব্যাক করুক আমাদের শিবিরে।' অধিনায়ক হিসাবে নীতিশ রানা ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ সাফল্য পেয়েছেন তিনি দিল্লি দলকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া এ বছর দিল্লি দল থেকে

রানাকে বাদের তালিকায় ফেলা হয়েছিল আর রানার বাদের তালিকায় পড়ায় দিল্লি'র কি খারাপ অবস্থা হয়েছিল রঞ্জি ট্রফির আসরে সেটা আর বলে দিতে হবে না



নীতিশ রানা দিল্লি দলকে বারোবার নেতৃত্ব দিয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে (সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি)। এরমধ্যে আটটি ম্যাচে জয় এবং চারটিতে পরাজয়।

নীতিশ রানা কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ২০১৮ সাল থেকে। তিনি মোট ৭৪ টি ম্যাচে ১.৭৪৪ রান করেছেন স্ট্রাইট রেট

১৩৫.৬১। আসন্ন যোলোতম মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্স মোহালিতে ১ এপ্রিল পাঞ্জাব

কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারে অভিযান শুরু করছে। আলাদা এবং খোশ মেজাজের মধ্যে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ব্যাট ও বল হাতে নয়, রংয়ের স্প্রো নিয়ে গ্যালারির সিট রং করছেন মাহি

নিজস্ব প্রতিনিধি— এটাই নিজের কেরিয়ারের শেষ আইপিএল সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না... এর আগাম বার্তাও নিজে থেকে দিয়ে রেখেছেন ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি। তিনি চেয়েছিলেন ঘরের মাঠে চিপকে আইপিএলের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন। আর এবারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে চিপকে শেষ ম্যাচ খেলবেন ধোনি। যদি চেন্নাই দল প্লে-অফে কোয়ালিফাই করে তাহলে তিনি খেলবেন বলে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু চিপকে সেটাই মাহি'র শেষ ম্যাচ। ইতিমধ্যে চিপকে চেন্নাইয়ের ক্যাম্প শুরু হয়েছে। এবারে আমেদাবাদে প্রথম ম্যাচে হার্দিকদের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ধোনিব্রিগেড আইপিএলের অভিযান শুরু করবে। হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি তার আগেই দলে ক্রিকেটাররা যোগ দিয়েছেন। এবারে চেন্নাই দলের এক্স ফ্যাক্টর



হতে চলেছেন বেন স্টোক্স। তিনিও চলে এসেছেন। এবং জোরদার

প্রস্তুতি চালাচ্ছে ব্যাটিং নেটে। সেইসঙ্গে বাকি বিদেশিরা চেন্নাই ক্যাম্পে নিজেদের প্রস্তুতি সারছেন। তবে সকলের থেকে কিছুটা

তাঁকে এবারে পুরোপুরি আলাদা মেজাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কখনো বল নিয়ে নেটে বোলিং করেছেন. আবারও কখনো পুরানো মেজাজে ব্যাট হাতে বড় বড় ছক্কা হাঁকাচ্ছেন। তরুণ ক্রিকেটারদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতন। প্রস্তুতির পাশাপাশি সোমবার মাহিকে একেবারে অন্য মেজাজে দেখা গেল।

এবারে তিনি ব্যাট ও বল হাতে নয়। রংয়ের স্পে নিয়ে সোজা চলে গেলেন স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। সেখানে গিয়ে রংয়ের স্প্রে দিয়ে সিট রংও করলেন। এই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল रुत्र शिराह । भव भिलिस स्थानि নিজের শেষ আইপিএলটায় মজা করে এবং খোশ মেজাজে খেলতে চাইছেন সেটা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়।

অবশ্যই চেন্নাই সুপার কিংসের ক্রিকেটাররা চাইবেন ধোনির ফেয়ারওয়েলে তাঁকে পঞ্চমবার আইপিএলের খেতাবটা উপহার দিতে। এছাডা ইতিমধ্যে স্টেডিয়ামের বাইরে দর্শকদের এখন থেকে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে টিকিট কেনার। কারণ টিকিট বিক্রি শুরু করে দিয়েছে ওখানকার ক্রিকেট সংস্থা।

দীপক হুড্ডা। ব্যাটিং ও বোলিংয়ে পারদর্শী। তাছাড়া দলে রয়েছে ব্যাটসম্যান সেরকম ভালো ফিল্ডার। পাশাপাশি ক্রণাল পাডিয়ার মতন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার তো রয়েছে। তাই এরা যদি নিজেদের সেরা ফর্মে থাকে তাহলে লখনউ দলকে দুই ম্যাচে পাবে না লখনউ। লখনউ এবারে দিল্লি'র বিরুদ্ধে শুরু করবে। ডাচদের সঙ্গে

লোকেশ ও ডি ককে'র ওপেনিং জুটি প্রধান শক্তি, লখনউ দলের 'এক্স ফ্যাক্টর' দীপক হুড়া মন্তব্য অ্যারন ফিঞ্চের

লোকেশ রাহুল ও কুইন্টন ডি ককে'র ওপেনিং জুটি। এই দলের এক্স ফ্যাক্টর হল দীপক হুড্ডা', এমনটাই মনে করছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। গতবার আইপিএলের সংসারে খেলার পরই প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছিল লখনউ। খেতাব জিততে না পারলেও প্রথমবার আইপিএল খেলতে নেমেই প্লে-অফে খেলাটা বিরাট কৃতিত্ব অর্জন সেটা নিশ্চিন্তে বলে দেওয়া যায়। লখনউ গতবার লিগ টেবলে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিল নয়টি জয় ও পাঁচটিতে হেরে। প্রথমবার খেলতে নেমেই

প্লে-অফে খেলার ছাড়পত্রও

নিজস্ব প্রতিনিধি— 'লখনউ সুপার

জায়ান্টাস দলের বড় শক্তি হলো

ম্যাচে আরসিবি'র কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল লখনউ। ফিঞ্চের সংযোজন, 'আমার তো মনে হয় লখনউ দলের সবথেকে বড় শক্তি হল ওদের ওপেনিং জুটি রাহুল ও ডি কক। এঁরা দু'জনে একে

এবং দু'জনের মধ্যে একটা দারুণ

তালমিল রয়েছে। বিপক্ষ দলকে

যতটা রয়েছে দূর্বলতা ততটাই অপরকে খুব ভালো করে চেনে।

চাপে ফেলে দেওয়ার জন্য এরা স্থানউ দল এবারে ঘরের মাঠে দু'জনেই যথেষ্ট। দু'জনেই এমন ধরনের ক্রিকেটার তাদের শক্তি

যদি এই দুই ব্যাটসম্যান নিজেদের সেরা ফর্মের মধ্যে থাকে তাহলে লখনউ এই মরশুমে অনেক দূর এগোবে সেটা আমি আগাম বলে দিতে পারি। এছাড়া

খেলার একটা বাড়তি সুবিধা পাবে। ঘরের মাঠে খেলার সুযোগটা তারা ভালো করে নেবে যেটা তারা তাদের অভিষেক মরশুমে পায়নি। প্রথমবার ঘরের মাঠে খেলতে নেমে তারা তাদের সেরা খেলাটা মেলে ধরবে এটা নিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারি। এছাড়া এই দলের এক্স ফ্যাক্টর হবে নিকোলাস পুরান। ওর কথা ভূলে গেলে চলবে না। যেমন মারকুটে আটকানো অনেকটাই কঠিন হবে। এদিকে কুইন্টন ডি কককে প্রথম ম্যাচ দিয়ে আইপিএলের অভিযান একদিনের ম্যাচের সিরিজ খেলার জন্য ডি কককে পাবে লখনউ

প্রথম দই ম্যাচে।

অলিম্পিকে পদক জয়ের লক্ষ্যে বক্সার নিখাত

ওই প্রতিযোগিতায় পদক জয় পদকটি দখল করেছিলেন। আর এই সন্দেহ নেই। করতে পারেন তাহলে আগামী ভাবনাতেই আগামী অলিম্পিক

চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের কৃতিত্ব প্যারিসে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক লড়াই করে পদক জয়ের ভাবনাকে শুধু অংশ নেওয়া নয়। দুই বিভাগেই অন্যভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখিয়েছেন বক্সার নিখাত জারিন। গেমস।তাই এখন থেকেই নিজেকে সার্থক রূপ দিতে চান। এবারেও সোনা জয়ের সাফল্যটাকে হবে। মেরি কমের পরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে নজর কাড়লেও, তৈরি করতে চাইছেন নিখাত তিনি বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। এই ভারতীয় কোনও মহিলা বক্সার এখন পর্যন্ত অলিম্পিকে পদক জারিন। আর সেই কারণেই বিশ্ব সোনা জয়ের কৃতিত্ব দেখালেন। প্রসঙ্গে সোনা জয়ী বক্সার নিখাত হিসাবে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আসেনি ভারতের এই পয়লা নম্বর বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হওয়ার স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কাছে এখন জারিন বলেন, আমার কাছে এই একাধিক সোনা জয়ে কৃতিত্ব মহিলা বক্সার নিখাত জারিনের। এ পরেই নিবিড অনুশীলনে নেমে অনেক স্বপ্ন খেলা করছে। ৫০ কেজি পদক বড হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। দেখালেন নিখাত। পর পর দু'বার বছরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পড়বেন নিখাত। এমনই বার্তা বিভাগে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার প্রধান কারণ কমনওয়েলথ সোনা জেতায় প্রত্যাশা আরও চিনে বসতে চলেছে এশিয়ান দিয়েছেন নিজে। ২০২২ সালে বিশ্ব রয়েছে তা নিখাত কাজে লাগাতে গেমসের পর বিশ্ব বক্সিং বাডিয়ে দিয়েছে। আর এই চাপকে গেমস। ওই প্রতিযোগিতায় সেরা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫২ কেজি চাইছেন। তবে সোনা জেতাটা তাঁর চ্যাম্পিয়নশিপে লড়াই করাটা ইতিবাচক হিসাবে দেখতে চাই। পারফর্ম করতে চাইছেন নিখাত। যদি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার কাছে অনুপ্রেরণা তা নিয়ে কোনও অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু মনকে দুঢ় আর কয়েক মাস বাদেই এশিয়ান

বছরে অলিম্পিকে অংশ নেওয়া গেমসে অংশ নিয়ে ভারতকে পদক পর এই প্রথম দ্বিতীয়বার কোনও উঠেছিলাম দুরন্ত। তবে আমার হচ্ছে।

দিল্লি— পর পর দু'বার বিশ্ব বক্সিং পাকা হয়ে যাবে। আগামী বছর দিতে চাইছেন ৫০ কেজি বিভাগে প্রতিযোগিতায় নিখাত অংশ নিলেন। ওজন কমাতে হবে তার জন্য করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করবার গেমস রয়েছে। মনের মধ্যে সেকথা

৫০ কেজি বিভাগে লড়াই শুরুর জন্য বক্সিং রিংয়ে আমি হয়ে বার বার এখন থেকেই অনুরণিত

আজ কিরগিজদের হারাতে বদ্ধপরিকর ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি— ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ভারত মঙ্গলবার মাঠে নামছে কিরগিজস্থানের বিরুদ্ধে। ভারত প্রথম ম্যাচে মায়ানমারকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। কিরগিজস্থান ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যদি ভারতীয় দল এই ম্যাচটি ড্র করতে পারলে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু কোচ ইগর স্টিমেকের লক্ষ্য ড্র নয়, জয় চাই। তার জন্য আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে ভারত। ভারতের আশা আরও বেড়েছে যেহেতু মায়ানমার ও কিরগিজস্থানের খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়। রবিবার একেবারে শেষ মুহুর্তে কিরগিজস্থানের খেলোয়াড়া গোল করে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ৰ পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিরগিজস্থানের খেলোয়াড়রা বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করবেন। তাই সাংবাদিক বৈঠকে কোচ জানিয়েছেন, আমরা অলআউট খেলব। আমি জানি গ্যালারি ভর্তি দর্শকরা ভারতীয় দলকে সমর্থন করবেন। আর এই সমর্থনের জন্য খেলোয়াড়া উদ্বন্ধ হয়ে সেরা খেলা উপহার দেবেন। মায়ানমারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ কিরগিজস্থান ড্র করায় স্বাভাবিকভাবে তারাও কিন্তু লড়াকু মনোভাব নিয়ে মাঠে নামবে। সেকথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছে আবদুল সামাদ। তবে, আমাদের দলে দু'একজন খেলোয়াড়ের চোট রয়েছে। আমি বলতে চাই প্রতিপক্ষ দল সেই অর্থে আমাদের থেকে মানসিকভাবে এগিয়ে রয়েছে। বিপক্ষ দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার যে কোনও সময় খেলার চেহারা বদলে দিতে পারেন। এই বিষয়টা মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

কোচ ইগর স্টিম্যাক মনে করেন, প্রথম ম্যাচে মায়ানমারের বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে জয়লাভ করলেও, ভারত কিন্তু সেইভাবে নজরে আসেনি। তাই দ্বিতীয় ম্যাচটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। প্রথম ম্যাচে প্রথম একাদশে যাঁরা খেলেছিলেন ভারতের জার্সি গায়ে, তাঁদের মধ্যে বাদের তালিকায় কেউই থাকছেন না।

বৃষ্টি ভেজা উইকেটে তাসকিন এলোমেলো করে দিলেন আইরিশদের

চট্টগ্রাম— একদিকে বৃষ্টি আর অন্য দিকে বোলার তাসকিন আহমেদের দুরন্ত বোলিং সবকিছু ভাবনা পরিবর্তন করেদিল। আর সেই অবসরেই ডার্কওয়ার্থ লইসের কারণে বাংলাদেশের শাকিব আল হাসানরা আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ রানে জয় পেয়ে গেল টি-২০ ক্রিকেটে। একদিনের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এক ওভারে বাংলাদেশের তাসকিন তিনটে উইকেট নিয়ে আইরিশদের পিছনে ফেলে দেন সোমবার। টি-২০ সিরিজে আইরিশরা ভাল খেলবেন তা ভেবেই রেখেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের খেলোয়াডদের কাছে হার মানতে হল পল স্টার্লিংদের। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ১৯.৯ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান করে। তারপরেই বৃষ্টি ঝেঁপে আসে। খেলা স্থগিত রাখতে হয়। পরে আর ব্যাট করার সুযোগ হয়নি খেলা শুরু হওয়ার আগে। বৃষ্টির জন্যে ম্যাচের ওভার কমিয়ে আনা হয়। বৃষ্টির জন্য ওভার কমিয়ে তা নির্ধারিত হয় ৮ ওভার। আয়ারল্যান্ডকে জিততে হলে প্রয়োজন ছিল ১০৪ রানের। কিন্তু আইরিশরা খেলতে নেমে বাংলাদেশি বোলারদের কাছে দাঁড়াতেই পারেননি উইকেটে। ৮ ওভারে আয়ারল্যান্ড মাত্র ৮১ রান তোলে ৫ উইকেটের বিনিময়ে।

বাংলাদেশের দুই ওপেনার লিটন দাস ও রনি তালুকদার প্রথম থেকেই আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন। প্রথম জুটিতে ৭.১ ওভারে ৯১ রান ওঠে। লিটনের ব্যাট থেকে ২৩ বলে ৪৭ রান আসে। লিটন এবারে আইপিএল ক্রিকেটে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে মাঠে নামবেন। রনি ৩৮ বলে রান করেছেন ৬৭। দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে নামেন নাজমূল হোসেন। তিনি ১৪ রান করেছেন ১৩ বলে। তৃতীয় উইকেটে খেলতে নেমে শামিম হোসেন ২০ বলে ৩০ রান উপহার দেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিনায়ক শাকিব আল হাসান ও মেহেদি হাসা মিরাজ অপরাজিত থাকেন। শাকিব ২০ রান করেন ১৩ বলে। বৃষ্টির পরে খেলা শুরু হতেই আয়ারল্যান্ডের শিবিরে ধস নামে। তাসকিনের দুরন্ত বোলিংয়ের কাছে একের পর এক ব্যাটসম্যান প্যাভেলিয়নের পথে পা বাড়ান। তাসকিন চতুর্থ ওভারে হ্যাটট্রিক করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে উইকেট পেয়েছিলেন। তাসকিনের কাছে আয়ারল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে যাওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়েন এবং পরাজয়কে মেনে নেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আগামী ম্যাচেও ভাল পারফরমেন্স করার জন্য তৈরি রয়েছেন।

গতবারের থেকে এবারে একটু চাপটা বেশি মনে করছেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু



মতন এবারেও একইভাবে নিজেদের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে পারব তো সমর্থকদের প্রত্যাশাপুরণ করতে পারব তো,' সোমবার এমন কথাই জানালেন রাজস্থান রয়্যালস দলের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। গতবার দুরন্ত পারফরমেন্স করে দেখিয়ে রাজস্থান রয়্যালস ফাইনালে পৌছেছিল। কিন্তু হার স্বীকার করতে হয়েছিল গুজরাতের কাছে। তবে এবারেও কি একইভাবে দেখা যাবে রাজস্থানকে সেটা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ না করলেও চাপের মধ্যে যে রয়েছেন সঞ্জু তা নিশ্চিত। তিনি মনে করেন, 'আমরা গতবার দারুণ পার্যর্মেন্স করে দেখিয়েছিলাম এবারেও সেই একই ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রস্তুত। তবে

জয়পুর — 'চাপ রয়েছে গতবারের

আগের বারের মতন পারব তো

সেটা নিয়ে একটু চাপ রয়েছে।

গতবার যে পারফরমেন্সটা করে

দেখিয়েছিলাম সেটা পুরোপুরি স্বপ্নের মতন ছিল। গতবার আমরা ফাইনালে খেলেছিলাম। আশা করছি এবারে সেই কাজটা করে দেখাতে পারব তবে একটু চাপের হবে এবং এই চাপটাকে আমাদের জয় করতে

এছাড়া সঞ্জুর সংযোজন, 'আমি রাজস্থান দলে যখন জায়গা পেয়েছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। এখন আমার বয়স আঠাশ। দশবছর দারুণভাবে এখানে খেলেছি। অনেক কিছু শিখেছি ও জেনেছি এটা এখন আমার কাছে আমার ঘর। সবসময় এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। বিরাট প্রতিযোগিতা আইপিএল। তাই চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে সবসময় ভালো লাগে। আর আমি সবসময় চাই রাজস্থান ভালো পারফরমেন্স করুক।'

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.